THE EMPTY CANVAS □ ALBERTO MORAVIA

Translated in to Bengali By PARASWAR ROY

□ প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭ / এপ্রিল ১৯৬০

□ প্রকাশিকা : লতিকা সাহা / মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯

□ মুদ্রাকর : তরুণ মণ্ডল / মোনালিসা প্রিন্টার্স
৮৩/৬ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭

□ প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

কুনাল গঙ্গোপাধ্যায়
বন্ধুবরেষু

স্পষ্ট মনে আছে আমার কী ক'রে আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এক সন্ধ্যেবেলা প্রায় আট ঘণ্টা ধ'রে স্টুডিওতে কাজ করেছি, মাঝে মাঝে একটু আধটু বিশ্রামও নিয়েছি। তারপর স্টুডিওর ডিভানে চিৎপাত হ'য়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। কত চেষ্টার পর একটা অনুপ্রাণিত ছবি এঁকেছিলাম। হঠাৎ ডিভান থেকে উঠে দাঁড়ালাম। সিগারেটের শেষ টুকরোটা ছাইদানিতে পিষে ফেললাম। রঙ্ কুড়ে কুড়ে তোলার ছুরিটা নিয়ে ছবির ক্যানভাসটা ফেঁড়ে ফেললাম। ছুরি চালিয়ে চালিয়ে ক্যানভাসটা ফালা ফালা ক'রে ফেললাম। তারপর ঈজেল থেকে ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর একটা নতুন সাদা ক্যানভাস ঈজেলে বসালাম। বুঝতে পারলাম আমার সৃষ্টিক্ষমতা শেষ। এই ঈজেলে বসানো সাদা ক্যানভাসটা হয়তো একটা বাইরের রূপ—একটা স্তরবিবর্তন যা নাকি ধীরে ধীরে অলক্ষে আমাকে বন্ধ্যাত্বে পেঁাছে দেবে।

কয়েকটা কথা বলার আছে আমার। আমার একঘেয়েমি লাগার প্রসঙ্গটা বারবারই ঘুরে ফিরে আসবে। তাই এই একঘেয়েমি লাগা বলতে আমি কী বুঝি সেটা পরিষ্কার করে নিতে চাই। এই একঘেয়েমি আমার চিরসঙ্গী আমার মনে অবাস্তব অসঙ্গতিপূর্ণ ভাবের জন্ম দেয়। উপমা দিয়ে বলা যায়—যেন শীতের রাতে একজন ঘুমন্ত মানুষ একটা ছোট্ট কম্বল গায়ে দিয়েছে। পা ঢাকলে বুক ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়--বুক ঢাকতে গেলে পা অসাড় হ'য়ে আসে। কোন অতি পরিচিত জিনিসও এমনি ক'রে আমার কাছে অর্থহীন সম্পর্কহীন হ'য়ে ওঠে। [redacted]।

সবকিছুর মূলেই রয়েছে এই একঘেয়েমির অস্বস্তি। সৃষ্টির প্রথমে ছিল একঘেয়েমির অস্বস্তি। ঈশ্বর এই একঘেয়েমির জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন ব্রহ্মাণ্ড—আদম ইভকে। তারাও একঘেয়েমির জন্যেই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করেছিল—নোআ মদ আবিষ্কার করেছিল। বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার মূলেও এই একঘেয়েমি—ভেঙেপড়ার মূলেও তাই। এইসব মৌলিক আবিষ্কার গুলো আমি সংক্ষেপে লিখে রেখেছিলাম।

এই একঘেয়েমির জন্যেই আমি মাকে ছেড়ে চলে এসেছিলাম ভিয়া মারগাণ্ডার স্টুডিওতে—স্বাধীনভাবে ছবি আঁকবো ব'লে। অবশ্য মার ভিলাতে আমি প্রত্যেক সপ্তাহে একবার যেতাম। বিচ্ছিরি লাগত যেতে। তবু যেতাম। মা'র কথাবার্তা শুনতাম। বেশীর ভাগ কথাই তার বাগান, গাছ ফুল ঐসব

। নয়তো তার ব্যবসা নিয়ে। সমাজের প্রতিষ্ঠিত মানুষদের মা মাঝে মাঝে
ত্রণ করতো। আমাকে সে সময় যেতে বলত। আমি কক্ষনো যেতাম না।
আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। মাই আজকে সকালে ফোনে বলল—
দকে তুমি পঁয়ত্রিশে পড়লে। সুখী হও। শুভেচ্ছা রইল।'
অগত্যা দুপুর নাগাদ আমার পুরোনো লজ্ঝর গাড়িখানা বের ক'রে
। হলাম। বরাবর যেমন বিচ্ছিরি লাগে তেমনি বিচ্ছিরি লাগছিল।
ভিলায় পেঁছে জোরে জোরে হর্ন বাজালাম। কাঁচে বা দরজা খুলে একটি
চারিকা এসে দাঁড়াল। আগে কোনদিন দেখিনি ওকে। মা কোথায় জানতে
ল ও মৃদুস্বরে বলল— আপনি কি সিনর দিনো?
হ্যাঁ।
উনি বাগানে রয়েছেন।
বাগানের দিকে যেতে একটা নতুন ঝকঝকে স্পোর্ট্‌স্‌কার দাঁড়িয়ে আছে
লাম। কাঁচঘরে যেখানে মা ফুলের চাষ করে সেখানেই মা'র দেখা পেলাম।
ুরলতার মাচানের কাছে এসে মা বলল—'দ্যাখ্‌ পোকায় আঙ্গুরগুলোর কী
া করেছে। আঃ! সবুজ পাতার মধ্যে কালো টস্‌টসে অঙ্গুরগুলো।'
নে আমরা ঘুরে বেড়ালাম। মা সারাক্ষণ ফুলের চাষ আর ব্যবসা নিয়ে
বললেন। হঠাৎ মাকে জিজ্ঞেস করলাম—
আচ্ছা মা—বাবা তোমার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায় কেন?
া নাক কোঁচকাল। বাবার কথা উঠলেই মা এরকম নাক কোঁচকায়।
বরাবর দেখেছি। বলল, 'ও দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে।
—গোলাপগুলো কী সুন্দর?'
তুমি সঙ্গে যাও না কেন?
প্রথমতঃ কাউকে তো এই শহরে থাকতে হবে।
কেন?
আমাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে।
মানে তোমার স্বার্থ।
না, আমাদের পরিবারের স্বার্থ।
বাবার সঙ্গে একটা জায়গায় আমার খুব মিল আছে।
হুঁ।
বাবার মত আমিও তোমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াই। তারপর
াম, মা আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি।
বলিস কি!
হ্যাঁ।' মা ছবির কিছুই বোঝে না। কাজেই ও ব্যাপারে মার কোন
হ নেই।

কথা বলতে বলতে আমরা ভিলায় এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ কেন জানি ব'লে বসলাম—'স্টুডিও রাখার আর প্রয়োজন দেখি না। তোমার কাছেই এসে থাকবো।' একথাটা শোনার জন্যে মা বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছে। খুব সহজ ভঙ্গীতেই বলল—'কখন আসবি তুই?'

আজকে সন্ধ্যেবেলা অথবা কাল সকালে।

তাহ'লে কাল সকালেই আয়। তোর ঘরটা গোছগাছ ক'রে রাখতে পারব। আয় আমার সঙ্গে। আমরা নতুন স্পোর্টস্‌কারটার কাছে এলাম। মা গাড়িটার গায়ে হাত রেখে বলল, 'খুব জোরে ছোটে এমন গাড়িই তো তুই চাইছিলি? ডিলার বলেছে গাড়িটা ঘণ্টায় একশ' কুড়ি মাইল ছোটে। চালিয়ে দেখবি নাকি?'

যেমন তোমার ইচ্ছে।

গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসলাম। মা পাশে বসল। গাড়ির যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রেই বুঝলাম গাড়িটা দামী। কিছুক্ষণ গাড়িটা চালালাম ভিলার মধ্যে। তারপর বাইরের রাস্তায়ও ঘুরে এলাম। মা বলল, 'গাড়িটা তোর পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।' তারপর মা'র দিকে ঝুঁকে পড়ে মা'র শুকনো রঙ্ করা গালে আমার ঠোঁট ছোঁয়ালাম। মা বলল—'গাড়িটা নিয়ে নানা দেশ ঘুরে আসতে পারবি।

হ্যাঁ বসন্তকালে।

'তাও যেতে পারিস।' ভিলায় ঢুকে মা বলল, 'যা হাত মুখ ধুয়ে নে। রান্না হ'য়ে গেছে।' মা রান্নাঘরে চলে গেল।

আমি বাথরুমে হাত মুখ ধুচ্ছি সামনের আয়নায় সেই মেয়েটির প্রতিচ্ছায়া পড়ল। আমি ঘুরে না তাকিয়েই বললাম—'তোমার নাম কী?'

রীতা।

এর আগে তো তোমাকে দেখিনি।

'সপ্তাহ খানেক হ'ল এখানে এসেছি।' তারপর নরম গলায় বলল, 'আপনার তোয়ালে রইল।' ও চলে গেল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে হলঘর পেরিয়ে ড্রইংরুমের দিকে আসতে আসতে একতলার বিভিন্ন ঘরগুলো দেখলাম। মা'র রুচিবোধ সৌন্দর্যবোধের বালাই নেই। জিনিস দামী হ'লেই হ'ল। তার ধারনা যে জিনিসের যত বেশী দাম তাই সুন্দর। প্রত্যেকটি ঘরেই বিলাসিতার চিহ্ন পরিস্ফুট। একটা ঘরে মার সঙ্গে দেখা জিজ্ঞেস করল—'রীতা তোর দেখাশুনো করেছিল তো?'

হ্যাঁ। কিন্তু রীতা কে?

'নতুন এসেছে। আসলে ও গভর্নেসের কাজ করে। কিন্তু এখানে তো

ছেলেপুলে নেই। কাজেই পরিচারিকার কাজ করতে বললাম। ও রাজী হ'ল।' কথা বলতে বলতে রান্নাঘরে এলাম। দেখি রীতা পরিবেশনকারিনীর পোষাক পরে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওর চশমার আড়ালে এক জোড়া ধূর্ত চোখ দেখেই বুঝলাম ও আমার সব ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। তখন থেকেই ওর সঙ্গে আমার একটা জটিল সম্পর্কের সৃষ্টি হল।

ছোট্ট একটা টেবিলে আমরা খেতে বসলাম। বেশ খিদেও পেয়েছিল। দ্রুত প্লেট খালি হ'য়ে গেল। মা রীতাকে আবার খাবার দিতে বলল। (খাবার দেবার সময় আমার টেবিলে রাখা হাতটায় ওর হাতের মৃদু চাপ অনুভব করলাম। আমি হাল্কা মেজাজে মার সঙ্গে কথাবার্তা চালালাম।) মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা কখন ঘুম থেকে ওঠে, কী খায়; কী ক'রে সময় কাটায় এসব। মাও জবাব দিতে লাগল। মা বলল—

সকাল থেকে প্রায় দুপুর পর্যন্ত আমার পড়ার ঘরেই কাটে।

কেন?

সম্পত্তির কাগজপত্র দেখাশুনো করি। চিঠিপত্র দেখি, লোকজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি, টেলিফোনে দরকারী কথাবার্তা সারি।

তার মানে উকিল, ট্যাক্সিওয়ালা, শেয়ার বাজারের দালাল—এদের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

তাহ'লে আমরা বেশ বড়লোক—কী বল?

মা একথার কোন উত্তর দিল না। আমার দিকে কাঠের মত ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল। তারপর রীতাকে তাড়া লাগাল—

এখানে কী করছো? যাও খাবারটাবার নিয়ে এসো। রীতা যেন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। তাড়াতাড়ি চলে গেল। মা বলল—'এর আগেও তোকে বলেছি চাকরবাকরের সামনে টাকা পয়সার কথা বলবি না।' রীতা একপ্লেট ভর্তি সবজি মাংস নিয়ে এল। তখন আমি দেখছিলাম ওর পুষ্ট বুক, ধূর্ত চোখমুখের চেহারা পাঁশুটে ঠোঁট। আমি কাঁটাচামচ দিয়ে প্লেট থেকে এক হাতে (খাবার তুলতে লাগলাম অন্য হাতটা দিয়ে রীতার হাঁটুর কাছটায় ধরলাম। তারপর হাতটা নিয়ে গেলাম উরু পর্যন্ত!) স্বল্প পোষাকের মধ্যে দিয়ে রীতার মাংস পেশীর মৃদু স্পন্দন অনুভব করলাম—প্রভুর আদরে ঘোড়ার মাংস পেশীগুলো যেমন কেঁপে কেঁপে ওঠে। একটা ঝি-এর গায়ে হাত দেয়া এর আগে একথা কল্পনাও করিনি। রীতা স'রে গেল।

মার সঙ্গে আরো কথা হ'ল। মা দুপুরে কী করে, গীর্জায় যায় কি না, বইটই পড়ে কি না, সিনেমাটিনেমা দেখে কিনা এসব।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকল। আমি আর মা পড়ার ঘরে এসে বসলাম।

চামড়া বাঁধানো চেয়ার, ওক কাঠের সুন্দর টেবিল। আলমারীতে আইনের বইপত্র, ফাইলের সংখ্যাই বেশী। মার এই পড়ার ঘরে আমার একেবারেই আসতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় ঘরটা যেন একটা ধর্মীয় মন্দির—আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি। আমরা টেবিলে মুখোমুখি বসলাম। মা ব্যাগ হাতড়ে চাবি বের ক'রে ড্রয়ার খুলল। একটা সরু লম্বাটে খাতা বের করল। খাতাটা টেবিলে রেখে আমার দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে বলল—'একটু আগে জানতে চাইছিলি আমরা বড়লোক কি না। তখন কিছু বলিনি। এখন বলছি কিছুটা এইজন্যে যে তুই আমাকে কাজকর্মে সাহায্য করবি। তারপর আমার জায়গায় বসবি। ছবি আঁকা তো ছেড়ে দিয়েছিস্ এখন অনেক সময় পাবি।' মা'র শেষ কথাটা শুনে আমার শরীরটা কেঁপে উঠল। কী শান্তভাবে মা কথাটা বলল—'ছবি আঁকা তো ছেড়ে দিয়েছিস্।' তার বিন্দুমাত্রও ধারণা নেই—কথাটা এরকম শোনাল—'বেঁচে থাকা তো ছেড়ে দিয়েছিস্।' বেশ চেষ্টা ক'রে আমি জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা তাহ'লে আমরা বড়লোক, না বড়লোক নই।' কয়েক মুহূর্ত শান্তদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মা বলল—'আমরা শুধু বড়লোক নই দিনো—আমরা বেশ বড়লোক।'

রীতা ঘরে ঢুকল। মা সশব্দে লম্বাটে খাতাটা বন্ধ করল। রীতাকে ধমকে উঠল—'যাও কফি নিয়ে এসো।' রীতা চলে গেল। মা চশমা চোখে দিয়ে লম্বাটে খাতাটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল—'হিসেবপত্তর দেখলেই সব বুঝতে পারবি—।' আমি ব'লে উঠলাম—'আমার বুঝে দরকার নেই।' মা লম্বাটে খাতাটা থেকে মুখ তুলল—'কিন্তু তোকে তো জানতে হবে সব। আমাকে তো তুই সাহায্য করবি।' এমন সময় রীতা কফির ট্রে হাতে ঘরে এল। আবার সশব্দে খাতাটা বন্ধ করল। বলল—'রীতা তুমিই কফি ঢাল।' রীতা আমার পাশে দাঁড়িয়ে কাপে কপি ঢালতে লাগল। জানিনা ইচ্ছে ক'রেই কি না—ওর পা আমার হাঁটু স্পর্শ করছিল। ঢালা হ'লে কাপটা আমার দিকে এগিয়ে ধরল। ঠিক তখনই আমার হাতের ঝাঁকুনি লেগে কাপ উল্টে পড়ল ট্রের ওপর। কফি গড়িয়ে পড়ল আমার ট্রাউজারে। আমি যেন খুব হকচকিয়ে গেছি এমনি ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠলাম—'এঃ আমার ট্রাউজারটা।' মা কিছু না বুঝেশুনেই রীতাকে ধমক দিল। আমি বললাম—'রীতার কোন দোষ নেই। আমারই দোষ।'

জল এনে এক্ষুনি ধুয়ে দাগ তুলে দিচ্ছি। রীতা বলল।

'কফির দাগ সহজে উঠতে চায় না দিনো,'—মা বলল—'এক্ষুনি ট্রাউজার খুলে দে।'

কিন্তু এখানে? এ ঘরে?

ওপরে নিজের ঘরে যা। ট্রাউজার খুলে রীতাকে দে।

সুতরাং আমরা—আমি আর রীতা ওপরতলার ঘরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম—রীতা জানালা দিয়ে ঝুকে ছিটকিনি বন্ধ করছে। হঠাৎ বললাম ওকে—'বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর—আমি ডাকব।'

ওঘর থেকে চলে যেতে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। নীচে বাগানের দিকে স্বপ্নাভিভূতের মত তাকিয়ে রইলাম। এক হতাশার মুখোমুখি আমি। এ সেই হতাশা যা আমাকে দশ বছর আগে এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মা নীচের ঘরে ব'সে আছে—আমরা বেশ বড়লোক এটা প্রমাণ করবার জন্যে। রীতা ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে—কখন আমি ওকে ঘরের ভেতর ডাকব—তারপর ওর দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব! বিরক্তি আর এক-ঘেয়েমি আমায় টেনে নামাবে রীতার কাছে—অথবা তেমনি অপমানজনক অন্য কিছুর মধ্যে। তার চাইতে ফিরে যাই ভিয়া মারগাণ্ডার স্টুডিওতে।

এই সময় দরজায় আঁচড়ানোর শব্দ শুনলাম—গোপন, অধৈর্য। কী করছি সেটা বোঝবার আগেই আমি কোমরের বেল্ট খুলে ফেললাম। ট্রাউজার্সের বন্ধন মুক্তি ঘটল তোষকটা পেতে বিছানায় লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লাম। তারপর রীতাকে ঘরের মধ্যে ডাকলাম। রীতা ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল। মৃতদেহ যেমন নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে কফিনে শুয়ে থাকে আমি তেমনি ভাবে শুয়ে রইলাম। রীতা এর মধ্যে বিছানার ধারে এসে আমার কাছে দাঁড়াল। চশমার ফাঁক দিয়ে ওর চোখ দেখে বুঝলাম ও আমার দেহের দিকে তাকিয়ে আছে। ও গভীরভাবে কিছু ভাবছে। আমি ওর হাতটা ধরলাম। আমার মধ্য শরীরের দিকে ওর হাতটা নিয়ে এলাম। ওর হাতটা চেপে বন্ধ হ'তে আমি ছেড়ে দিলাম। ও অনড় দাঁড়িয়ে রইল। ওর গাল দু'টো বেশ লাল হ'য়ে উঠেছে। মৃদু পরিতৃপ্তিরস্বরে বলল—'বিরক্তিকর।' আশ্চর্য! ঠিক ঐ কথাটাই আমিও বলতে যাচ্ছিলাম। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রীতার দিকে না তাকিয়ে চাপাস্বরে বললাম—'এখানে কেন এসেছো?' ও চুপ ক'রে রইল। বললাম—'ট্রাউজার্স থেকে দাগ তুলতে এসেছো তো? তাই করোগে যাও।'

রীতা কেমন সিঁটিয়ে উঠল যেন আমি ওকে চড় মেরেছি। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি লাফিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম। ওয়ারড্রোব থেকে একটা ডিনার জ্যাকেট আর ট্রাউজার্স পরে ভিলার বাইরে এলাম। ও দু'টো আমারই এখানে ফেলে যাওয়া পোষাক।

ভিলার সামনে দু'টো গাড়িই রয়েছে। আমার পুরোনো গাড়িটা আর মা'র কেনা নতুন গাড়িটা। নোট বই থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে লিখলাম—'ধন্যবাদ তোমাকে, আমি কিন্তু পুরোনো গাড়িটাই রাখব। তোমার স্নেহের পুত্র—

দিনো।' নতুন গাড়িটার কাঁচের মধ্যে চিরকুটটা সেঁটে দিলাম। তারপর পুরোনো গাড়িটা চালিয়ে চলে এলাম।

আমার ভিয়া মারগাণ্ডার একই বাড়ির একতলা ফ্ল্যাটে আর একজন বয়স্ক চিত্রশিল্পীও থাকত। নাম ব্যালেস্ত্রিয়েরি। কখনো সখনো তার সঙ্গে সিঁড়িতে কড়িডোরে দেখা হত—দু'চারটে কথাবার্তাও হ'ত। তবে কোনদিন তার ফ্ল্যাটে গিয়ে আলাপ করিনি। ভদ্রলোকের একমাত্র ভাবনার বিষয় নারী। একমাত্র নারী সম্পর্কেই তার উৎসাহ সীমাহীন। পুরুষদের সঙ্গে সে প্রায় অপমানকর ব্যবহার করত যেন তারা সবাই তার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রশস্ত কাঁধ, লম্বাটে পা, বেঢপ চেহারা। চুল চকচকে সাদা, লালচে গায়ের রং, ভুরু দু'টো কয়লার মত কালো, ছুঁচোলো চিবুক। তার একমাত্র আঁকার বিষয় নগ্ন নারীদেহ।

কত মেয়ে যে তার স্টুডিওতে আসত তার ইয়ত্তা নেই। ভিলার সামনের উঠোন পেরোবার সময় আমি আমার স্টুডিওর বড় জানালা দিয়ে তাদের দেখতাম। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম মেয়েদের আসা বন্ধ হ'য়ে গেছে। মাত্র একটি মেয়েই আসছে আর সব মেয়েরা যেন তার জন্যে পথ ছেড়ে দিয়ে নিজেরা স'রে গেছে।

এই মেয়েটিকে আমি বেশ মনোযোগ দিয়েই লক্ষ্য করতাম। মেয়েটিরও যে আমার দিকে নজর ছিল সেটা তখন বুঝিনে। ফাঁপানো ব্লাউজ, অল্প ঝুলের কুঁচি দেওয়া বড় ঘেরের স্কার্ট—এই ছিল মেয়েটির প্রায় নিয়মিত পোষাক। সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় হ'ল ওর চোখ দুটো। কালো, বড় বড় টানা দু'টি চোখ। সে চোখের দৃষ্টি কেমন যেন দূরের-বাঁকা অস্থির-সরলতার অভাব রয়েছে তা'তে। সম্মুখের চত্বরটা হেঁটে আসবার সময় ও প্রায়দিনই আমার জানালাটার দিকে তাকাতো। চোখাচোখি হ'লেই মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠত।

এই নীরব নিমন্ত্রণ আমার মনে এক বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করত। পোড়খাওয়া মেয়েদের সঙ্গেই আমার কারবার। ওকে লাগত পনেরো বছরের মেয়ের মত—রোগাটে খুকী খুকী মুখ তবু ঠিক বোঝাতে পারবো না কেন-যতবার ভেবেছি ওর কাছে গেছি, আলাপ করছি পরিণামে দেহসম্ভোগ করছি—ততবার কেন জানি আমার বমনোদ্রেক হ'য়েছে। কিন্তু আমি একঘেয়েমির রোগে ভুগতাম—তাই এই চিন্তাকে টেনে নিয়ে যেতে পারি নি।

সেদিন মা'র ভিলা থেকে ফিরে এসে এক কাপ কফি নিয়ে যখন বাইরে এসেছি-দেখি কালো কাঠের গিল্টি করা একটা কফিন। কিছুক্ষণ পরে কয়েকজন লোক কফিনটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটি কঠিনমুখ যুবক আর একজন কালো পোষাকে আপাতমস্তক ঢাকা ভদ্রমহিলা কফিনটার পেছনে পেছনে গেল। যুবক ছেলেটিকে দেখে আমার ব্যালেস্ত্রিয়েরির কথা মনে পড়ল। খুবই মিল

চেহারায়, তখনই সেই ভিলায় কেয়ারটেকার বৃদ্ধটি মৃদুস্বরে জানাল—ব্যালেস্ত্রিয়েরি গতকাল মারা গেছে।

ব্যালেস্ত্রিয়েরির আকস্মিক মৃত্যু নিয়ে বেশ গুজব ছড়াল কাফের আড্ডায় আমার বন্ধুমহলে। গুজবটা ছড়াল কেয়ারটেকারের বর্ণনা ও ডাক্তারদের মন্তব্যকে ঘিরে। জানা গেল ব্যালেস্ত্রিয়েরি নাকি বিশেষ একটা মুহূর্তে মারা গেছে অর্থাৎ যখন সে নাকি ঐ মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম করছিল। সেসবও নাকি আবার স্বাভাবিক পর্যায়ের ছিল না। কেয়ারটেকার সব ভেঙে বলেনি। তবে মেয়েটি যখন তাকে ডাকতে গিয়েছিল তখন নাকি মেয়েটির পরণে ছিল শুধু ড্রেসিং গাউন-অন্তর্বাস ব'লে কোন বস্তু পরা ছিল না। ঘরে ঢুকে সেই কেয়ারটেকার নাকি ব্যালেস্ত্রিয়েরিকেও প্রায় নগ্ন অবস্থায় বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখেছে। অবশ্য এসবের স্বপক্ষে যুক্তি আছে। মেয়েটি ছিল মডেল—কাজেই নগ্নতা তার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই নয়। আর গরমের সময় ব্যালেস্ত্রিয়েরি খালি গায়ে সাঁতারের পোষাক পরেই ছবিটবি আঁকতো। আবার কেউ কেউ বলল ডাক্তার নাকি মৃতদেহ পরীক্ষা ক'রে মেয়েটিকে বলেছে, 'আপনিই এর মৃত্যুর জন্য দায়ী—অথবা বলা যায় উনি আপনার সাহায্য নিয়েই নিজেকে হত্যা করেছেন। অবশ্য সেই ডাক্তারের হদিশ কেউ দিতে পারল না।

সেদিন স্টুডিওর ডিভানে শুয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুমের মধ্যে একটা পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলাম। একটা সাদা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।—ওপাশে-আশ্চর্য! একটা মডেল। যুবতী মেয়ে চোখে চশমা—দেখতে অনেকটা রীতার মত। শরীরটা কেমন যেন চ্যাপ্টা, পল্‌কা রক্তহীন বুকে দু'টি কালো স্তনবিন্দু, আমি ক্যানভাসে ব্রাশ টানছি-আঁকছি। অনেকক্ষণ পরে ছবিটা শেষ হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য হলাম দেখে—ক্যানভাস সাদা-শূন্য, কারো ছবি নেই তাতে। তাড়াতাড়ি টিউব থেকে একগাদা রঙ্ টিপে বের করে ব্রাশে নিয়ে লাগালাম। একই অবস্থা। ক্যানভাস সাদা। মেয়েটি বিদ্রূপের হাসি হাসছে। কাঁধে কে হাত রাখল। চেয়ে দেখি ব্যালেস্ত্রিয়েরি—সেই সাঁতারের পোষাক পরা। পিতৃসুলভ স্নেহের হাসি মুখে। ব্রাশ আর প্যালেটটা আমার হাত থেকে নিয়ে ক্যানভাসে ছবি আঁকতে শুরু করল। তার ছবি আঁকা শেষ হ'ল। কখন সে চলে গেছে। এক অদম্য ক্রোধে রঙ্ কুড়ে তোলার ছুরিটা নিয়ে ক্যানভাসের ছবির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ফেঁড়ে ফেললাম ক্যানভাসটাকে। কিন্তু আতঙ্কের সঙ্গে দেখলাম ছবি নয় আমি মডেলকেই ছুরি দিয়ে আঘাত ক'রে চলেছি। তার বুক থেকে পা পর্যন্ত রক্তের ধারা ব'য়ে চলেছে। তখনও আঘাত ক'রে চলেছে। হঠাৎ একটা বুক ফাটা চীৎকার ক'রে উঠলাম। ঘুম ভেঙে গেল।

মেঘান্ধকার দিন। একটা নিস্তেজ বিমর্ষ আলো ছড়িয়ে আছে স্টুডিওয়।

ডিভান থেকে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে চলে এলাম। করিডোর শূন্য। ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওর দরজাটা দেখলাম আধ ভেজানো। দরজা ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়লাম সে ঘরে।

বৃদ্ধ ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওতে এর আগে কখনও ঢুকিনি। বেশ অন্ধকার ঘর। কেমন যেন বেশ পুরোনো আমলের ড্রইংরুমের মত সাজসজ্জা। আস্তে আস্তে ঈজেলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাঠ কয়লা দিয়ে একটা নারীদেহের স্কেচ্ আঁকা রয়েছে। কিন্তু এই ছবিটার সঙ্গে সেই মেয়েটির কোন মিল খুঁজে পেলাম না। ব্যালেস্ত্রিয়েরির সেই বাড়াবাড়িরকম ঢঙ্-এ আঁকা নারীদেহ। হাঁটু গেড়ে বেশ কষ্টকর ভঙ্গীতে ব'সে আছে? মুখের কোন স্কেচ্ নেই। কাজেই সঠিক সনাক্ত করা গেল না।

অনেকক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। বুঝলাম ব্যালেস্ত্রিয়েরি বেশ নীচুমানের শিল্পী ছিল। এবার স্টুডিওর দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে মনে হ'ল নীচু মানের শিল্পী হলেও ব্যালেস্ত্রিয়েরি ছবি আঁকার তত্ত্ব মেনে চলত। ছবিগুলো এত সযত্নে এত নিখুঁতভাবে আঁকা যে প্রায় অশ্লীল ছবির পর্যায়ে পড়ে। সব ছবি দেখতে লাগলাম যদি সেই রক্ষিতা মেয়েটির ছবি কোথাও পাই। কিন্তু তার ছবি পেলাম না। হয়তো আঁকেই নি। স্টুডিও ছেড়ে চলে আসবো ঠিক তখনি ওপাশে একটা শব্দ শুনলাম। দেখি সেই মেয়েটি। আমাকে দেখে ও ভীষণভাবে চমকে উঠল। পরমুহূর্তেই সহজ হ'য়ে গেল। একটু অপ্রতিভ হ'য়েই বললাম—কাছেই আমার স্টুডিও আছে। হয়তো আমাকে আপনি দেখে থাকবেন। ছবিগুলো দেখতে এসেছিলাম।

হাতের বাণ্ডিলটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল—'আর আমি আমার জিনিসপত্র নিয়ে যেতে এসেছিলাম।' লক্ষ্য করলাম মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গী খুবই সাদামাটা। গলার স্বর বৈশিষ্ট্যহীন। কী বলবো খুঁজে না পেয়ে বললাম—আপনি কি ব্যালেস্ত্রিয়েরির কাছে মাঝে মাঝেই আসতেন?

হ্যাঁ প্রায় প্রতিদিন।

উনি কখন মারা গেলেন?

গত পরশু বিকেলের দিকে।

আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

মেয়েটি তার বড় বড় কালো চোখ মেলে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। সেই দৃষ্টি দেখার নয় চিন্তার।

আমি তখন সিটিং দিচ্ছিলাম।

উনি আপনাকে আঁকছিলেন?

হ্যাঁ।

কিন্তু সেই ছবিটা কোথায় ?

'ঐটি।' ঈজেলের দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটি।

মিল নেই।

আপনার সেটা মনে হতে পারে—কিন্তু এটা আমারই ছবি। এসব তর্কাতর্কি আমার ভালো লাগছিল না। মেয়েটিকে ঈজেলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার দুপুরবেলা দেখা স্বপ্নটার কথা মনে পড়ল। আলাপ করবার ভঙ্গীতে বললাম—'ব্যালেস্ত্রিয়েরি কি আপনার এই একটা ছবিই এঁকেছেন ?'

ওঃ উনি আমাকে বারবার এঁকেছেন। এখানকার প্রায় সব ছবিই আমার। উনি সব সময়ই আমার ছবি আঁকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিটিং দিয়েছি।

মোদ্দা কথা ব্যালেস্ত্রিয়েরির মেয়েছেলে সম্বন্ধে দুর্বলতা ছিল।

ঠিকই বলেছেন।

মেয়েটি বাণ্ডিল তুলে নিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি নিজেও জানিনা কী ক'রে কেন খুব শান্ত ভঙ্গীতে ব'লে বসলাম— 'আমার স্টুডিওতে কিছুক্ষণের জন্যে আসবেন না ?' মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—'আপনার জন্যে সিটিং দেব ? আমার তো এখন কিছু করবার নেই। অনেকক্ষণ আপনার জন্যে সিটিং দিতে পারি।"

বুঝতে পারলাম না কী বলবো ওকে ? বলবো নাকি আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি। ভাবলাম কোন একটা ছলছুতো ক'রে এড়িয়ে যাই। কিন্তু আমন্ত্রণ তো জানানো হ'য়ে গেছে। তাই বললাম – ঠিক আছে, চলুন আমার স্টুডিওতে।

আমরা দরজার দিকে এগোলাম। লক্ষ্য করলাম মেয়েটি শেষবারের মত ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওটা দেখে নিচ্ছে। জীবনের বেশ কিছুটা সময় সে তো এখানেই কাটিয়েছে। আশা করেছিলাম যে বৃদ্ধ শিল্পটি তাকে এত ভালোবাসত হয়তো তার সম্পর্কে ও কিছু বলবে – স্মৃতি, কিছু মনে পড়ে যাওয়া ঘটনা। কিন্তু সে শুধু বলল – 'উনি মারা গেলেন – ওঁর ছবিগুলোর কী হবে ?

কেন ? ওরা বিক্রীর চেষ্টা করবে – কেউ কিনবে না অবশ্য। তখন গাদা ক'রে কোন ঝুপসি ঘরে ফেলে রাখবে।

ঝুপসি ঘরে ?

হ্যাঁ। আবর্জনার মত।

ওঁর স্ত্রী আছে, ছেলে আছে।

স্ত্রী নিজেই ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

মেয়েটি একটু গম্ভীর হ'ল। কী যেন ভাবতে লাগল।

আমার স্টুডিওতে ঢুকে মেয়েটি হাতের বাণ্ডিলটা টেবিলের ওপর রাখল। বলল – 'বাথরুমটা কোথায় ?' আমি দেখিয়ে দিলাম।

মেয়েটি ওদিকে চলে গেল। আমি ডিভানটা গোছগাছ করলাম। মেঝে থেকে সিগারেটের অবশিষ্টাংশগুলো জড়ো করলাম। ভাবতে লাগলাম—আমি কি সত্যিই ও যা আশা করে তাই করবো ওর সঙ্গে? বাথরুমের দরজা খোলার শব্দে আমি চমকে উঠলাম।

নগ্ন সম্পূর্ণ নগ্ন মেয়েটি তোয়ালেটা বুকের কাছে জড়ো ক'রে দু'হাত দিয়ে সেটা ধ'রে পায়ের পাতার ওপর ভর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে এল। বুঝলাম ব্যালেস্ত্রিয়োরি মেয়েটির নগ্নদেহের চিত্র আঁকতে গিয়ে মোটেই বাড়াবাড়িরকম ভাবে কিছু আঁকেনি। কঠিন পীনোন্নত বুক। সেই তুলনায় বেশ সরু অল্পবয়সী মেয়েদের মত কোমর। ঘননিতম্ব পূর্ণ বয়স্কা যুবতীর মত। ও সহজভাবেই ঈজেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সংক্ষেপে কাঠখোট্টাভঙ্গীতে বলল—'তাহলে কোথায় বসব আমি?' শান্তভাবে বললাম—'কোথাও বসতে হবে না।'

'কেন?' ও বেশ অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল। বললাম—

ছবি আঁকার প্রস্তাবটা অছিলা মাত্র। কিছুদিন হ'ল আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া আমি মডেলদের আঁকিনি কখনও।

ও ধীরে ধীরে বুকে জড়ানো তোয়ালেটা খুলে নিয়ে সারা গায়ে জড়ালো। তারপর ডিভানে গিয়ে বসল।

ওর মধ্যে এখান থেকে চলে যাবার কোন লক্ষণই দেখলাম না। যেন অপেক্ষা করছে পরবর্তী ঘটনার জন্যে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির প্রসঙ্গেই ফিরে এলাম। বললাম—'ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের?

দু' বছরের।

আপনার বয়েস কত?

সতেরো।

আপনাদের মধ্যে কীভাবে আলাপ হ'ল?

আমার এক বান্ধবী এলিসার বাড়িতে।

তারপর?

আমি অনুরোধ করেছিলাম আমাকে আঁকা শেখাবার জন্যে। কিন্তু উনি রাজী হননি।

আপনিই বা ছবি আঁকা শেখার জন্যে মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলেন কেন?

মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ করল। ওর ফ্যাকাসে মুখটা লালচে হ'য়ে উঠল। বলল—আমি ওকে ভালোবাসতাম।

হুঁ।

আমি একটা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম।

ছলনা?

হ্যাঁ। একদিন ওর স্টুডিওতে এলিসার আসার কথা। আমি এলিসাকে বানিয়ে বললাম উনি ফোন করেছিলেন ব্যস্ত থাকবেন তুমি যেন না যাও। তারপর আমিই ওর স্টুডিওতে চলে এলাম।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি এটা কীভাবে নিল?

প্রথমে তো আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইলেন—পরে অবশ্য একটু নরম হলেন।

দু'জনেই চুপ ক'রে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর আমিই প্রশ্ন করলাম—

আপনি ব্যালেস্ত্রিয়েরির প্রেমে পড়েছিলেন কেন?

মানে?

বলতে চাইছি—একটা বৃদ্ধলোক আপনার বাবার বয়সী—

প্রেমে পড়ার পেছনে কোন কারণ থাকে না, আমরা প্রেমে পড়ি ব্যস্।

সবকিছুর পেছনেই কাবণ থাকে।

ওর প্রতি আমি ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম।

আকর্ষণটা কেমন ধরনেব?

ওকথা বলল না। শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইল। 'বলুন', আমি তাগাদা দিলাম।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি অনেকটা আমার বাবার মত ছিল। ছোটবেলা বাবাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম।

ভালোবাসা?

হ্যাঁ, এক ধরনের কামনাও বলতে পারেন। বাবাকে আমি স্বপ্নে দেখতাম।

এক মুহূর্তের জন্যে আমি চিন্তা করলাম। এটা আমার কাছে এতক্ষণে পরিষ্কার হ'য়ে গেল যে মেয়েটিকে প্রশ্ন করছি এইজন্যে যে আমি আমার নিজের সম্বন্ধেই কিছু জানতে চাই। বলতে গেলে ওকে আমি কিছুটা প্রশ্রয়ই দিয়েছি। ও আমার প্রেমেও পড়ে গেছে। বললাম—তারপর ব্যালেস্ত্রিয়েরি আপনার প্রেমে পড়ে গেল।'

হ্যাঁ।

গভীরভাবে।

হ্যাঁ।

কেন?

ও মুখ ঝুঁকিয়ে আমার দিকে তাকালো। ডিভানে ও যেখানে বসেছিল সেখান থেকে যে একেবারে আমার গায়ের কাছে স'রে এসেছে এতক্ষণে সেটা আমি বুঝতে পারলাম। আমার হাঁটুতে ওর হাঁটু ঠেকছে।

আমি জানি না। মেয়েটি হাসল, বলল—'জানেন উনি কী করতেন?'

কী?

চীৎকার ক'রে কাঁদতেন।

কাঁদতেন ?

হ্যাঁ—হঠাৎ হঠাৎ দু'হাতে নিজের মাথাটা ধ'রে চীৎকার করে কাঁদতেন।

কী বলতেন ?

বলতেন উনি নাকি শুধু আমার জন্যেই কাঁদেন। আমাকে ছাড়া তাঁর চলে না। একবার ও'কে ছেড়ে যেতে চাইলে উনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম। এত সহজ ভঙ্গীতে সহজ সুরে কথাটা ও বলল কী ক'রে? অথচ ব্যালেস্ত্রিয়েরি ওর জন্যেই আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল। জিজ্ঞেস করলাম কী ক'রে ?

ঘুমের ওষুধ খেয়ে।

উনি কি অনিদ্রারোগে ভুগতেন ?

হ্যাঁ।

কেন ?

জানি না।

তোমার জন্যেই কি ?

উনি বলতেন ওর যা কিছু ঘটে সবই আমার জন্যে।

কেন ?

ও বল্‌তো—আমি নাকি ওর ওষুধ। মেয়েটি ধীরভঙ্গীতে জিজ্ঞেস করল—বলুন তো আপনি এত প্রশ্ন করছেন কেন ?

আমি জানি না কেন—প্রশ্ন করবার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেও কারণটা জানতে চেষ্টা করছি।

মেয়েটি আমার আমার দিকে ভাবশূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। ওর ঘনিষ্ঠতা এবার খুব ভালোভাবেই অনুভব করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ওর বক্তব্যটা পরিষ্কার করতে চাইল—

মনে হয় ওর কাছে আমি ওষুধের মতই প্রয়োজনীয় হ'য়ে উঠেছিলাম।

কোন অর্থে ?

সর্ব অর্থেই।

ওসবের জন্যেও নিশ্চয়ই।

হ্যাঁ-তাও।

(তোমরা কি ওসব মাঝে মাঝেই করতে ?

প্রথমে একবার তারপর সপ্তাহে দু'বার—তারপর একদিন অন্তর একদিন তারপর প্রতিদিন-পরে হিসেব রাখা ছেড়ে দিয়েছিলাম।)

কেন ?

উনি ওসব সমানে করতেন—হয়তো কোন ছবির জন্যে পোজ দিচ্ছি আঁকতে আঁকতে হঠাৎ তার ইচ্ছে হ'ল—তারপর তাই চলল সারাদিন ধ'রে।

সে কি কখনো তৃপ্ত হ'ত না ?

ক্লান্ত হ'য়ে পড়তেন কখনো কখনো অসুস্থ হ'য়ে পড়তেন। কিন্তু কখনো যথেষ্ট হ'য়েছে বলে উনি মনে করতেন না।

তোমার ভালো লাগত ?

কোন পুরুষ ভালবাসা জানাচ্ছে এতে মেয়েদের কখনো ক্লান্তি আসে না।

কিন্তু এটা কি ভালবাসা ? এ তো একটা অভ্যেসের বশে চাওয়া ওষুধের মতো।

জানেন-উনি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন।

তুমি রাজী হ'য়েছিলে ?

না।

ঘরটায় অনেকক্ষণ স্তব্ধতা বিরাজ করল। মেয়েটি আমার অনেক কাছে চলে এসেছে—প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বললাম—'এখন কী ভাবছো ?'

আপনাকে।

আমি কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলাম। মেয়েটি আবার আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বললাম—'পরচর্চা অনেক হ'ল এবার আমার সম্পর্কে কথা হোক।' উৎসাহে ও একটু এগিয়ে বসল। আমি বলতে লাগলাম—'একটু কঠিন কথা বলছি—মাফ করবে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির কাছে তুমি ছিলে সবকিছু, আমার কাছে কিন্তু তুমি কিছুই নও।' কথাটা শুনে ও বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'য়েছে ব'লে মনে হ'ল না। বিরক্ত হয়ে বললাম—'যদি তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আছে এটা আমি নাই অনুভব করি তবে-ওসব করার কোন প্রশ্নই আসে না।' কথাটা শেষ ক'রে আমি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালাম যার অর্থ হ'ল—কাজেই এবার বিদেয় হও। ও যেন এতক্ষণে আমার কথাগুলো বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে ডিভান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর বেশ বিনীত ভঙ্গীতে বলল—'দুঃখিত। যদি কখনো মডেলের কাজ করার জন্যে আমাকে প্রয়োজন হয় আমাকে টেলিফোন করতে পারেন।' টেবিল থেকে কাগজ নিয়ে ও টেলিফোন নাম্বারটা লিখে দিল। বলল—'আমার নামটা এখনও আপনাকে বলা হয়নি। আমার নাম-সিসিলিয়া রিনাল্ডি। সব লিখে দিলাম কাগজটায়।'

ও সহজভঙ্গীতে বাথরুমের দিকে চলে গেল। একটা কথা আমার বারবার মনে হ'তে লাগল—ব্যালেস্ত্রিয়েরি হয়তো আরো কিছুদিন বাঁচতো যদি না সে এই মেয়েটির সংস্পর্শে আসতো। কে জানে হয়তো নিয়তিকে কেউ এড়াতে পারে না কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেন জানি মনে হ'তে লাগল—হয়তো ব্যালেস্ত্রিয়েরির কাহিনী আমারও কাহিনী হ'য়ে দাঁড়াবে।

আমি নিজের চিন্তায় এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে কখন সিসিলিয়া বাথরুম

থেকে ফিরে এসেছে লক্ষ্যই করিনি। ও কাছে এসে মৃদুস্বরে বলল—'তাহলে চলি।' করমর্দন করলাম দু'জনে। লক্ষ্য করলাম বড় বড় চোখদু'টো মেলে ও যেন আমাকে বোঝবার চেষ্টা করছে। ঘুরে দাঁড়ানোর সময় ওর বড় ঘেরের স্কার্টটা ফুলে উঠল। ঊর্ধদেহের কম্পনে একটা রমনীয় ভঙ্গী ফুটে উঠল। এসবের মধ্যে কিন্তু ছেনালিপনা সেই খুব সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গী। তাই বোধ হয় বড় বেশী আকর্ষণীয়। ও চলে গেল। একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

একটু পরেই সিসিলিয়াকে দেখলাম ব্যাগ হাতে ফুটপাথ দিয়ে সেই শ্লথভঙ্গীতে চলেছে। আমার জানালার কাছাকাছি এসে ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। এবার কিন্তু ওর মুখে সেই হাসি নেই। আমি মুখ থেকে সিগারেট নামাতে গিয়ে নিজের অজানতেই তাকে পরিষ্কার ইঙ্গিত করলাম—ফিরে এসো। ও ফিরে দাঁড়াল। আমার স্টুডিওর নীচেকার দরজার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। জানালার মোটা পর্দাটা টেনে দিয়ে আমি ডিভানে এসে বসলাম।

সেইদিন থেকে সিসিলিয়া মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতে শুরু করল। প্রথমে সপ্তাহে কয়েকদিন, কয়েকমাস পরে আমাদের পরিচয়টা নিবিড় হ'তে সপ্তাহের প্রায় প্রত্যেকদিন। দিনের ঠিক একটা নির্দিষ্ট সময়ে ও আসতো—ঠিক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একইভাবে সময় কাটাতাম দু'জনে। সুতরাং একটি দিনের বর্ণনা দিলেই সবদিন যা ঘটতো তাই বলা হ'য়ে যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে ও এসে একবার মাত্র ঘণ্টি বাজাত। শব্দটা এত আস্তে হ'ত যে নেহাৎ আমি মনোযোগী থাকতাম ব'লে শুনতে পেতাম। গিয়ে দরজা খুলে দিতাম। সিসিলিয়া ঘরে ঢুকেই আমাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেত। আমার ভালো লাগত না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই এটা মিটে যেত। সিসিলিয়া টেবিলের ওপর ব্যাগটা রাখতো তারপর জানালার পর্দা টেনে দিত। তারপর নিরাবরণ হ'ত বরাবর একই জায়গায়—ডিভান আর আরামকেদারার মাঝখানকার জায়গাটায়—একই ভঙ্গীতে। অন্তর্বাসের বালাই ওর ছিল না। সিসিলিয়ার মধ্যে সবসময় দু'টো ব্যক্তিসত্ত্বার প্রকাশ দেখেছি। ওর দেহের সঙ্গে মুখের কোন মিল নেই। ওর মুখে অপাপবিদ্ধ কিশোরীর সারল্য অথচ দেহে ও পূর্ণবয়স্কা নারী। শুরু থেকে চরমানন্দ পর্যন্ত নিপুণভাবে, বলিষ্ঠ পেষনের মধ্যে দিয়ে, দেহের ছন্দোময় ওঠাপড়ার মধ্যে দিয়ে যেভাবে ও সমস্ত ব্যাপারটা গ্রহণ করে সেটা ওর কিশোরীসুলভ সরল মুখচ্ছবির বিরোধী।

ভেবে পাচ্ছিলাম না কী ক'রে ব্যালেস্ত্রিয়েরি এমন পাগলের মত ওকে ভালোবেসেছিল? জানতাম কারো প্রেমের ব্যাপারে বিচার করবার এক্তিয়ার আমার নেই। তবু যেহেতু আমিই ব্যালেস্ত্রিয়েরির জায়গা দখল করতে

যাচ্ছি তার ওষ্ধই খেতে যাচ্ছি সুতরাং সেই ওষুধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আমাকে অবহিত হ'তে হবে বৈকি। সুতরাং ওকে আমি এই ধরনের প্রশ্ন করতাম—

—আচ্ছা ব্যালেস্ত্রিয়েরি কি কখনো বলেনি সে তোমাকে এত ভালোবাসত কেন ?

আ। আবার সেইসব প্রশ্ন।

দুঃখিত কিন্তু আমাকে জানতেই হবে।

কী ?

জানি না।

উনি আমাকে ভালোবাসতেন ব্যাস্।

কিন্তু তোমাকে দেখে তো সেই ধরনের মেয়ে ব'লে মনে হয় না যারা পুরুষের দেহেমনে কামনার আগুন জ্বালাতে পারে।

আমারও তাই মনে হয় ?' বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল কথাটা।

কিন্তু তোমাদের সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাই থেকে বলতে পারি তুমি অনায়াসে কোন পুরুষকে শেষ ক'রে দিতে পার। অথচ গেরস্তঘরের ভালো বৌ হ'তে পার তুমি।

আপনার কি তাই মনে হয় ?

হ্যাঁ।

আমারও তাই মনে হয়।

আচ্ছা তোমাকে এমন উন্মত্তভাবে ভালোবাসার জন্যে ব্যালেস্ত্রিয়েরির যে স্বাস্থ্যহানি ঘটছিল—এটা কি সে বুঝতে পারতো ?

হ্যাঁ।

কী বলতো সে ?

বলতেন—'এসব একদিন আমার আমার মরণ ডেকে আনবে।'

আমি সাবধান হ'তে বলতাম কিন্তু উনি ছিলেন এসব ব্যাপারে বেপরোয়া।

তাহ'লে কি তোমার মনে হয়—সে তোমাকে ভালোবেসেছিল কারণ তুমিই তার মৃত্যুর কারণ হ'য়েছিলে ব'লে ?

জানি না। এসব ভেবে দেখিনি কখনো।

এইভাবে আমি ধীরে ধীরে সত্যের কাছাকাছি পৌঁছোতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি বরাবরই অসন্তুষ্ট থেকে যেতাম। আস্তে আস্তে আমি সেই আগের মতই তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠলাম। সিসিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন ফাঁকা অবাস্তব হ'য়ে উঠতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে অবাস্তব ব'লে মনে হ'তে লাগল। অথচ তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলতেও মন চাইছিল না। এই দ্বন্দ্বে পড়ে আমি কেমন যেন নির্মম হ'য়ে উঠলাম।

সিসিলিয়া কিন্তু কাঁচের গ্লাশ নয়। রক্তমাংসের মানুষ ও। তবু এক-ঘেয়েমির রোগের জন্যে ওকে মনে হ'ত ধরাছোঁয়ার বাইরে। মন চাইত গ্লাশের মত ওকে খানখান ক'রে ভেঙে ফেলে ওর অস্তিত্বকে অনুভব করতে। ভাবতাম—ওকে অন্ততঃ শেষ না ক'রে ফেলেও ব্যথা দিয়ে কষ্ট দিয়ে হয়তো ওর সঙ্গে একটা বাস্তব সম্পর্কে আসতে পারবো। হোক না সেটা নিষ্ঠুরতা।

স্পষ্ট মনে পড়ে কী ক'রে এই নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটেছিল। এক বিকেলে-বিবসনা সিসিলিয়া আমার ডিভানের কাছে আসছিল। আমি ডিভানে শুয়ে। নগ্ন। অপেক্ষা করছি। ডিভানে শোবে বলে একটা হাঁটুমাত্র তুলেছে বললাম—'দেখ-জানালার পর্দার সবটা টেনে দিয়ে আসবে?'

'ওঃ পর্দাটা।' বেশ বাধ্যের মত জানালার দিকে এগোল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ একটা নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির তাড়না অনুভব করলাম। ছেলেবেলায় আমার এরকম হ'ত। একটা পোষা বেড়াল ছিল আমার। মেঝের একটা প্লেটে মাছ ভাজা রেখে দিতাম। ক্ষুধার্ত বেড়ালটা ছুটে ছুটে আসত। প্লেটে মুখ দেবার আগেই প্লেটটা সরিয়ে সরিয়ে নিতাম। একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পেতাম। পরে বুঝেছি—আমার এই ব্যবহারের মূলে ছিল একঘেয়েমির রোগ। সিসিলিয়াকে জানালার দিকে এগোতে দেখে ওর সঙ্গেও এমনি নিষ্ঠুর খেলা খেলতে তীব্র ইচ্ছা অনুভব করলাম।

সিসিলিয়া পর্দাটা টেনে দিয়ে ডিভানের কাছে আসতেই বললাম—'বাথরুমের দরজটা বন্ধ ক'রে এসো।'

'তোমাকে নিয়ে পারা গেল না।' বিড়বিড় ক'রে কথাটা ব'লেও বাথরুমের দিকে গেল। দরজাটা বন্ধ ক'রে ফিরে এল। ডিভানে উঠে আমার পাশে শুয়ে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সবে শুয়েছে বললাম—'মাফকর আর একটা কাজ। টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে এসো। এসময় ফোন বেজে ওঠা—।' এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল—'এই নিয়ে তিনবার।' ডিভান থেকে উঠে টেবিলের দিকে গেল। এরপরেও আমি সিগারেট কেসটা আনতে পাঠালাম। তারপর দেশলাইটা। রান্নাঘরের গ্যাসের উনুনটা বন্ধ করা, দরজার ঘণ্টির দড়িটা আলগা করা। ও একের পর এক কাজগুলো সেরে যখন আমার ডিভানের কাছে এলো—লক্ষ্য করলাম ওর মুখ থেকে কামনার চিহ্ন তখনও মুছে যায় নি। আমার পাশে এসে শোয়া মাত্র বললাম—'ছাইদানিটা নিয়ে এসো।' সিসিলিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যবহার পেয়ে কেমন যেন বোবা জন্তুর মত হ'য়ে উঠল। ও উঠলো না। বরং আমাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরল। আমি আমার নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্যে লাঞ্ছিত হলাম। অন্যের দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে আমি আর বাস্তব সম্পর্কে ফিরে যেতে পারবো না।

সেদিন থেকে এই নিষ্ঠুর প্রবৃত্তির তাড়নাকে আমি ভয় করতে শুরু করলাম।

কী জানি যদি আবার কোনদিন এর পাল্লায় পড়ি। যদি আজকের ব্যবহার আরো মারাত্মক চেহারা নেয়। কিন্তু একটা সত্য আমি অনুভব করতে পারলাম যে সিসিলিয়া প্রতিদিন অল্প অল্প ক'রে তার ব্যক্তিত্ব হারাচ্ছে—এমনি ক'রে একদিন আসবে যখন ও আমার কাছে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত হ'য়ে উঠবে।

সেদিনের ঘটনার পর আমি হঠাৎই স্থির করলাম সিসিলিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দেবো। সম্বন্ধ চুকিয়ে দেবার পেছনে উপযুক্ত কারণ চাই। সেটা ভেবে ঠিক করতে কয়েক সপ্তাহ সময় নিলাম।

এক সকালে মা'কে দেখতে গেলাম। আমার ঝর্‌ঝরে পুরোনো গাড়িটা নিয়েই গেলাম। চশমা-পরা ধূর্ত্ত রীতা কিন্তু দরজা খুলে দিল না। দরজা খুলে দিল টাকমাথা গোলগালমুখ একজন রাঁধুনী। মা'র পড়ার ঘরেই মাকে পেলাম। চশমাচোখে মা তখন সেই লম্বাটে খাতাটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। মাকে বললাম—'এই রাঁধুনী কোত্থেকে এলো? রীতার কী হয়েছে?'

মা চশমা খুলে কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—'রীতাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। খারাপ চরিত্রের মেয়ে।'

কী করেছিল?

ঘরে বাইরে যার তার সঙ্গে নস্টামি।

বলো কি? ওকে দেখে তো তা মনে হ'ত না।

তুমি কি আবার ছবি আঁকা শুরু করেছো?

ওসব নিয়ে ভেবো না। অন্য ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলাম।

ব্যক্তিগতভাবে আমি চাই তুমি ছবি আঁকো।

কেন?

'তা'হলে মেয়েছেলের ভাবনাটা একটু কম ভাববে।' আমি এরকম কথা আশা করিনি।

'তুই খুব রোগা হ'য়ে গেছিস্'। আমি নিজেও জানতাম সেটা। গত দু'মাস খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। মা বলতে লাগল—'তোর বিশ্রাম দরকার। মাস দু'য়েকের জন্যে পাহাড়ি এলাকায় ঘুরে আয়।'

তার জন্যে টাকার দরকার। আমার অত টাকা নেই।

দিনো—তোর এটা বলা উচিত নয়।

কী করবো? আমার কাছে খুব কম টাকাই আছে।

আমরা বড়লোক দিনো—খুব বড়লোক। ঠিক আছে পাহাড়ি এলাকায় বেড়াতে যাবার টাকা তুই মার কাছ থেকেই ধার নে।

ভেবে দেখলাম—বেড়াতে যাবার জন্যে এই টাকাটা পেলে সিসিলিয়াকে একটা ভালো উপহার কিনে দিতে পারবো। তখন আমাদের বিচ্ছেদটা ওর কাছে অসহনীয় হ'য়ে উঠবে না। বললাম—

ঠিক আছে। টাকার ব্যবস্থা করো।

আমি এত সহজে এত তাড়াতাড়ি রাজী হয়ে যাবো মা বোধহয় সেটা ভাবতে পারে নি। বলল—'কখন যেতে চাস্ ?'

এক্ষুণি। আজকে পনেরো তারিখ—আঠারো তারিখেই রওনা হবো।

কদিন থাকবি ?

দু'তিন সপ্তাহ।

কত দরকার তোর ?

দৈনিক বিশ হাজার লিরা হিসেবে—

বিশ হাজার ?

মা আমরা খুব বড়লোক-তাই কিনা।

হুঁ কিন্তু আমি তো এখানে টাকা রাখি না।

তা'হলে চেক লিখে দাও।

চেকবইয়ের পাতা ফুরিয়ে গেছে। যা হোক-আমি দেবো ওপরতলায় চল্।

ওপরতলায় ওটবার সময় মা আমার দিকে তাকিয়েই বলল—'টাকাটা আমি 'দুদফায় দেব।' আমি কিছু বললাম না।

দোতলায় মার শোবার ঘরে এলাম। ঘরটি আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত। পর্দায়, কাপড়ে কার্পেটে এমনভাবে ঘরটা বোঝাই যে এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ যায় নি। মা ঘরে ঢুকে বাথরুমের দিকে গেল। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মা ডেকে বলল—'আয়—তোর কাছে গোপনীয়তা কিসের ?' মা এগিয়ে গিয়ে তোয়ালে ঝোলাবার হুকটা বাঁদিক থেকে ডানদিকে ঘোরাল। চারটে সাদা টালি স'রে গিয়ে একটা ইস্পাতের খোপ দেখা গেল। একটা ডায়াল ঘুরিয়ে মা ইস্পাতের খোপটা খুলে ফেলল। ভেতরে দেখলাম কিছু স্টক এক্সচেঞ্জের কাগজপত্র আর অনেকগুলো সাদা আর হলুদ খাম। সেখান থেকে একটা পেটমোটা সাদা খাম তুলে নিল। তারপর খোপটা বন্ধ ক'রে টালিগুলো লাগিয়ে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'খামটায় নিশ্চয়ই আধ মিলিয়ম লিরা আছে।

না—এক শ হাজার লিরা।

দেখি তো।

মা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। কাঁধের আড়ালে খামটা ঢাকা পড়ে গেল। বেশ আবেগের সঙ্গেই আমাকে বলল—'দিনো—কেন তুই মার সঙ্গে থাকতে আসছিস্ না। যদি এখানে থাকতিস্ যত অর্থ তোর দরকার পেতিস্।

আমাকে লিরাগুলো দাও আর ওসব নিয়ে কথা ব'লো না।

তুই যখন খুসী বাড়িতে আসতিস যেতিস যেসব মেয়েদের চাস তাদের নিয়ে আসতিস—আমি তোর ব্যাপারে নাক গলাতাম না।

আমার কাউকে প্রয়োজন নেই।

তুই বোধহয় ভেবেছিলি রীতার সঙ্গে তোর সম্পর্কটা আমার ভালোলাগবে না।

খুবই আশ্চর্য হলাম কথাটা শুনে। তাহ'লে মাও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। বললাম—'সেদিন যে পালিয়ে গিয়েছিলাম সেটা রীতার জন্যে নয় —তোমার জন্যে।'

আমার জন্যে ?

'আমি সমস্ত যৌবন কাটিয়েছি'—প্রচণ্ড রাগে আমি প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলাম 'এই স্বপ্ন দেখে যে আমি চোর হবো, খুনে হবো, অপরাধী হবো। অন্ততঃ তুমি যা চাও তা আমি হবো না। তোমার ভগবান বাঁচিয়েছে আমার সেই সুযোগ আসেনি।'

মা কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—'বেশ তুমি আর এ বাড়িতে এসো না।'

মা খামটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। নিতে যাবো সে খামটা নিজের দিকে সরিয়ে নিল।—বলল—'যাক গে—লাঞ্চটা এখানে সেরে যা।'

পারবো না।

কয়েকজন ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করেছি—মন্ত্রী মিঃ ত্রিয়োলো, তাঁর স্ত্রী।

মন্ত্রী ? বিচ্ছিরি ! খামটা দিল।

এবার মা আমাকে খামটা দাও।

তখন বেলা একটা হবে। খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে পিয়াজা দি স্প্যাসনাতে এলাম। একটা দোকান চিনতাম। মেয়েদের ব্যাগ ছাতা বিক্রী করে। মেয়েদের ভীড় ছিল দোকানটায়। তারা কেমন অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে স'রে স'রে যাচ্ছিল। এতক্ষণে আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখলাম। একটা উড়নচণ্ডের মত চেহারা হ'য়েছে আমার। লম্বা লম্বা ঝাকড়া কোঁকড়া চুল, গলায় টাই নেই সবুজ রঙের সাদামাটা ট্রাউজার পরনে। সাতপাঁচ ভাবছিলাম দোকানী মেয়েটির গলা শুনলাম। প্যাকেটটা নিয়ে দাম চুকিয়ে বাইরে এলাম।

এখন বেলা একটা। পাঁচটার সময় সিসিলিয়ার আসার কথা। আশ্চর্য ! যার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে যাচ্ছি তার জন্যেই অপেক্ষা করতে হবে। খুব আস্তে আস্তে সব কাজ সারতে লাগলাম, এক রেস্তোরাঁয় কফি খেলাম। আর এক রেস্তোরাঁতে গিয়েও কফি খেলাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক অল্পবয়সী শিল্পীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললাম। মাত্র ঘণ্টা দু'য়েক কাটল।

স্টুডিওতে ফিরে এলাম। সাদা ক্যানভাসটার কাছে চেয়ারটায় বসলাম।

মনে হ'ল আমি এখানে আছি আর ঐ টেবিল, ঈজেল, ডিভান ওখানে আছে। মাঝখানে অসীম শূন্যতা। গতকালও সিসিলিয়া ঐ ডিভানে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ছিল, চোখ বন্ধ, মাথাটা পেছনে হেলানো। ও ওখানে আমি এখানে। ওর আর আমার মধ্যেই কিচ্ছুই নেই।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙতে ডিভান থেকে লাফিয়ে উঠলাম। ঘড়িতে দেখি ছ'টা বেজে গেছে। সিসিলিয়ার পাঁচটার সময় আসার কথা। ও এলো না। ভালোই হ'ল। ওর সঙ্গে তো আমি সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছিলাম। কিন্তু ভালো লাগল না। মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'ল।

একটা জিনিস আমি আবিষ্কার করলাম যে সিসিলিয়াকে আমি কখনও ফোন করি নি। ও নিজেই প্রতিদিন ফোন ক'রেছে আমাকে। ওকে কোনদিন ফোনও করিনি, কোন বাস্তব সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টাও করি নি। তাহ'লে আমাদের সম্পর্কটা কিছুই না।

তবু টেলিফোন করলাম। টেলিফোন বেজে যেতে লাগল। আশা করলাম সিসিলিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। টেলিফোন বাজা বন্ধ হ'ল। কেউ রিসিভারটা তুলল। কিন্তু সে কথা বলল না। আমি বললাম 'হ্যালো, হ্যালো।' উত্তরের বদলে জোরে জোরে শ্বাস ফেলার শব্দ পেলাম। কেউ যেন ফিস্‌ফিস ক'রে কী বলল। আমি ডাকলাম, 'হ্যালো হ্যালো।' কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম রিসিভার রেখে দেওয়া হয়েছে। আবার ফোন করলাম। একই ঘটনা ঘটল। তৃতীয়বার টেলিফোন করলাম, টেলিফোন বেজে যেতে লাগল। কেউ ধরল না।

ডিভানে ব'সে সমস্ত ব্যাপারটা অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ আমার কেমন একটা ইচ্ছে হ'ল ব্যালেস্ত্রিয়েরির ঘরটা দেখবার। আমার মত তাকেও তো ভুগতে হ'য়েছে।

ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওর দরজা খুলে ঢুকলাম। আলো জ্বাললাম। কেমন ধুলোটে, দম বন্ধ করা। টেবিলে হঠাৎ নজরে পড়ল একটা মার্বেল কাগজে বাঁধানো মোটা বইয়ের ওপর। খুললাম ব্যালেস্ত্রিয়েরির হাতের লেখা। চমকে উঠলাম একগাদা মেয়েদের নাম দেখে। কোন নামেরই পদবী নেই। কত নাম পাওলা, মারিয়া, মিলি। সিসিলিয়াকে ভীষণভাবে ভালোবাসার আগে এই মেয়েদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক ছিল। সাতপাঁচ ভাবছি হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

আমি ইতস্ততঃ করলাম। তারপর ফোনটা তুলে নিলাম। একটা অদ্ভুত বোধ এল আমার মধ্যে যেন আমিই ব্যালেস্ত্রিয়েরি। ফোনে নারীকণ্ঠ—

আপনি কি ব্যালেস্ত্রিয়েরি ?' বললাম—'না আমি দিনো।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি কি ওখানে নেই? আমি প্রায় মাস চারেক রোমের বাইরে ছিলাম। কাজেই—। আপনি কি তার বন্ধু ?

হ্যাঁ।

আমি মিলি।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি— চলে—গেছেন।

চলে গেছেন ? আপনি জানেন কখন উনি আসবেন ?

না।

ওঃ ঠিক আছে। দেখা হ'লে বলবেন মিলি টেলিফোন করেছিল।

আমি রিসিভার রেখে দিলাম। হঠাৎ কেমন শীত করতে লাগল। কবরের শীত। ঘর থেকে বেরিয়ে করিডোরে এলাম।

নিজেকে ব্যালেস্ত্রিয়েরি ব'লে ভাবা—অদ্ভূত। হয়তো এই চিন্তাটা আবার মাঝে মাঝেই আমার মনে আসবে।

পরের দিন সকালে সিসিলিয়ার কথা ভাবছিলাম। যে সিসিলিয়া আমাকে ভালোবাসে সে বিরক্তিকর; বরং যে সিসিলিয়া আমাকে ভালোবাসে না সেই আমার কাছে বেশি সত্য।

বিকেল তিনটে নাগাদ আমার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুললাম। সিসিলিয়ার গলা--'অবশেষে। কোথায় ছিলে?'

নীচু স্বরে বললাম—স্টুডিওতে। রিং শুনতে পাই নি।

কিছুক্ষণের নীরবতা, ও বলল—'টেলিফোনটা খারাপ ছিল তাই সকালে ফোন করতে পারি নি।' একটু তীব্র স্বরেই বললাম 'গতকাল আসোনি কেন?

কারণ আমি যেতে পারি নি।

কেন পারো নি ?

কারণ কিছু কাজ ছিল।

ঠিক। শীগগিরই দেখা হবে।

হ্যাঁ ছেড়ে দিচ্ছি।

আমি স্থির করলাম ওর হাত থেকে মুক্তি চাই। মনে হ'ল প্রায় দু'মাস হ'তে চলল তুলি হাতে নিই নি। সাদা ক্যানভাসটা এখনও ঈজেলে টাঙানো আছে। সিসিলিয়ার সঙ্গে আমার যেদিন প্রথম দেখা হয়, সাদা ক্যানভাসটায় সেদিন সই করেছিলাম একটা। সেদিন থেকেই জানি আমার ছবি আঁকা শেষ। মনকে সান্ত্বনা দিতে ক্যান্ডিনস্কির একটা লেখার কথা মনে করলাম—

সবচেয়ে সুন্দর জিনিস হচ্ছে সাদা ক্যানভাস, অনেক ছবির চেয়ে অনেক সুন্দর।'

রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। দ্রুত হাঁটতে লাগলাম যেন আমাকে কোথাও তাড়াতাড়ি পেঁছুতে হবে। কিছুটা গেছি হঠাৎ সামনেই দেখি সিসিলিয়া। সেও তাড়াতাড়ি হাঁটছিল ; আমি হাঁটার গতি কমিয়ে ওকে অনুসরণ করতে লাগলাম। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ও আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব হ'য়ে উঠল। ওকে যেন আমি এই প্রথম দেখলাম।

পিয়াজা দি স্পাঙ্গাতে পেঁছে ও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। যে দিকে ও যাচ্ছিল সেখানে একটা ফুলওয়ালার বড় ছাতার নীচে লম্বা-চওড়া চেহারার এক যুবককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। সিসিলিয়া যুবকটির কাছে পেঁছুল। মনে হ'ল শুরু করমর্দন করল। ওরা কথা লাগল।

আমি ওদের খুব কাছে গেলাম। বুঝলাম সিসিলিয়া আমাকে লক্ষ্যই করে নি। সিসিলিয়া কথা বলছে, হেসে উঠছে। যুবকটির মাথার চুলে সাদা রং ছিটোনো যুবকটি সাদরে সিসিলিয়ার হাত ধ'রে নিয়ে চলল। ফুলের দোকান থেকে একগুচ্ছ ভায়োলেট ফুল কিনে সিসিলিয়ার হাতে দিল। তারপর তারা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

ওরা মিলিয়ে গেল। আমি তখনও সিঁড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে। একটা কথা বুঝলাম—একঘেয়ে লাগা না পর্যন্ত সিসিলিয়াকে আমি পরিত্যাগ করতে পারবো না।

আশ্চর্য হ'য়ে দেখলাম আমি আমার স্টুডিওতে ফিরে এসেছি। ঘড়িতে দেখলাম তখনও সিসিলিয়ার আসতে আধঘণ্টা বাকী। সিসিলিয়াকে আমি ভালোবাসি না। কিন্তু অবস্থার চাপ আমাকে এমন ব্যবহার করতে বাধ্য করতে যেন আমি সিসিলিয়াকে ভালোবাসি। ডিভানে ব'সে মাথা নীচু ক'রে ভাবতে লাগলাম এতক্ষণে সিসিলিয়া বোধহয় সেই শক্ত সমর্থ যুবকটির সঙ্গে তাই করছে যা বহুবার আমার সঙ্গে করেছে। সিসিলিয়া কৃতঘ্ন। অবশ্য এরকম ঘটনা তো কতই ঘটছে। ছেলেতে মেয়েতে দেখা হচ্ছে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি করছে—তাদের মধ্যে যে ভালবাসার বন্ধন থাকতেই হবে এরকম কোন কথা নেই।

সিসিলিয়া সময় মেনে চলে। ঠিক পাঁচটার সময় আমার স্টুডিওর দরজায় এসে ঘন্টি বাজাল। আমি দরজা খুললাম, ও কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা জড়িয়ে ধরল না, বরং পিছিয়ে গিয়ে বলল—প্রথমে তোমাকে আমার কিছু বলবার আছে, আমার মনে একটা কথা খেলে গেল হয়তো ও আমাকে পরিত্যাগ করতে চায়। ও গিয়ে ডিভানে বসল। আমিও গিয়ে পাশে বসলাম। বেশ রাগতস্বরেই বললাম—'প্রথমে আমাকে একটা চুমু দাও।' ও আমার গালে দ্রুত চুমু খেল

যেন ঠুক্‌রে দিল। তারপর বলল—'তোমার সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা করা চলবে না—সপ্তাহে দু'বার মাত্র দেখা করা চলবে।

তার মানে?

শান্ত হও রেগে যেওনা।

কথাটার মানে কি?

বাড়িতে কথা উঠেছে—প্রত্যেকদিন তোমার কাছে আসি।

বললেই পারো আমার কাছে ছবি আঁকা শিখছো।

সে জন্যেই সপ্তাহে দু'দিন।

কই তুমি তো ব্যার্লোস্ত্রিয়েরির কাছেও আসতে।

তার বয়েস ছিল পঁয়ষট্টি, তোমার মত পঁয়ত্রিশ নয়। তাছাড়া—বাড়ির সবাই তাকে চিনতো।

বেশ আমাকেও তোমার পবিবারের লোকজনদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

বেশ দেবো।

তুমি আমাকে সত্যি কথা বলছো না।

কী সত্যি কথা?

তোমার জীবনে আর একটি পুরুষের কথা।

কী ব্যাপার বলো তো?

আজকে ঠিক তোমার নাকের ডগার কাছ দিয়ে হেঁটে গেছি তুমি আমাকে দেখোনি।

কোথায়?

পিয়াজা দি স্পাঙ্গয়—সিঁড়িগুলোর কাছে।

কখন?

তখন চারটে হবে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও কিন্তু চমকাল না। বলল—' ও হ্যাঁ। একজন অভিনেতা-লুসিয়ানি নাম ওর সঙ্গেই আমি ছিলাম।

ভদ্রলোকের চুলে সাদা রঙ্‌ ছিল কেন?

এক বুড়ো ভদ্রলোকের অভিনয় করতে হচ্ছে ওকে।

ওর সঙ্গে আজ তোমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল।

হ্যাঁ। ও আমাকে ফিল্মে অভিনয় করতে বলছে।

সিসিলিয়া সোয়েটার খুলতে লাগল। মাথার ওপর সোয়েটার তুলতে ওর সাদা বগল দেখা গেল। কিন্তু তখনও বুক ঢাকা। পেট নাভি কিশোরী মেয়েদের মত। সোয়েটারের আবরণ স'রে গেল। ঝাঁকুনি খেয়ে স্তনদ্বয় বেরিয়ে এল। ও নীচে কিছু পরে না। অস্বস্তিকর অবস্থাটা এড়াতেই ও বোধহয় এই কাজটা করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি ফিল্মে নামবে?

এখনও ঠিক করিনি।

পেট পর্যন্ত উন্মুক্ত ও ডিভানে বসল। মনোযোগ দিয়ে সোয়েটারের গোটানো হাতা খুলতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম—'কফি খাওয়ার পর কোথায় গেলে?'

বাগানে ঘুরে বেড়ালাম তারপর এখানে চ'লে এলাম।

আমি কামার্ত বোধ করলাম। ও অর্দ্ধনগ্ন এই জন্যে নয়। ও মিথ্যে কথা বলছে এই জন্যে। ও খুব সাধারণ ভাবে বলল—'এখন কি প্রেমের খেলা খেলবে?'

'না।' আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম। 'আমি সত্য জানতে চাই।'

কী সত্য?

সত্য।

আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

আমি জানতে চাই—গতকাল তোমার আসার কথা ছিল—আসোনি, জানাওনি যে আসতে পারবে না। আজ বলছো—সপ্তাহে দু'দিনের বেশী আসতে পারবে না। আমি যা সত্য তাই জানতে চাই।

'বললাম তো বাড়িতে কথা হচ্ছে।' আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলাম। প্রায় ব'লে ফেলছিলাম—'সত্যি কথাটা হচ্ছে যে লুসিয়ানির সঙ্গে বিছানায় প্রেমের খেলা খেলছো।' কিন্তু বললাম না। তারপর গালে ওর হাতের স্পর্শ পেলাম আর ও বলছে শুনলাম—'প্রত্যেকদিন আমাকে না দেখলে তুমি কি দুঃখ পাও?'

হ্যাঁ।

বেশ—যা বলেছি ভুলে যাও। সব আগের মতই চলবে তবে আমাদের সাবধান হ'তে হবে। কী—খুশী তো?'

আমার কেমন মনে হ'ল সিসিলিয়াকে আমি ভুল বুঝেছি। সত্যিই ও মিথ্যে বলেনি। খুবই সরল ও। বাড়ির লোকজনদের কথা অমান্য করার সাহস ওর নেই। লুসিয়ানির সঙ্গে ওর ব্যবহারের কথা আমার কাছে খুব ন্যায্য মনে হ'ল। কিন্তু আমার সেই পুরোনো একঘেয়েমির রোগটাও অনুভব করলাম—পরিষ্কার আকাশের কোনায় এক খণ্ড মেঘের মত।

সিসিলিয়া যে চেয়ারে ও সোয়েটারটা রেখেছিল সেখানে চলে গেল। তারপর স্কার্টের পাশের জিপার খুলতে লাগল। ও শরীর নাড়িয়ে স্কার্ট খুলছে। ওর শরীর উন্মুক্ত হচ্ছে—এসব আমার কেমন যেন মনে হ'তে লাগল। একঘেয়েমির জন্যেই সবকিছু আমার কাছে কেমন অবাস্তব মনে হ'তে লাগল। অবশ্য আমিও পোষাক খুলছিলাম সত্যিকারের কোন কামনা বোধ না করেই। নগ্ন আমি

ডিভানের ওপর চিৎ হ'য়ে শ্বয়ে পড়লাম যেমন ডাক্তারের কাছে রোগীরা শোয়। একটা অপ্রীতিকর কাজ প্রেমের সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নেই।

তারপর একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। নগ্ন সিসিলিয়া পা টিপে টিপে গিয়ে জানালার পর্দাগ্বলো টেনে দিল। তারপর, সম্বদ্র দেখে আনন্দে আত্মহারা মান্বষ যেমন সম্বদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি ছ্বটে আমার ব্বকের ওপর এসে পড়ল। আমি সেই উত্তেজিত লালচে ম্বখের দিকে দেখলাম। এত জীবন্ত ওকে কোনদিন দেখিনি। আমি ক্রুদ্ধ হলাম। এত জোরে ওর চুলের ম্বঠি ধরলাম যে ও ক'কিয়ে উঠল। ওকে যতই কষ্ট দিতে লাগলাম ও ততই আমার কাছ থেকে যেন দ্বরে স'রে যেতে লাগল। ওকে সম্প্বর্ণভাবে পেলাম না। কেমন যেন অবাস্তব মনে হ'তে লাগল ওকে।

ম্বখে একটা ঠাট্টার হাসি নিয়ে সিসিলিয়া আমার পাশে চোখ ব্বজে শ্বয়ে রইল। আমি ওর ম্বখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ও চোখ খ্বলে আমাকে দেখল। বলল—'জানো আজকে খ্বউব স্বন্দর হয়েছে।'

বরাবরই হয়।

ও না না। সবদিন সমান ভালো লাগে না।

আজকে কেন ভালো লাগল?

ঠিক ব্বঝিয়ে বলা যায় না। মেয়েরা এটা অন্বভব করে। সিসিলিয়া তিনটি আঙ্গ্বল দেখিয়ে বলল—'তিনবার।'

কিন্তু আমার ভাবনা গেল না। সত্যিই কি সিসিলিয়াকে সম্প্বর্ণভাবে পেয়েছি। হয়তো না। কেন জানি না হঠাৎ একটা প্রশ্ন ক'রে বসলাম—

এটা কি সত্যি যে ব্যালেস্ত্রিয়েরি তোমার বাহ্ববন্ধনের মধ্যেই মারা গিয়েছিল?' লক্ষ্য করলাম ওর কপাল কুঁচকাল। বিড় বিড় ক'রে বলল—'তুমি এটা জানতে চাও কেন?

কথাটা সত্যি কিনা তাই বল?

ও চোখ ব্বজে শ্বয়ে শ্বয়েই বলল—'ঠিক তা' নয়। ব্যালেস্ত্রিয়েরি ও সময়েই হঠাৎ অস্বস্থ হ'য়ে পড়ে কিন্তু মারা যায় ওসব হ'য়ে যাবার পর।'

তুমি সত্যি কথা বলছো না।

মিথ্যে কথা বলতে যাবো কেন? আমি যে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ও বোধহয় মরেই গেল। ভাগ্যি ভালো বিছানায় গিয়ে শ্বতে পেরেছিল।

তার মানে কোথায় হচ্ছিল এসব?

কতরকম জিনিসই যে তুমি জানতে চাও।

তোমরা তখন কোথায় ছিলে?

সিঁড়িতে।

সিঁড়িতে?

হ্যাঁ—যে কোন সময় যখন তখন যেখানে সেখানে ব্যালেস্ত্রিয়েরির ইচ্ছে হ'ত।

ও।

আমার মনে হয় কয়েকবারের পর আমি রাজী হইনি ব'লেই ও রেগে গিয়েছিল। এই রাগটাই ওর মৃত্যুর কারণ।

তার মানে?

ওপরতলার ছোট্ট ঘরটায় একবার হয়েছিল। তারপর নেমে স্টুডিওর দিকে আসতে লাগলাম। ও আঁকতে চাইল। আমি ওর সামনে ছিলাম। হঠাৎ ওর ইচ্ছে হ'ল। আর ও ঐ সিঁড়ির ওপরেই নিজের ইচ্ছে পূরণ করল। কিন্তু জানো—ও অসুস্থ হ'য়ে পড়ল। আমি ওকে ধ'রে ধ'রে শোবার ঘরে নিয়ে গেলাম। বিছানায় শুইয়ে দিলাম। ও শুয়ে রইল চোখ বন্ধ ক'রে, নিশ্চল। আস্তে আস্তে ও সুস্থ হ'ল। তারপর—ভেবে দেখো আবার তৃতীয়বার ওর ইচ্ছে হ'ল। আমিই এইবার আপত্তি করলাম। ওকে দেখতে মড়ার মত লাগছিল। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ব্যালেস্ত্রিয়েরি কেন জানিনা আর এগোলো না। কিন্তু ভীষণ রেগে গেল। আমার মনে হয় কয়েকবারের পর আমি রাজি হইনি ব'লেই ও রেগে গিয়েছিল। এই রাগটাই ওর মৃত্যুর কারণ।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি তাহ'লে এ ভাবেই নিজেকে হত্যা করতে চেয়েছিল—আমি ভাবলাম। সমস্ত ঘটনাটা আমি কল্পনা ক'রে, নিলাম। বৃদ্ধ রতিক্লান্ত চিত্র শিল্পীটি সিঁড়িগুলো দু'হাতে ধ'রে ধ'রে ওপরের স্টুডিওতে উঠছে; তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এসব ভাবতে ভাবতেই জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি কি কখনো ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে প্রতারণা করেছো?' ও বিড়বিড় ক'রে বলল—'আবার তোমার শুরু হ'ল।'

বলো—দোহাই তোমার।

হ্যাঁ কখনো কখনো প্রতারণা করেছি।

কেন?

একঘেয়ে লাগতো।

একঘেয়ে? মানে? আমি শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

একঘেয়ে মানে একঘেয়ে।

তাহ'লে সিসিলিয়া আমাকেও প্রতারণা করছে। কারণ আমিও বোধহয় ওর কাছে একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছি। ও হঠাৎ ব'লে উঠল—'আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।' ও ডিভান থেকে উঠে বাথরুমের দিকে ছুটল। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ঈজেলটা, শূন্য ক্যানভাসটা, জানালা এসব। সিসিলিয়া ফিরে এল। আমি কনুইয়ে ভর রেখে উঠে বললাম—কার্বার্ডটায় দেখতো। তোমার জন্যে একটা উপহার আছে।' 'আমার জন্যে?' ও ব'লে উঠল। তারপর

কাবার্ড থেকে নতুন ব্যাগটা বের করল। একটু পরেই আমার ঠোঁটে ওর ঠোঁটের আলতো স্পর্শ পেলাম। বিড়বিড় ক'রে ও বলল—'ধন্যবাদ।' দেখলাম ও ওর পুরোনো ব্যাগের টুকিটাকি জিনিসপত্র নতুন ব্যাগটায় ভরছে।

এটা আমি পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে সিসিলিয়া বাচাল নয়। ওর খুব সাধারণ কথাবার্তাগুলোও আমার কাছে কেমন অবাস্তব মনে হয়। একমাত্র যৌনতার ব্যাপারেই দেখেছি ও আমার কাছে অনেক বেশী বাস্তব হ'য়ে ওঠে। সঙ্গমের পর ও যখন আমার পাশে পা ছড়িয়ে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকে তখন ওর নগ্ন দেহ অনেক সরস ওর মুখের চেয়ে।

তাই আমার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা হ'ল সিসিলিয়াকে আরো ভালো ক'রে জানবার জন্যে। আমার এরকম একটা ধারণা হ'য়েছিল যে ওকে যৌনসম্পর্কের মধ্যে দিয়ে পেয়েছি কাজেই ওকে সম্পূর্ণভাবে পাবো।

সিসিলিয়া ওর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আমাকে ওদের পরিবারের কথা বলেছিল। ও বাপমায়ের একমাত্র সন্তান। ওদের আর্থিক অবস্থা ভালো যাচ্ছে না কারণ ওর বাবা অসুস্থ, কোন কাজ করে না। এসব কথা আমার খুব একটা জানতে ইচ্ছে হ'ত না। আমি চাইতাম সিসিলিয়া নিয়মিত আমার স্টুডিওতে আসুক প্রেমের খেলা খেলুক ব্যাস্। কিন্তু যে মুহূর্ত থেকে ভেবেছি ও আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হয়েছে সেইদিন থেকে ও যেন অনেক বাস্তব আর কামনার বস্তু হ'য়ে উঠল। আমি সেইদিন থেকে ওর পরিবারের ব্যাপারে উৎসুক হলাম। ভাবলাম হয়তো—ওর সম্পূর্ণ পারিবারিক পরিচয় পাওয়ার মধ্যে দিয়েই ওকে বাস্তব অর্থে পাবো। তাই ওকে আমি প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে ওর কেমন সম্পর্ক ছিল এসব নিয়ে যেভাবে প্রশ্ন করতাম ঠিক সেইভাবে—

তোমার বাবা অসুস্থ?

হ্যাঁ।

কীসের অসুখ?

ক্যানসার।

ডাক্তাররা কী বলে?

বলে যে বাবার ক্যানসার হয়েছে গলায়।

না বলছিলাম—ডাক্তাররা কি বলে উনি সুস্থ হবেন?

ওরা বলে যে সারবার কোন আশা নেই।

তাহ'লে খুব শিগগিরই মারা যাবেন।

হ্যাঁ।

তোমার দুঃখ হয় না?

কেন?

তোমার বাবা মারা যাবেন এই কথা ভেবে।

হ্যাঁ।

শুধু এই?

এ ছাড়া আর কী বলবো?

কিন্তু তুমি তো তোমার বাবাকে ভালোবাসো।

হ্যাঁ।

ঠিক আছে অন্য কথায় আসি। তোমার মা—উনি কেমন?

উনি কেমন মানে?

মানে বেঁটে না লম্বা, সুন্দর না কুৎসিত, কালো না ফর্সা?

ওঃ জানি না। আর পাঁচজন মহিলার মত।

কিন্তু বলোতো—উনি দেখতে কেমন?

আঃ—বললাম তো মা কোন কিছুর মতই নয়।

তার মানে?

বিশেষ কারো মত নন। আর পাঁচজনের মতই।

মাকে ভালোবাসো?

হ্যাঁ।

কা'কে বেশি ভালোবাসো—মা'কে না বাবাকে?

ওটা অন্য ব্যাপার।

অন্য ব্যাপার মানে কি?

অন্য ব্যাপার মানে অন্য ব্যাপার?

জানি না।

বেশ। তোমার মা কি তোমার বাবাকে ভালোবাসেন?

মনে হয় তাই।

তুমি নিশ্চিত নও কেন?

ওঁরা ভালোভাবেই দিন কাটাচ্ছেন—তাই আমার মনে হয় ওরা পরস্পরকে ভালোবাসেন।

তোমার বাবা সারাদিন কী করেন?

কিছুই না।

কিছুই না মানে কী?

কিছুই না মানে কিছুই না।

কিছুই করেন না?

উফ্ হ্যাঁ বাড়িতে রেডিওর পাশে আর্মচেয়ারে শুয়ে থাকেন। প্রত্যেকদিন অল্পকিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ান—ব্যাস্।

ও। তোমরা প্রাতি অঞ্চলের একটা ফ্ল্যাটে থাকো?

হ্যাঁ।

ক'টা ঘর তোমাদের ?

জানি না।

জানি না মানে কি ?

কখনো গুণে দেখিনি।

বড় না ছোট ফ্ল্যাট ?

ঐ একরকম আর কি।

তার মানে ?

মাঝারি মাপের।

তাহ'লে ফ্ল্যাটটার বর্ণনা দাও।

আর পাঁচটা ফ্ল্যাটের মত বর্ণনা করার কিছু নেই।

ফ্ল্যাটটা তো আর খালি নয়। নিশ্চয়ই কিছু আসবাব পত্র আছে।

ও হ্যাঁ সাধারণ আসবাব পত্র—বিছানা, আর্মচেয়ার কাবার্ড।

কী রঙের ?

গিল্টি করা—কোন রঙের নয়।

তবু গিল্টিরও রং আছে। ঘর কি তোমার ভালোলাগে ?

জানি না ভালো লাগে কি না।

এইভাবে আমি আবহমানকাল প্রশ্ন ক'রে যেতে পারতাম। এখানে তারই একটু নমুনা দিলাম। এইসব প্রশ্নোত্তরের মধ্যে থেকে কেউ হয়তো ভাবতে পারে সিসিলিয়া বোকা বা ব্যক্তিত্বহীন। কিন্তু আসলে তা' নয়। আমি কখনও ওকে বোকার মত কথা বলতে শুনিনি আর ওর ব্যক্তিত্ব ওর মুখ বা শরীর দেখে বোঝা যাবে না। এ যেন সুর ছাড়া স্বরলিপি পড়ার মত বা ছবি ছাড়া চিত্রনাট্য পড়ার মত। আসলে সিসিলিয়া যেন নিজের জগতে এক অচেনা আগন্তুক।

যাহোক—সিসিলিয়া আমার কাছে ছিল আকর্ষণীয়া, রহস্যময়ী তাই ও অবিশ্বাসিনী। ও যে সামান্য কিছু তথ্য দিয়েছিল ওদের বাড়ি আর পরিবার সম্পর্কে সেটাই একদিন যাচাই করতে চাইলাম।

একদিন বললাম ও যেন ওর পরিবারের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। আমার অনুরোধে ও বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হ'ল না। সিসিলিয়া বলল—'আমি ওকথা ভেবেছি। মাও সবসময় তোমার কথা জিজ্ঞেস করে।'

তুমি কি ব্যালেস্প্রিয়েরিকে তোমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলে ?

তোমার বাবা মা কি জানে যে তুমি ব্যালেস্প্রিয়েরির রক্ষিতা ছিলে ?

না।

যদি তারা জানত তাহ'লে কী করতো ?

ব্যালেস্থ্রিয়েরি কি মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়িতে যেত ?

হ্যাঁ।

ওখানে কী করতো ভদ্রলোক ?

কিছু না। ও লাঞ্চ খেতে আসত বা কফি খেতে আসত। খাওয়া হ'লে আমি ওর সঙ্গে স্টুডিওতে চ'লে আসতাম।

তুমি আর ব্যালেস্থ্রিয়েরি কখনও তোমাদের বাড়িতে ওসব করেছো ?

ও সবসময়ই চাইত কিন্তু আমি রাজী হতাম না। ভয় হ'ত বাবা মা জেনে ফেলবে।

তোমাদের বাড়িতে ও এসব করতে চাইতো কেন ?

জানি না—তবে ওর এই আইডিয়াটা ভালো লাগত।

কিন্তু কখনো কি করেছো ?

হ্যাঁ কখনও কখনও।

কোথায় ?

এখন মনে করতে পারছি না।

মনে করবার চেষ্টা কর।

আঃ হ্যাঁ—আমরা রান্নাঘরে এসব করেছিলাম।

রান্নাঘরে ?

হ্যাঁ মা কি একটা জিনিস কেনাকাটা করতে চলে গিয়েছিল আমি রান্নাবান্না দেখছিলাম তখন।

শোয়ার ঘরে যেতে পারতে !

ব্যালেস্থ্রিয়েরির একবার ইচ্ছে হ'লে ও জায়গাটায়গার বাছ বিচার করত না।

কিন্তু রান্নাঘরে কীভাবে করলে ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

তারপর সিসিলিয়া একদিন ওর বাবা মার সঙ্গে লাঞ্চ খাবার জন্যে আমাকে নিমন্ত্রণ করল। সত্যি কথা বলতে কি আমি এই নিমন্ত্রণ পেয়ে বেশ উত্তেজিত বোধ করলাম।

সেইদিন সকালে আমি আমার সোয়েটার আর ট্রাউজার্স ছাড়লাম। একটা কালো সুট পরলাম। সাদা জামা আর টাই পরলাম যাতে আমাকে দেখতে প্রোফেসরের মত লাগে।

বেলা একটা নাগাদ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলাম। প্রাতি অঞ্চলে রাস্তাটা খুঁজে পেতে আমার খুব কষ্ট হ'ল না। শান্ত, সোজা টানা রাস্তাটা। রাস্তার ধারের গাছগুলো পত্রহীন। বড় বড় ছাই রঙা আর হলদেরঙা বাড়িগুলোর নীচের তলায় দোকানের সারি।

সিসিলিয়াদের ব্লকে ঢুকতে সামনে একটা বড় চত্বর পড়ল। বাড়িটায় অনেকগুলো ওপরে ওঠার সিঁড়ি। 'এ' থেকে 'এফ' পর্যন্ত লেখা। সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটে ওঠার সিঁড়ির নম্বর 'ই'। একটা মান্ধাতার আমলের অচল লিফ্ট দেখলাম। অগত্যা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। ঠাণ্ডা নির্জীব আলোয় প্রত্যেক দরজায় নাম দেখে দেখে উঠলাম। পাঁচতলায় উঠে সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের নম্বর পেলাম। আমি বোতাম টিপলাম। ভাবছিলাম এই সিঁড়িগুলোর ওপরে হাঁটাচলা ক'রে সিসিলিয়া ওর ছোটবেলা কাটিয়েছে। এই চত্বর, সিঁড়ি, কালো কাঠের দরজা এই সবকিছুই ওর স্মৃতিতে বেঁচে আছে। এইসব ভাবছি তখনই দূরে কা'র আলতো পায়ের শব্দ পেলাম। পা আলতো ক'রেই ফেলা হচ্ছে কিন্তু পুরোনো আলগা ইঁটের মেঝেতে জোরে শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলে গেল। সিসিলিয়া দাঁড়িয়ে। ও ওর চিরাচরিত সবুজ রোঁয়াওঠা সোয়েটার পরে আছে। বুকের কাছে ত্রিকোণে এলাকায় ওর স্তনের শুরু দেখা যাচ্ছে। পরণে আঁটোসাটো কালো শার্ট। পেটের ভাঁজ ফুটে উঠেছে। দোর গোড়ায় ও আমার দিকে ঝুঁকে পড়ল। ভাবলাম ও আমাকে চুম খাবে। কিন্তু এ সময় এ অবস্থায় ও তা করে না। বদলে ও ফিসফিস ক'রে বলল—'মনে রেখো আজকে ছবি আঁকা শেখার দিন, খাওয়া দাওয়ার পর তোমার স্টুডিওতে যাবো।' আমার মনে কেমন সন্দেহ হ'ল ও অন্য কোন দেখাসাক্ষাতের ফন্দী করেছে। আমার আসাটাকে সেইভাবে কাজে লাগাচ্ছে।

হলঘরটা পুরোনো আমলের বাড়ি ঘর যেমন হয় তেমনি। চেয়ার টেবিল, একটা প্লাস্টারের নগ্ন নারীমূর্তি। চেয়ার টেবিল পুরোনো। মূর্তিটার গায়ে ছাইরঙা ধুলো। একটা লতাগাছ আছে। ডগার দিকে কয়েকটা পাতা। এরকম কোন বাড়িতে তার প্রেমিককে নিয়ে আসতে যে কোন সাধারণ মেয়ে লজ্জিত বোধ করত। কিন্তু সিসিলিয়া সেই হিসেবের বাইরে। এসব আমার হঠাৎ মনে হ'ল। এরমধ্যে সিসিলিয়া আমাকে একটা লম্বা বারান্দা দিয়ে নিয়ে চলল। তারপর একটা দরজা খুলে আমাকে ডাকল।

আমি দেখলাম ঘরটা বড়। চারটে জানালা। জানালার পর্দাগুলো হলদে। ঘরটা দু'টো ভাগে ভাগ করা। বড় ঘরটা বসবার ঘর। বেশ পুরোনো আমলের গিল্টিকরা আসবাবপত্র যেমন সিসিলিয়া বলেছিল। ফুলকাটা রঙচটা চেয়ার। ফুলের গুচ্ছ আর সাজি আঁকা দেয়াল কাগজ এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে। অযত্নের নমুনা ঘরের সবকিছুতে। সিসিলিয়া তো এখানেই থাকে। ও কি এ ব্যাপারে সচেতন নয়? ঘরটার একটা জানলার কাছ থেকে রেডিওর জনপ্রিয় গান ভেসে আসছে। সিসিলিয়া আমার সামনেই ছিল। বলল, 'বাবা আমার ছবি আঁকার শিক্ষক।' সিসিলিয়ার বাবা একটা আর্মচেয়ারে ব'সে রেডিও শুনছিলেন। কোন কথা না বলে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সেই সঙ্গে নিজের গলাটা দেখালেন। বোঝালেন গলার অসুখের জন্যে কথা বলতে পারছেন না। তখন আমার মনে পড়ল সিসিলিয়াকে ফোন ক'রে ফোনের মধ্যে একটা ফ্যাসফেসে শব্দ শুনেছিলাম। সেটা বোধহয় ওঁরই গলার শব্দ। উনি চামড়ার আর্মচেয়ারটায় ব'সে পড়লেন। হাত বাড়িয়ে রেডিওর আওয়াজটা কমিয়ে দিলেন। ওঁকে সাধারণ ভাবে সুপুরুষ বলা যেত। অবশ্য এখন আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। রোগে ওঁর মুখের এখানে ওখানে ফুলে গেছে কোথাও কুঁচকে গেছে। মুখের কোথাও রং লালচে কোথাও সাদাটে। ওঁর কালো চুল মাথার সঙ্গে লেপ্টে আছে—মুখে গায়ে অসুস্থতার ঘাম। অসহায় ভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি একটা মানুষ।

সিসিলিয়া ওর বাবাকে বসতে বলল। আমাকেও বসাল। আমাকে বলল বাবাকে সঙ্গ দান করবার জন্যে। রান্নাঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। আমি ভদ্রলোকের মুখোমুখি বসলাম। আলাপের কোন বিষয় না পেয়ে সিসিলিয়ার আঁকার প্রতিভা নিয়ে গালগল্প চালালাম। ভদ্রলোক এধার ওধার চোখ ঘোরাতে লাগলেন যেন আমি ওঁকে ভয় দেখাচ্ছি। মাঝে মাঝে ফ্যাস্‌ফেসে শব্দে দু' একটা কথা বলার চেষ্টা করলেন কিন্তু আমার কাছে সেসব অবোধ্য লাগল। অসুস্থ মানুষের সঙ্গে সুস্থ মানুষ যেরকম দুর্ব্যবহার করে সেই ভঙ্গীতে হাত ধোবার নাম ক'রে আমি উঠে পড়লাম। বাইরে চলে এলাম। একটু ঔৎসুক্যের জন্যেই এটা করলাম।

প্যাসেজ দিয়ে উদ্দেশ্য হীনভাবে যাবার সময় চারটে দরজা দেখলাম। আমি প্রথম দরজাটা খুলে ফেললাম। একটা ছোট শোবার ঘর। ঘরের দারিদ্র্য চোখে পড়ল। জানালায় কোন পর্দা নেই। বাইরের খোলা চত্বর থেকে জানালাটা দিয়ে আলো আসছে। কালো রঙের লোহার খাট। দু'টো রান্নাঘরের চেয়ার। বসার জায়গায় হলদে খড় বেরিয়ে আছে। একটা ছোট্ট ওয়ারড্রোব। ঘরটার আসবাব বলতে এই। আমার কেন যেন সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল এটা সিসিলিয়ার ঘর। ঘরের বাতাসে বেশ তীব্র একটা মেয়েলি গন্ধ। এই গন্ধটা সিসিলিয়ার মাথার চুলে, শরীরে পেয়েছি। আমি নিশ্চিত হবার জন্যে কাবার্ডটা খুললাম। হ্যাঙারে ঝোলানো যে কাপড়চোপড় দেখলাম তার সবগুলোই আমার খুব পরিচিত। ব্যালে স্কার্ট যা সিসিলিয়া গরমের সময় পরে এই পোষাকেই ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। দু'জোড়া ছাইরঙা উলের পোষাক এটা ও শীতের দিনে পরে। একটা কালো কোট ও যেটা সন্ধ্যেবেলা পরে। সেল্‌ফে দেখলাম টিসু কাগজে জড়ানো কিছু। খুলে দেখলাম আমার দেওয়া নতুন ব্যাগটা। কাবার্ডটা বন্ধ করলাম। ঘরটা বড্ড খালি খালি, নোংরা। আমার ঘরটাকে কেমন যেন বন্য পশুর গুহার মত মনে হ'তে লাগল।

পা টিপেটিপে অন্য দরজাটা খুলে ফেললাম। ঘরটা আরো অন্ধকার। ঘরটায় জোড়া বিছানা। কেমন ধুলোটে গন্ধ। বুঝলাম এটা সিসিলিয়ার বাবা মায়ের ঘর। দরজা বন্ধ ক'রে পরের ঘরের দরজাটা খুললাম।

এটা বাথরুম। ঘর না ব'লে লম্বাটে বারান্দামত বললেই হয়। একদিকের দেয়াল ঘেঁষে স্নানের জায়গা, কমোড, হাতমুখ ধোয়ার বেসিন, টয়লেট। আমি বেসিনের ওপর থেকে এক টুকরো সাবান নিলাম। হাত ধুতে লাগলাম।

দরজা খুলে গেল। সিসিলিয়া বাথরুমে ঢুকল। 'আঃ তুমি এখানে?' ওকে দেখে মনে হ'ল না ও আমাকে এখানে দেখে আশ্চর্য হ'য়েছে। ও সোজা টয়লেটের দিকে চ'লে গেল। স্কার্ট তুলে প্রাকৃতিক কাজ করতে লাগল। ওর হাঁটুদু'টো উঁচু হ'য়ে আছে, মুখ উঁচু ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর সুন্দর ভাবলেশহীন কালো চোখ আমার দিকে তাকিয়ে—জন্তুর মত নিরীহ সেই দৃষ্টি। একটু আগেই ওর ঘরটাকে বন্য পশুর গুহার মত মনে হ'য়েছিল।

ততক্ষণে সিসিলিয়ার হ'য়ে গেল। জল ঢেলে নিজেকে ধুয়ে নিয়ে জোরে জোরে তোয়ালে ঘষতে লাগল। তারপর এগিয়ে এসে বলল, 'একটু সরে দাঁড়াও। চুল আঁচড়াবো।'

আমি একপাশে স'রে দাঁড়ালাম। শেল্ফ থেকে ও চুল আঁচড়াবার ব্রাশ নিল। ব্রাশটার কুঁচি অনেকটা উঠে গেছে। যে চিরুনীটা নিল সেটাও নোংরা দাঁড় ভাঙা। ও সজোরে চুল আঁচড়াতে লাগল। আমি বললাম—

'তোমার বাবা সত্যিই গুরুতর অসুস্থ। ডাক্তাররা ঠিকই বলেছেন।'

'তুমি কী বলতে চাইছো?' সিসিলিয়া জিজ্ঞেস করল।

'উনি বেশিদিন বাঁচবেন না', আমি বললাম।

হ্যাঁ জানি।

কীভাবে সংসার চালাবে?

সিসিলিয়া দ্রুত উত্তর দিল ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষতে ঘষতে, বরাবর যেভাবে চালিয়েছি।

কী করে?

আমাদের একটা দোকান আছে।

কই আমাকে তো আগে বলোনি।

তুমিও জিজ্ঞেস করোনি।

সেই দোকানটা কীসের?

ছাতা, সুটকেস, ব্যাগ চামড়ার জিনিসপত্র এসবের।

কে চালায়?

মা আর খুড়িমা।

কেমন লাভটাভ হয়?

সামান্য।

আমি পেছন থেকে সিসিলিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ওর পেছনে আমার পেট লাগছিল। ও এক পলক আমার দিকে তাকাল। ও এবার কালো পেন্সিল দিয়ে চোখের ভুরু আঁকতে লাগল।

'তুমি কখনো মৃত্যুর কথা ভাবো?' আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি বেশ জোরেই ওকে চেপে রইলাম। ও পেছনটা নাড়তে লাগল। বলল—'আমি কখনও এসব ভাবি না।'

তোমার বাবার এই মরণাপন্ন অবস্থা দেখেও নয়?

না।

তোমার মত অবস্থায় অন্য কেউ হ'লে নিশ্চয়ই ভাবত।

আমি খুব ভালো আছি; মৃত্যুর কথা ভাবতে যাবো কেন?

তোমার বাবা ভাবেন?

হ্যাঁ উনি ভাবেন।

উনি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

উনি কি জানেন উনি কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন?

না জানেন না।

তুমি কি ওঁর মৃত্যু সম্পর্কে ভাবো?

অসুস্থ হ'লেও উনি বেঁচে আছেন। ওঁর মৃত্যু সম্পর্কে আমি ভাবি না। যেদিন মারা যাবেন সেইদিন ভাববো।

হঠাৎ ওর পেছন থেকে স'রে এসে আমি বললাম—'জানো, আমি তোমাকে চাই।'

হ্যাঁ সেটা আমি বুঝি।

সিসিলিয়ার ততক্ষণে ভুরু আঁকা হ'য়ে গেছে। পেন্সিলটা সেল্‌ফে রেখে দিল। আমাকে দরজার দিকে ধাক্কা দিয়ে বলল—'এসো, মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে।'

সত্যি ওর মা ফিরে এসেছিল। আমরা প্যাসেজটা দিয়ে যাবার সময় তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক শুনতে পেলাম—'সিসিলিয়া—সিসিলিয়া।'

সিসিলিয়া সেই চীৎকারের দিকে ছুটল। পেছনে আমি। রান্নাঘরের দরজা খোলা। সিসিলিয়ার মা তখনও কোট ছাড়েনি। স্টোভের ওপর একটা পাত্রে চামচ দিয়ে নাড়ছে। রান্নাঘরটা অন্ধকার অন্ধকার ধোঁয়া ভর্তি তিনকোনা ঘর। ঘরটা নোংরা জিনিসপত্র এলোমেলো ছিটোনো। মেঝেয় একটা বেলচা মত কী পড়ে আছে। মার্বেল পাথরের টেবিলটার ওপর কাগজের ঠোঙা, বেসিনের ওপর ডাঁইকরা এঁটো প্লেট। সিসিলিয়ার দিকে না তাকিয়েই ওর মা

বলল—'ডিসগুলো ধুতে হবে।'

'সন্ধ্যে বেলা ধোব', 'সিসিলিয়া বলল, 'আজকেরগুলো আর গতকালেরগুলো।'

'আর তার আগের দিনেরগুলোও', ওর মা বলল, 'তুই প্রত্যেকদিনই এই এক কথা বলিস্। তারপর খাওয়ার মত একটা প্লেটও খুঁজে পাওয়া যায় না। সকালের খাবারের প্লেটগুলো আমি ধুয়েছি। দুপুরেরগুলো তোকে ধুতে হবে আমি দোকানে যাবো।'

'তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিই দিনো—আমার মা।' সিসিলিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল। সিসিলিয়ার মা আমাকে বলল—'ও প্রোফেসর মাফ করবেন, খুব আনন্দের কথা, মাফ করবেন—খুব আনন্দের কথা।' আমি তার সঙ্গে করমর্দন করার সময় সে বারবারই বলতে লাগল, 'খুব আনন্দের, মাফ করবেন।'

সিসিলিয়ার মাকে দেখলাম। বেঁটেখাটো মানুষটি! মুখটা বড় আর রঙ করা হলেও হাসিটি সুন্দর। গোল মুখ! একটু ছেলেমানুষি ভাব আছে। একটু ভাঙা ভাঙা গলায় বলল—'আমি জানতাম না প্রোফেসর এখানেই এসেছেন। সিসিলিয়া—প্রোফেসরকে বসার ঘরে নিয়ে যা। আমি রান্না দেখছি।'

প্যাসেজ দিয়ে যাবার সময় আমি সিসিলিয়াকে বললাম, 'তুমি আমাকে প্রোফেসর বলছো, দিনো বলছো, তুমি কি আমার পদবী জানো না?' সিসিলিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে বলল—'সত্যিই আমি জানি না। কোনদিন জিজ্ঞেসও করিনি। আচ্ছা তোমার পদবী কি?'

'দেখ', আমি বললাম, 'এখনও যখন জানো না—তখন আর না জানলেও চলবে। অন্য একসময় বলবো।'

'যেমন তোমার মর্জি।'

বসার ঘরে আমরা এলাম। আমি সিসিলিয়াকে বললাম, 'তোমার মা ঠিক তোমার মতই চেহারায়। কিন্তু তার চরিত্র কেমন?'

তুমি কী বলতে চাইছো?

উনি কেমন—ভালো অথবা মন্দ, শান্ত অথবা নার্ভাস, উদার অথবা সংকীর্ণমনা?

আমি সত্যিই জানি না। এসব নিয়ে আমি কোনদিন ভাবিনি। মা সাধারণ চরিত্রের মানুষ। মা আমার কাছে মা ব্যাস্।

'আর উনি?' রেডিওর পাশে আর্মচেয়ারে বসা ওর বাবাকে দেখিয়ে বললাম, 'তোমার মতে ওঁর চরিত্র কেমন?'

সিসিলিয়া এ প্রশ্নের কোন উত্তরই দিল না। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল। যেন আমি একটা নির্বোধ প্রশ্ন করেছি। হঠাৎ ভীষণ বিরক্ত বোধ করলাম।

সিসিলিয়ার হাত ধরলাম তারপর ঠিক ওর কানের কাছে বললাম, 'সিলিংএ ঐ ছ্যাদাটা কিসের?' ও সিলিং এর দিকে তাকাল যেন ছ্যাদাটা এই প্রথম দেখছে। বলল, 'ওটা একটা ছ্যাদা; কিছুদিন যাবৎ ঐ ছ্যাদাটা হ'য়েছে।'

তাহ'লে তুমি ছ্যাদাটা দেখতে পাচ্ছো।

কেন নয়?

তাহ'লে এটা কেমন যে তুমি বাবা মায়ের চরিত্র বোঝ না?

'একটা ছ্যাদা দেখা যায় কিন্তু চরিত্র দেখা যায় না। আর পাঁচটা মানুষের মতই আমার বাবা মা।'

ততক্ষণে আমরা ওর বাবার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। ওর বাবা অনড় একমনে রেডিও শুনছেন। আমি উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কেমন আছেন?'

উনি আর্মচেয়ারে লাফিয়ে উঠলেন। হতাশ ভঙ্গীতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর কিছু বললেন কিন্তু আমি বুঝলাম না। সিসিলিয়া সেই ফ্যাস্‌ফ্যাসে কণ্ঠস্বর বুঝতে পারল। বলল, 'উনি বলছেন অত চেঁচিয়ে কথা বলার দরকার নেই, উনি কালা নন।' ঠিক। আমারই ভুল। আমি ওঁকে বোবা আর কালা ভেবেছিলাম। বললাম—'আমি দুঃখিত। বলছিলাম আপনি এখন কেমন বোধ করছেন।' উনি জানালার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কিছু বললেন। সিসিলিয়া সেটা ব'লে দিল—'বাইরে শুক্‌নো গরম হাওয়া বইছে—এসব দিনে উনি ভালো থাকেন না।'

'আপনি দোকানে যান না কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম—'এই একঘেয়েমি থেকে বাঁচতেন—তাই না?'

উনি কথাটা না মেনে নেবার ভঙ্গী করলেন। তারপর নিজের গলা আর মুখ দেখিয়ে কিছু ব'লে গেলেন। সিসিলিয়া সেকথা ব'লে দিল, 'উনি বলছেন—উনি দোকানে যাবেন না, কারণ খদ্দেররা তাহ'লে ওঁকে এত চেহারা খারাপ হ'য়েছে দেখে নিরুৎসাহ বোধ করবে। বিক্রী কমে যাবে।'

'আপনার চিকিৎসা হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করলাম।

আবার উনি কথা বললেন। সিসিলিয়া ব'লে দিল—'এক্স-রে চিকিৎসা চলছে। বছর খানেকের মধ্যে ভালো হ'য়ে যাবেন আশা করছেন।' আমি সিসিলিয়ার দিকে তাকালাম। ওর বাবার এই দুঃখবহ কল্পনার প্রতিক্রিয়া ওর মনে কেমন হয় লক্ষ্য করবার জন্যে। কিন্তু সিসিলিয়ার গোল মুখে আর ভাবলেশহীন চোখে কিছুই লক্ষ্য করা গেল না। ঘরে সিলিংএ ছ্যাদার মত এটাই একটা অনুল্লেখযোগ্য ব্যাপার। অন্ততঃ ওর কাছে। পেছনে সিসিলিয়ার মার কণ্ঠস্বর শুনলাম—'রান্না হ'য়ে গেছে—আপনারা আসুন।'

আমরা টেবিলের ধারে বসলাম। সিসিলিয়ার মা কোন চাকরবাকর নেই

ব'লে মাফ চাইল। চিনেমাটির বাসনে লাল তেলতেলে স্প্যাঘেটি দেখে মনে হ'ল এটাও এই ফ্ল্যাটের মত। পুরোনো অবহেলিত। আমি নাক সিঁটকে কোনরকমে খেতে লাগলাম। সিসিলিয়া দেখলাম গোগ্রাসে গিলছে। সিসিলিয়ার মা একটু মদ ঢেলে দিল। মদটা খেয়ে দেখলাম টকে গেছে। আমি জল চাইলাম। জলটাও বিস্বাদ লাগল। খাদ্যের চেয়েও অপ্রীতিকর লাগছিল সিসিলিয়ার মা যে প্রসঙ্গ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিল। সে বোধহয় সিদ্ধান্তে এলো যে, আবহাওয়া, থিয়েটার ছাড়া যে বিষয়টা সম্পর্কে তার এবং আমার সমান উৎসাহ সেটা হ'ল ব্যালেস্ত্রিয়েরি। সিসিলিয়ার শিক্ষক হিসাবে উনি আমার পূর্বসূরী। যখন বেশী সেদ্ধ মাংস আর বাজে তেলে রান্নাকরা শাকসব্জী খাচ্ছি তখনই সিসিলিয়ার মা তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'প্রোফেসর আপনি নিশ্চয়ই প্রোফেসর ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে চিনতেন?'

উত্তর দেবার আগে আমি সিসিলিয়ার দিকে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকাল; কিন্তু অন্যমনস্কভঙ্গীতে। আমি বললাম—'হ্যাঁ আমি ওঁকে চিনতাম।'

'কী ভালো মানুষ, কী সুন্দর, বুদ্ধিমান। একজন সত্যিকারের শিল্পী। ভাবতে পারবেন না ওঁর মৃত্যুতে আমি কী বিচলিত হয়েছিলাম।' সিসিলিয়ার মা বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ।' আমি এমনি বললাম—'বয়েসও তেমন হয়নি।'

পঁয়ষট্টির মত হবে। দেখাত পঞ্চাশের মত। আমরা ওঁকে চিনতাম মাত্র দু'বছর হ'ল। অথচ মনে হত তিনি আমাদের বরাবরের চেনা। সত্যি বলতে কি উনি আমাদের পরিবারের একজন হ'য়ে গিয়েছিলেন। সিসিলিয়াকে এত স্নেহ করতেন, বলতেন নিজের মেয়ের মত।'

'বলা উচিত ছিল', আমি না হেসে শুধরে দিলাম, 'নাত্‌নির মত।'

'হ্যাঁ নাত্‌নির মত।' সিসিলিয়ার মা স্বীকার করল—'ভেবে দেখুন—সিসিলিয়াকে আঁকা শেখাবার জন্যে উনি এক পয়সাও নিতেন না। মূল্য দিয়ে শিল্প শেখা যায় না; উনি প্রায়ই একথা বলতেন। কী সত্যি কথা।'

'বোধহয়।' আমি মন্তব্য করলাম। বললাম, 'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, সিসিলিয়াকে শেখাতে গিয়েও আমি যেন কিছু না নিই।'

'না। আমি শুধু বলতে চাইছিলাম ব্যালেস্ত্রিয়েরি সিসিলিয়াকে ভীষণ ভালোবাসত। আপনার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম। সত্যি কথা বলতে কি বলা যায় সিসিলিয়ার ভালোবাসার জন্যেই উনি মারা গেলেন।'

আমার জিভের ডগায় প্রায় এসে গিয়েছিল, 'সত্যিই তাই।' কিন্তু বদলে বললাম, 'উনি কি প্রায়ই আসতেন?'

'প্রায়ই মানে? প্রায় প্রত্যেকদিন। আমাদের পরিবারেরই একজন হ'য়ে

গিয়েছিলেন। টেবিলে সব সময়ই ও'র জন্যে একটা জায়গা থাকত। কিন্তু উনি অবিবেচক ছিলেন না।'

তার মানে ?

মানে—উনি দোকানে কেনাকাটার ব্যাপারে সাহায্য করতেন এটা ওটা কিনতেন। কেক, মদ, ফুল এসব পাঠাতেন। উনি বলতেন—'আমার তো কোন সংসার নেই—এটাই এখন আমার সংসার। আপনারা আমাকে আপনাদের আত্মীয়ের মতই দেখবেন। বেচারা—স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা থাকতেন। একার জীবন।'

এসময় সিসিলিয়া বলল, 'প্রোফেসর আপনার প্লেটটা দিন, মা—তোমারটা দাও—বাবা তোমারটাও।' ও প্লেটগুলো নিয়ে গেল। এতক্ষণ সিসিলিয়ার বাবা ওর মা'র খেদোক্তি শুনছিলেন আর ভয়ার্ত চোখে আমাদের সকলের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এবার আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন। কিন্তু আমি তা বুঝলাম না। সিসিলিয়ার মা উঠে গেল নিঃশব্দে একটা নোটবই আর পেন্সিল এনে ভদ্রলোকের সামনে রেখে বলল, 'লেখো, প্রোফেসর তোমার কথা বুঝবেন না।'

কিন্তু—সিসিলিয়ার বাবা এক ঝটকায় নোটবই পেন্সিল মেঝেয় ফেলে দিলেন। ও'র স্ত্রী বলল—'আমরা ওর কথা বুঝি কিন্তু নতুন লোক বুঝতে পারে না। কতবার বলেছি লিখে দাও কিন্তু ও বলবে আমি বোবা নই। আপনার কী মনে হয় অন্যে যখন ওর কথা বোঝে না তখন লিখে দেওয়াই ভালো না ?'

তার স্বামী তার দিকে জ্বলন্তদৃষ্টিতে তাকাল। তারপর আবার আমাকে কী বলল। স্ত্রী দুঃখিত স্বরে বলল, 'ও বলছে ও ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে পছন্দ করত না।'

স্ত্রী দুঃখের সঙ্গে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কে জানে বেচারী ব্যালেস্ত্রিয়েরি ওর কী করেছিল ?' ভদ্রলোক আবার আমাকে কী বললেন। সিসিলিয়ার মা বলল, 'ও বলছে—ব্যালেস্ত্রিয়েরি এ বাড়িতে এসে মাতব্বরি করত।'

তার স্বামী এখন তার দিকে তাকিয়ে। মুখে চোখে দুঃসহ যন্ত্রণার চিহ্ন। তারপর প্রচণ্ড চেষ্টায় মুখ হাঁ করে আমাকে কিছু বললেন। সিসিলিয়া তখন ঘরে এসে ঢুকেছে। ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। ওর মা বলল, 'ও সব অদ্ভুত কথা বলছে। ও কী বলল বুঝতে পারলেন ?'

'না।' আমি বললাম।

আমার মনে হ'ল সিসিলিয়ার মা একটু ইতস্ততঃ করল ; তারপর বলল, 'ও বলছে ব্যালেস্ত্রিয়েরি আমার সঙ্গে অসভ্য কাজ করতে চেষ্টা করেছিল।' স্ত্রী কথাটা বলল স্বামীর দিকে তাকিয়ে। চোখেমুখে মিনতির চিহ্ন। আমি স্বামীর দিকে তাকালাম। দেখলাম স্ত্রীর চাউনিতে কাজ হ'য়েছে। ঘা-খাওয়া কুকুরের

মত স্বামীটি কেমন কুঁকড়ে গেছে। একটু স্বস্তির সঙ্গে সিসিলিয়ার মা বলতে লাগল, 'ব্যালেস্ত্রিয়েরি আমার প্রশংসা করতে ভালোবাসত—ও হ্যাঁ আমার সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কিও করত তাছাড়া আমার সঙ্গে ভালোবাসার ঢঙঢাঙ করত। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই।' তারপর যেন তার স্বামী সেখানে উপস্থিত নেই এইভাবে বলতে লাগল, 'আমার স্বামী খুব ভালো মানুষ। কিন্তু মস্তিষ্ক কেবলই কাজ আর কাজ করে একটা অদ্ভুত ভাবনায় এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত কেবলই কাজ ক'রে যায়।'

আমি তার স্বামীর দিকে তাকালাম। আহত, শান্তভাবে ব'সে আছেন। ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। উনি হঠাৎ ওরকম ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলেন দেখে আমার মনে হ'ল উনি বোধহয় সন্দেহ করেন ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে সিসিলিয়ার একটা গোপন সম্পর্ক ছিল। ঠিক পিতাপুত্রীর সম্পর্ক নয়। এই অভিযোগটাই বোধহয় উনি সোচ্চারে স্ত্রীর কানের কাছে বলেছিলেন। ওঁর স্ত্রীও সিসিলিয়ার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাইল যে স্বামী ঈর্ষাকাতর হ'য়ে পড়েছিলেন।

আমার এটা জানতে ইচ্ছে করছিল সিসিলিয়ার মা এটা করতে চাইছে কেন? আমি সিসিলিয়ার দিকে তাকালাম। সিসিলিয়ার সঙ্গে ব্যালেস্ত্রিয়েরির সম্পর্কে'র সুযোগ ওর মা নিয়েছিল। কিন্তু তবুও এটা জেনেও সিসিলিয়া সম্পর্কে আমি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না। সিসিলিয়া এমন একজন যে নাকি ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটা চলা ক'রে বেড়ায়। চারপাশে কী আছে, কারা আছে এ বিষয়ে সে অবহিত নয়।

লাঞ্চ খাওয়া শেষ হ'ল। আমরা ছোট লাল সবুজ আপেল খাচ্ছি তখনই সিসিলিয়ার বাবা হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঢাউস ট্রাউজার পরা এলোমেলো পা ফেলে উনি চলে গেলেন। একটু পরেই ওর শরীরের চেয়ে বড় একটা ওভারকোট আর ভুরু পর্যন্ত নেমে আসা একটা টুপী পরে দেখা দিলেন। জানালার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কিছু বললেন। ওঁর স্ত্রী বলল, 'ও বলছে—ও একটু বেড়াতে যাচ্ছে। আমাকেও ওর সঙ্গে যেতে হবে। একটু ঘুরে ফিরে আমরা সিনেমায় যাবো। ওখানে ওকে রেখে আমাকে চ'লে আসতে হবে। কারণ চারটের সময় আমাকে দোকান খুলতে হবে। আঃ প্রোফেসর একটা মানুষের এই অবস্থা—খুব কঠিন সহ্য করা।' স্বামী সম্পর্কে এরকম আরো দু'চারটে মন্তব্য করলেন। স্বামীটি তখনও দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। দেখতে লাগছিল কাকতাড়ুয়ার মত। সিসিলিয়াকে সাবধানে থাকতে বলল, বেরোবার সময় যেন দরজা জানালা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে যায় এসব কথাও বলল। তারপর স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দরজা বন্ধ হ'ল। তারপর নীরবতা।

সিসিলিয়া আর আমি একটু দূরত্ব রেখে একই জায়গায় ব'সে রইলাম। একটু পরে আমি বললাম, 'তাহ'লে এই তোমার বাবা মা—এ'রাই অভিযোগ করেছেন তুমি যেন প্রত্যেকদিন আমার কাছে না আসো।'

সিসিলিয়া উঠে দাঁড়াল। কোন কথা না ব'লে টেবিল সাফ করতে লাগল। অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়া সিসিলিয়ার ভঙ্গী। আমি ছাড়লাম না। বললাম, 'এইরকম তোমার বাবা মা কোন ঝামেলা করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।'

কেন? আমার বাবা মায়ের মধ্যে বিশেষ কী দেখলে?

বিশেষ কিছুই না। খুবই সাধারন।

কী বলতে চাও?

বলতে চাইছি ও'দের ভয়ানক ব'লে মনে হ'ল না।

কিন্তু এটা সত্যি। ও'রা অভিযোগ করেছেন।

হয়তো তোমার বাবা অভিযোগ করেছেন, মা না।

'মা নয় কেন?' সিসিলিয়া জানতে চাইল।

কারণ তোমার মা ব্যালেস্ত্রিয়েরি সম্বন্ধে জানত। যদি ব্যালেস্ত্রিয়েরির বেলা কোন অভিযোগ না করে থাকেন তাহ'লে আমার বেলা করবেন কেন?

আমি বলেছি—মা কিছুই জানত না।

বেশ তাহ'লে তোমার বাবা যা বললেন সেটা তোমার মা আমাকে ঘুরিয়ে বললেন কেন?

'কেন? কখন?' সিসিলিয়া একটু অবাক ভঙ্গীতে বলল।

'ভেবেছো আমি লক্ষ্য করিনি? তোমার বাবা বলেছিলেন—উনি ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে পছন্দ করতেন না কারণ সে তোমার সঙ্গে সংসর্গ করেছিল। কিন্তু তোমার মা ঘুরিয়ে বলল এই সম্পর্কটা তার সঙ্গে ছিল তোমার সঙ্গে নয়।'

ঠিক কি না?

সিসিলিয়া একটু ইতস্ততঃ করল। তারপর নির্দ্বিধায় বলল, 'হ্যাঁ ঠিক।'

তাহ'লে তোমার মা আমাকে ও ধরনের কথা বলল কেন?

'কারণ এটা সত্যি।' ও সহজভাবে উত্তর দিল।

কী সত্যি?

আমি নিজে ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে মা'র সঙ্গে সংসর্গ করতে বলেছিলাম। তাহ'লেই ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা মা বুঝতে পারবে না।

খুব সত্যি—বেশ কৌশলের কাজই করেছো। কিন্তু তোমার মা কি ব্যালেস্ত্রিয়েরির সংসর্গ করাকে বিশ্বাস করত।

নিশ্চয়ই করত।

কিন্তু তোমার বাবা—উনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন না?

না।

কেন ?

কারণ একদিন উনি আমাকে আর ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে দেখেছিলেন।

কী অবস্থায় ?

ব্যালেস্ত্রিয়েরি তখন আমাকে চুমু খাচ্ছিল।

উনি তোমার মাকে বলেন নি।

হ্যাঁ বলেছিলেন কিন্তু মা বিশ্বাস করেনি। কারণ ব্যালেস্ত্রিয়েরি নিয়মিত মা'র সঙ্গে সংসর্গ করত। কাজেই বাবাকে বলেছিল, 'তুমি ঈর্ষাকাতর তাই এসব ভাবছো।'

ব্যালেস্ত্রিয়েরি তারপরেও তোমাদের বাড়ি আসত।

'হ্যাঁ সে আসত। আমরা অবশ্য সাবধান হ'য়ে গিয়েছিলাম। বাবা প্রায় বিশ্বাস ক'রে ফেলেছিলেন যে উনি ভুল ভেবেছেন। তবু ব্যালেস্ত্রিয়েরি এখানে এলেই উনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন।'

টেবিলটা ততক্ষণে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে। সিসিলিয়া চেয়ারগুলো ঠিকঠাক ক'রে সাজিয়ে রাখছিল। আমার কাছে আসতেই ওকে হাত ধ'রে কাছে টানলাম কোন কথা না ব'লে অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে আমার হাঁটুর ওপর বসালাম। জিজ্ঞেস করলাম,

'তাড়াতাড়ি স্টুডিওতে যাবে।' লক্ষ্য করলাম ও একনজর ওর হাতঘড়ির দিকে তাকাল। বলল, 'একটা টেলিফোন আসার কথা।'

তা'তে কি।

এই টেলিফোনের ওপরই নির্ভর করছে আমি স্টুডিওতে যেতে পারবো কি না।

উনি কে তোমাকে টেলিফোন করবেন।

চিন্তিতমুখে আমাকে একটু দেখে নিয়ে বলল, 'একজন সিনেমার প্রোডিউসার। আমাকে দেখা করবার সময় জানাবে। যদি তাড়াতাড়ি দেখা করতে বলে তাহ'লে আমি তোমার ওখানে যেতে পারবো না।'

আমি নিশ্চিত বুঝলাম ও মিথ্যে কথা বলছে। বললাম, 'মিথ্যে বলছো কেন ? ঐ অভিনেতা ভদ্রলোকই তোমাকে ফোন করবে।'

কোন অভিনেতা ?

লুসিয়ানি।

'গতকালই ওর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে। আমরা দু'জনে একজন প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। লুসিয়ানির সঙ্গে প্রত্যেকদিন দেখা করতে হবে তার কোন মানে নেই।'

গতকালও কি একজন প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে ?

'সেই একই প্রোডিউসারের সঙ্গে। লুসিয়ানিই আমাকে পরিচয় করিয়ে

দিয়েছে। গতকাল প্রোডিউসার ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি। উনি জানিয়েছেন আজকে ফোন ক'রে জানাবেন কখন দেখা করবো।'

'ছাড়ো বাপু—' আমি বললাম, 'লুসিয়ানিই তোমাকে ফোন করবে। এটা স্বীকার করছো না কেন?'

স্বীকার করার কী আছে এতে—এটা সত্যি নয়।

ঠিক আছে, ফোন এলে আমি ধরবো।

'যেমন তোমার মর্জি।' ভেবে দেখলাম আমি ফোন ধরলে লুসিয়ানি হয়তো বলবে—সে প্রোডিউসার। প্রেমের ক্ষেত্রে এসব ভাঁওতা বেশ চলে।

একটু তিক্ততা মিশিয়ে বললাম, 'থাক তোমাকে আর পরীক্ষা দিতে হবে না। আমি শুধু একটা কথা জানতে চাইছিলাম।

কী কথা?

'আমাকে তোমায় ভালোবাসতে হবে না। আমাকে শুধু সত্যি কথাটা বলো। আজকে যদি লুসিয়ানির সঙ্গে তোমাকে দেখা করতে যেতেই হয় তাহ'লে আমাকে খুশী করবার জন্যে তুমি যাবে না।'

আমরা উভয়ের দিকে তাকালাম। শরীরে একটা নমনীয় ভঙ্গী ক'রে ও আমার গালে টোকা দিল। বলল, 'সত্যি কথাটা হচ্ছে আমি আজকে লুসিয়ানির সঙ্গে দেখা করতে যাবো না।'

এইভাবে সিসিলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বোঝাল যে ওর কাছে সত্যিমিথ্যে দু'টোই সমান। মূলতঃ সত্যিমিথ্যায় কোন পার্থক্য নেই। হঠাৎ প্যাসেজের দিক থেকে টেলিফোনের রিং-এর শব্দ হ'ল। সিসিলিয়া আমার হাঁটু ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, 'টেলিফোন!'

দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি পেছনে পেছনে গেলাম।

টেলিফোনটা প্যাসেজের শেষপ্রান্তে একটা অন্ধকার কোণায় সেলফে রাখা। রিসিভারটা তুলেই সিসিলিয়া ব'লে উঠল, 'শুভদিন।' আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। হঠাৎ সিসিলিয়া ঘুরে আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ফোনে কথাবার্তা চলল। লক্ষ্য করলাম সিসিলিয়া 'হ্যাঁ' 'না' অথবা অর্থহীন কয়েকটা শব্দ ক'রে চলেছে। আমার কেমন দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল ফোনের অপরপ্রান্তে রয়েছে সেই অভিনেতা। সিসিলিয়া ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করছে। এইভাবে সিসিলিয়া আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হচ্ছে। ঠিক একই সময় আমি প্রচণ্ডভাবে ওকে কামনা করলাম। আমার কাছে মিথ্যে ব'লে আমাকে এড়াতে গিয়ে ও আমার কাছে বাস্তব আর আকর্ষণীয়া হ'য়ে উঠছে। ও টেলিফোনে ওর প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলছে এই মুহূর্তে এই অবস্থায় আমি যদি ওর সঙ্গে সংসর্গ করি তাহ'লে ওর সঙ্গে একটা বাস্তব সম্পর্কে আসতে পারব। আমি ঠিক ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম যেমন একটু আগে বাথরুমে করেছিলাম। আমার পেটে ওর

নিতম্ব ঘষার সামান্য নমুনা পেলাম। বুঝলাম এ অবস্থায় ওকে জড়িয়ে ধরা অসুবিধাজনক তবু এই অসুবিধাজনক ও অস্বাভাবিক আলিঙ্গনকে ও মেনে নেবে না, ও চাইবে মিথ্যে আত্মসমর্পনের মধ্যে দিয়ে ও আমাকে প্রলুব্ধ করবে। অথচ সত্যিকারের আত্মসমর্পন করবে যার সঙ্গে ও কথা বলছে তার কাছে। ক্রোধে আর কামনায় আমি ওকে পেছন থেকে চাপ দিতে লাগলাম। যখনই মনে হ'ল ব্যালেস্ত্রিয়েরিও ঠিক এইভাবে ওর সঙ্গে রান্নাঘরে সংসর্গ করেছিল— হয়তো এই একই অনুভূতি নিয়ে—আমি হঠাৎ স'রে এলাম। সিসিলিয়া বুঝল যে ওর সঙ্গে 'গা' লাগিয়ে আমি পেছনে দাঁড়িয়ে নেই ও ঘাড় ফিরিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। ও ওর হাতটা দিয়ে পেছনে আমাকে ধরল। আমি ধরতে দিলাম। দেয়ালে হেলান দিয়ে রইলাম। বুকের ওপর মুখ ঝুঁকিয়ে রইলাম। মনে একটু অস্থির ভাব তখন। শেষ পর্যন্ত সিসিলিয়া বলল, 'আচ্ছা বিদায়—শিগগিরই দেখা হবে।' ফোন নামিয়ে রেখে ও আমাকে ধরা অবস্থায় চিন্তিত মুখে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমি দুঃখিত' তোমার স্টুডিওতে আজকে যেতে পারবো না। আধ ঘন্টার মধ্যে চিত্রপ্রযোজকের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

'ঠিক আছে, আমি এখুনি চ'লে যাচ্ছি।' বললাম।

'একটুখানি অপেক্ষা কর, আমার সঙ্গে এসো।'

সিসিলিয়া আমার সামনে সামনে হেঁটে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল। ও প্রথমে ঘরে ঢুকল। আমি ঘরে ঢুকতেই ও দরজা বন্ধ ক'রে দিল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি এখন—এখানে—মানে আমাদের তাড়াতাড়ি সারতে হবে। কারণ সত্যি আমার হাতে সময় নেই।' প্রস্তাবটা মনে হ'ল একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক আর বিদ্রুপাত্মক। আবার আমি ওর জন্যে কামনা বোধ করলাম। মনে হ'ল এই কামনার কোনদিন নিবৃত্তি হবে না। এর কারণ ওর সবসময় উদ্গ্রীব শরীর বা বাধ্যতা নয় কিন্তু সমগ্রভাবে সিসিলিয়াকে কামনা। যাহোক আমি বললাম, 'ওসব আমি ভাবছিনা—আর তাড়াতাড়ি কিছু করতে আমার ভালো লাগে না।'

তাড়াতাড়ির কিছু নেই। কিন্তু এটা ঠিক তারপরেই আমাকে ছুটতে হবে।

না আমি ব্যালেস্ত্রিয়েরির মত নই। আমি বললাম।

ব্যালেস্ত্রিয়েরির কথা উঠছে কী ক'রে?

ব্যালেস্ত্রিয়েরির কথা যখন উঠল তখন তোমাকে একটা কথা বলতে হবে—

কী কথা?

সেই যে রান্নাঘরে সংসর্গের কথা বলেছিলে তার একটু আগে কি তোমাদের মধ্যে ঝগড়া ঝাটি হ'য়েছিল?

কী ক'রে মনে করব ? অনেক দিনের কথা।

মনে করতে চেষ্টা কর।

ও হ্যাঁ—আমাদের মধ্যে একটু তর্কাতর্কি হ'য়েছিল। ব্যালেস্ত্রিয়েরি এত ঘ্যানর ঘ্যানর করতো। সবসময় সব কিছু জানতে চাইত।

সব কিছু ?

হ্যাঁ সব কিছু—কার সঙ্গে দেখা করলাম, কোথায় গেলাম, কী করলাম ?

আর সেই সময় এরকম তর্কাতর্কি হ'য়েছিল ?

হ্যাঁ আমাদের মধ্যে তাই হ'য়েছিল।

বরাবর যেভাবে শেষ হয়।

কী বলতে চাইছো ?

একসময় আমি সে সব প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম। কোন কথাই বলতাম না। তারপর ও সংসর্গ করতে চাইত।

'ঠিক আমার মত !' আমি বিস্ময়ের সুরে না ব'লে পারলাম না।

না তুমি ঠিক উল্টো। তুমি সংসর্গ চাও না। এসো তাহ'লে—।

লোভ দেখানোর ভঙ্গীতে সিসিলিয়া আমার দিকে তাকাল। ও যেন ঋণ শোধ করতে চাইল যাতে আমি এসব নিয়ে আর না ভাবি। আমার বলতে ইচ্ছে হ'ল 'ব্যালেস্ত্রিয়েরির মত কিছু করতে আমি চাই না।' সে কথা না ব'লে 'ওর গলায় চুমু খেয়ে বললাম, 'কালকে আমরা স্টুডিওতে করবো নির্ঝঞ্ঝাটে।' একটু নৈরাশ্যের ভঙ্গীতে সিসিলিয়া মাথা নাড়ল। ও গিয়ে ওয়ারড্রোব খুলল। একটা পার্শেল মত বের করল। টিসু কাগজ খুলে ফেলে ব্যাগটা দেখিয়ে বলল —'দেখছো—আমি তোমার ব্যাগটা ব্যবহার করছি।'

আমরা ঘর ছেড়ে বাইরে এলাম। তারপর ফ্ল্যাটের বাইরে। সিসিলিয়া আমার সামনে সামনে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল। আমি ভাবতে লাগলাম যদিও প্রায় অতিমানবিক ব্যাপার তবু একটু আগে সংসর্গের প্রচণ্ড লোভ ত্যাগ করেছি। ব্যালেস্ত্রিয়েরি আমার আগে যা করেছে আমি অন্ততঃ সেটা করিনি। সিসিলিয়ার প্রতি আমাদের দু'জনের কামনার চেহারাই এক। তবু অন্ততঃ এক্ষেত্রে ব্যালেস্ত্রিয়েরির মত আচরণ করিনি। তবু কেমন যেন মনে হ'ল ব্যালেস্ত্রিয়েরি যে রাস্তা ধ'রে তিক্ততায় শেষ হ'য়ে গিয়েছে সেই পথে আমি আমাকে নিবৃত্ত করতে পারবো না।

প্রবেশ মুখের হলঘরে পোঁছে অভদ্রভাবে বললাম—'তাহ'লে বিদায়।'

ও যেন আমার বলার ভঙ্গী আর গলার স্বর শুনে অবাক হ'ল—'কেন ? তুমি আমার সঙ্গে যাবে না ?'

কোথায় ?

আগেই তো বলেছি সেই প্রযোজক ভদ্রলোকের কাছে।

বেশ এসো।

সমস্ত রাস্তা আমি কিছু বললাম না।

ফিল্ম কোম্পানীর দোরগোড়ায় আমি গাড়ি থামালাম। লক্ষ্য করলাম সিসিলিয়া প্রবেশপথের অন্ধকার হলঘরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। সেই ক্লান্তভঙ্গীতে শরীর দুলিয়ে হেঁটে গেল ও। বোঝাই যাচ্ছে ফিল্ম প্রযোজকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটা সত্যি। কিন্তু সেই অভিনেতা হয়তো এই অফিসেই সিসিলিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে অথবা পরে ওর বাড়িতে সিসিলিয়া দেখা করবে। সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি সে আমি এক্ষুণি অফিসে ওকে অনুসরণ করলেই জানতে পারি বা ও আসা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করলেই জানতে পারি। ওর ব্যাপারে আমি ঈর্ষাকাতর। তাই ওকে অনুসরণ করতে আমার আত্মসম্মানে বাঁধল। আমি চ'লে এলাম। কিন্তু বুঝলাম আজ হোক কাল হোক সিসিলিয়ার পিছু ধাওয়া করতেই হবে। এ থেকে আমার মুক্তি নেই।

এখন যে ঘটনা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা নিছক ঈর্ষাকাতরতার কাহিনী। তবে শুধুমাত্র ঈর্ষাকাতরতাও নয়। প্রেমিকার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা। প্রেমিকাকে লাভ করার আপ্রাণ চেষ্টা, কল্পনাবিলাসের শিকার হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ঈর্ষামিশ্রিত কোন অপরাধ ক'রে ফেলা—ঈর্ষাকাতর প্রেমিকের ক্ষেত্রে এসব ঘটে। অন্য দিকে আমি দুঃখ পেয়েছি সিসিলিয়াকে ভালোবেসে। আমি যে ওর ওপর গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম তার কারণ আমি নিশ্চিত হ'তে চাইলাম যে ও আমাকে প্রবঞ্চনা করছে। ওকে এ জন্যে শাস্তি দেওয়ার বা বাধা দেওয়ার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না। আমি ওর কাছ থেকে আর আমার ভালোবাসা থেকে মুক্তি চাইছিলাম। এটা সম্ভব ছিল সিসিলিয়ার মোহ আর রহস্যময়তাকে ধ্বংস ক'রেই। ওকে একেবারে সাধারণ আর তুচ্ছ করতে চাইলাম।

প্রথমেই টেলিফোনটাকে ব্যবহার করলাম! সিসিলিয়া প্রতি সকাল দশটার সময় আমাকে ফোন করত। প্রথম প্রথম ও এমনি ফোন করত। পরে ও কম আসতে লাগল। ও যে প্রতিদিন আসার কথা দিয়েছিল সেটা অবাস্তব হ'য়ে দাঁড়াল। কাজেই আমাদের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রতিদিন ফোন করাটা প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়াল। ফোন ক'রেই ও আমাদের দেখা সাক্ষাতের দিন ও সময় ঠিক করত। বেলা দশটার জায়গায় ও এখন বারোটার সময় ফোন করতে লাগল। এর কারণ হিসেবে ও বলল অন্য একজনও এই ফোনের অংশীদার। সে নাকি সারা সকাল ফোন করে। কাজেই ওকে বেলায় ফোন করতে হয়। আমি কিন্তু নিশ্চিত হলাম ও সকালে সেই অভিনেতা লুসিয়ানিকে ফোন করে ওর সঙ্গে সব ব্যবস্থা পাকা ক'রে তারপর আমাকে ফোন করে।

সেই অভিনেতা লুসিয়ানির ফোন নম্বর টেলিফোনের বইতে পেলাম না। তবে একটা ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে ফোন নাম্বার জোগাড় করলাম। বারোটা বাজার পনেরো মিনিট আগে প্রথমে সিসিলিয়াকে ফোন করতাম। লাইন এনগেজ্‌ড্‌। তক্ষুণি অভিনেতা লুসিয়ানিকে ফোন করতাম। তার লাইনেও সে কথা বলছে—এনগেজ্‌ড্‌। একটু পরেই আমার টেলিফোন বেজে উঠত। লাইনের ওপারে সিসিলিয়ার শান্ত কণ্ঠস্বর। অবস্থা বুঝে ও বলত সেদিন দেখা হবে কি না।

সিসিলিয়ার ওপর নজর রাখতে ফোনটাকে কাজে লাগাতাম। দিনের বিভিন্ন সময়ে ওকে ফোন করতাম। হয় কাউকেই পেতাম না নয়তো ওর মাকে পেতাম। আমি কথাবার্তা বলতাম। ওর মার বকবকানি শুনতাম। এই ক'রে আমি আমার যা জানার জেনে নিতাম। এইভাবে আমি জানলাম—সিসিলিয়া সেই অভিনেতার সঙ্গে সম্পর্কটা মা বাবাকে প্রয়োজনীয় ব'লে বুঝিয়েছে ঠিক যেভাবে ব্যালেস্ত্রিয়েরি বা আমার সঙ্গে সম্পর্কটা বোঝাত। ও অভিনেতাটির সঙ্গে দেখা করতে যায় কারণ ও তাকে সিনেমায় নামবার সুযোগ ক'রে দেবে। এইভাবে ও ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে বা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত ছবি আঁকা শেখার নাম ক'রে। ছবি আঁকা শেখা কয়েক ঘণ্টার কাজ। কিন্তু ফিল্ম জগতের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পুরো দিন লাগে। এইভাবে আমার মনে হ'ল সিসিলিয়া ঐ অভিনেতা ভদ্রলোকের সঙ্গে বোধহয় দিনে দু'তিনবার দেখা করে। কখনো সকালে, বিকেলে আর সন্ধ্যেবেলা যখন দু'জনে ডিনার খায়, সিনেমা দেখে। ওর মা বেশ উদ্বিগ্ন স্বরেই আমাকে ফিল্মের জগৎ সম্পর্ক জিজ্ঞেস করে। এ লাইনের কুখ্যাতি তো আছে। সিসিলিয়ার ওপর নীতিহীন এই জগতের কোন প্রভাব পড়বে না তো। অথবা আমাকে বিশ্বাস ক'রেই জিজ্ঞেস করে সিনেমায় নামবার মত গুণ সিসিলিয়ার আছে কিনা।

আমি এখন প্রায় সারাটা দিন টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে থাকি। কখন সিসিলিয়া ফোন করে অথবা আমি কখন ওকে ফোনে পাবো এই চিন্তায় আমার সময় কাটে। মাঝে মাঝে ফোন করি কাউকেই পাইনা। হয়তো ফোনে সিসিলিয়ার বাবার ফ্যাসফেসে গলা শুনি। কখনো ওর মা'র অসহ্য বকবকানি শুনি। অবশ্য এতে সিসিলিয়ার সারাদিনের গতিবিধির খোঁজ পাই।

সিসিলিয়াকে অবশেষে ফোনে পাই। কিন্তু কথা ব'লে আমার তৃপ্তি হয় না। নিজেকে কেমন উপেক্ষিত মনে হয়—ক্রুদ্ধও হই এইজন্যে। এটা আমার মধ্যে কামনার ইন্ধন যোগায়। সিসিলিয়া আমার স্টুডিও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। পোষাক খোলার অবকাশও দিই না। একটা পুরুষ সুলভ মনোভাব অনুভব করি—দ্রুত ওকে অধিকার করতে পেরেছি। একটু পরেই আমি আমার ভুল বুঝতে পারি। সিসিলিয়া আমার কাছে আরো

মোহময়ী হ'য়ে ওঠে।

সিসিলিয়ার পেছনে আমি যে গোয়েন্দাগিরি করতাম তার পেছনের কারণ একটা তুচ্ছ ঘটনা।

একদিনই সকালে টেলিফোন করতে গিয়ে দেখি অভিনেতা লুসিয়ানি আর সিসিলিয়া দুজনের ফোনই এনগেজ্‌ড। যখন সিসিলিয়া আমাকে ফোন করল আমি সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি কা'কে ফোন করছিলে? প্রায় কুড়ি মিনিট তোমার ফোনে এনগেজড্‌ পাচ্ছিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক গলায় বলল—'আমি জিয়ান্নাকে ফোন করছিলাম।'

জিয়ান্না সিসিলিয়ার বান্ধবী। ওর পদবীটা আমি জানতাম। আমি তাড়াতাড়ি ফোন ছেড়ে দিয়ে ফোনের বই থেকে জিয়ান্নার ফোন নাম্বার বের করলাম। সিসিলিয়াকে এবার বাগে পেয়েছি। জিয়ান্নার নাম্বার ডায়াল করলাম। একজন বয়স্কা মহিলার কণ্ঠস্বর শুনলাম হয়তো জিয়ান্নার মা। বললাম, 'শ্রীমতি জিয়ান্না আছেন?'

ও বেরিয়ে গেছে।

কতক্ষণ?

ও প্রায় ঘণ্টাখানেক হ'ল। আপনি কে?

আমি রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। আবার সিসিলিয়াকে ফোন করলাম। ওর গলা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি চড়াস্বরে বললাম, 'তুমি আমাকে মিথ্যে বলেছো।'

কী বলতে চাইছে?

তুমি বলেছিলে জিয়ান্না তোমাকে কয়েক মিনিট আগে ফোন করেছিল। আমি এইমাত্র ওখানে ফোন করেছিলাম। ওরা বলল জিয়ান্না ঘণ্টাখানেক হ'ল বেরিয়ে গেছে।

তা'তে কী হ'ল। জিয়ান্না আমাকে বাইরে থেকে ফোন করেছিল। পাবলিক টেলিফোন থেকে।

তাহ'লে বর্তমান ক্লান্তিকর অবস্থায় আমি স্বচ্ছলভাবে কিছু ভাবতে পারছি না। ভেবেছিলাম সিসিলিয়াকে ফাঁদ ফেলেছি। দেখলাম ও সহজেই ফাঁদ থেকে বেরিয়ে গেল। আমি বললাম, 'দুঃখিত। কিছুদিন হ'ল আমি সবকিছু ভালোভাবে বুঝতে পারছি না।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' সিসিলিয়া বলল।

খুব সামান্য ঘটনা তবু বুঝলাম আমি আর আমার ক্লান্ত জটপাকানো মনটাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। স্থির করলাম সিসিলিয়ার ওপর গোয়েন্দাগিরি করবো। টেলিফোনে নয়—চোখের সামনে থেকে। প্রথমে ব্যাপারটা খুব সহজ মনে হ'য়েছিল কিন্তু পরে দেখলাম ব্যাপরটা তত সহজ নয়।

ভাবলাম ওর বাড়ির খুব কাছ থেকে ওকে ফোন করবো। নিশ্চিত হবো ও বাড়িতে আছে। তারপর ওদের বাড়ির সামনে কোথাও অপেক্ষা করবো। তারপর ও যখন বেরিয়ে আসবে—বেলা তিনটে নাগাদ ও সাধারণতঃ বেরোয়। এ সময়ই ও অভিনেতাটির সঙ্গে দেখা করতে যায়। আমি ওকে অনুসরণ করবো ঐ অভিনেতা লুসিয়ানির বাড়ি অব্দি। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য রাখবো। ও বেরিয়ে আশা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো। ও বেরিয়ে এলেই ওকে থামাবো। অবশ্য ঠিক ঐ অবস্থায় ঐ মুহূর্তে ও নির্ঘাত মিথ্যে বলবে অথবা সত্যি কথার সামান্যতম অংশটুকু বলবে যাতে ওকে দোষী না করা যায়। কিন্তু ওকে চমকে দেওয়া যাবে আর ওর স্বৈরিনীবৃত্তিটা ধরা পড়বে। এইভাবে ওকে সত্য কথা বলতে বাধ্য করবো। আমি বিশ্বাস করলাম—সিসিলিয়াকে এইভাবে আমার দৃষ্টিতে নামিয়ে আনতে পারলেই ওর মোহ থেকে আমার মুক্তি সম্ভব হবে।

আমি লক্ষ্য করেছিলাম—সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের উল্টোদিকে একটা মদের দোকান আছে।

একদিন বিকেলে ঐ দোকানটার সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম। দোকানটার ভেতরে ঢুকে সিসিলিয়াকে ফোন করলাম। ওকে বলার কিছুই ছিল না কারণ সকালেই ফোনে একদফা কথা হ'য়েছে। স্থির হয়ে গেছে ও পরের দিন আমার কাছে আসবে। আর কী ওকে এখন বলা যায়? শেষে ঠিক করলাম সেই দিনই ওকে স্টুডিওতে আসতে বলবো। আরো স্থির করলাম ও যদি তাই আসতে চায় তাহ'লে ওর ওপর নজর রাখা চিরদিনের জন্যে ছেড়ে দেব।

টেলিফোন অনেকক্ষণ বেজে চলল। তারপর সিসিলিয়ার কণ্ঠস্বর ভেসে এল—স্বাভাবিক সাদামাটা গলা, 'তুমি? কী ব্যাপার?'

ভেবে দেখলাম, আজকেই তোমার সঙ্গে দেখা হ'লে ভালো হয়।

আজকে অসম্ভব।

অসম্ভব কেন?

কারণ আমি পারবো না।

তুমি কি আজকেও ঐ ফিল্‌ম প্রোডিউসারের সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

ও চুপ ক'রে রইল। আমি ফোন ধ'রে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আশা হয়তো ওর এই ছলনার জন্যে আমাকে কোন সান্ত্বনার বাক্য শোনাবে। কিন্তু সিসিলিয়ার কল্পনাশক্তি বরাবরই কম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথা ও বলে না। অনেকক্ষণ নীরবতার পর ও বলল, 'তাহ'লে, কালকে পর্যন্ত বিদায়।'

আমি মদের দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর দুটো বাড়ির ব্লক

পেরিয়ে ঠিক সিসিলিয়াদের বাড়ির দোরগোড়ায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। জীবনে এই প্রথম কারো ওপর গোয়েন্দাগিরি করছি। আমার কেমন মনে হ'য়েছিল ব্যাপারটা সহজ। কিন্তু ক্রমে বুঝেছিলাম পুলিশের গোয়েন্দাগিঁরি, বা সন্দেহবাতিক মহিলাদের গোয়েন্দাগিরি বা ছেলেছোকরাদের চাবির ছিদ্রের মধ্যে দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দাগিরি এসবের সঙ্গে আমার একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপারে গোয়েন্দাগিরি সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। দশ মিনিট না কাটতেই বুঝলাম এর চেয়ে স্টুডিওতে ব'সে আমার সন্দেহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করা অনেক সহজ ছিল। সিসিলিয়া কখন বেরোবে আমি জানি না। তাই এই অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকাটা পীড়াদায়ক হ'য়ে দাঁড়াল যেন একটা তীক্ষ্ম সুর ওপরের দিকে উঠে চলেছে তো চলেছেই, অথবা একটা একঘেয়ে ব্যথা বেড়েই চলেছে।

প্রথম দশ মিনিট শান্তভাবেই কাটালাম। জানতাম সিসিলিয়া তিনটের আগে বেরোবে না। দশ মিনিট কাটল। আরো দশ মিনিট ওকে দিলাম। তারপর ঠিক করলাম আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করবো। ভেবে পাচ্ছিলাম না—ও বাড়িতে কিসের জন্যে আটকা পড়ল। প্রথম তিরিশ মিনিটের তুলনায় পরের দশ মিনিট বেশ কষ্টে কাটাল। আশা করছিলাম সিসিলিয়া এক্ষুণি বোরোবে। কিন্তু তা হ'ল না। পরের সময়টায় আমি নিজেকে বোঝালাম অলৌকিক একটা কিছু ঘটবে। নিশ্চয়ই সিসিলিয়া আসবে। ঠিক করলাম আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করবো। তার মানে এক ঘণ্টা হ'ল। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পক্ষে যথেষ্ট সময়। কিন্তু ও বেরোল না। আরো দশ মিনিট অপেক্ষা করার জন্যে তৈরী হলাম। আস্তে আস্তে অনুভব করলাম আমার মন আমার মনে নেই। আমি একা। শুধু হাতের ঘড়িটা রয়েছে আর সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের দরজাটা। তিন মিনিটের বেশী ঘড়িতে চোখ রাখছিলাম না। পাছে ঐ সময়টুকুর মধ্যে সিসিলিয়া বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যায়। দরজার দিকে এক নাগাড়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এটা আমার কাছে অসহ্য ঠেকল। কাজেই বারবার ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলাম। দেখলাম সময় খুব ধীরে ধীরে কাটছে।

এইভাবে একঘণ্টার পরে দশ মিনিট, তার পরেও আবো দশ মিনিট অপেক্ষা করলাম। চারটে বেজে গেল। জানতাম এসময় সিসিলিয়ার মা দোকানে যায়। সাড়ে চারটের সময় দোকান খোলা হয়। হয়তো সিসিলিয়া ওর মা'র বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাড়ে চারটের সময় যেন আমার শরীরের মাংসপেশী আমার নিজের অজানতেই একটা ধাক্কা দিল। কোন কিছু না ভেবেই আমি আমার গাড়িটা চালিয়ে দিলাম। বেশীদূর গেলাম না। মদের দোকানটা থেকে সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটে ফোন করলাম। একটু অনিশ্চিত সুরে সিসিলিয়ার মা বলল, 'ও

বোধহয় বেরিয়ে গেছে। আমি রান্নাঘরে ছিলাম! ওকে দেখিনি। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় বেরিয়ে গেছে। আমি দ্রুত দোকানটা থেকে বেরিয়ে এলাম। ধারে কাছে সব কটা রাস্তাতেই গাড়ি নিয়ে ঘুরলাম। যে বাস স্টপে সিসিলিয়া বাস ধরে সেখানেও দেখলাম। কিন্তু ওকে পেলাম না। হয়তো আবার ফিরে গেছে ফ্ল্যাটে। টেলিফোনে পরীক্ষা করার ইচ্ছে করল না। কাজেই স্থির করলাম লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করবো। ঐ ফ্ল্যাটটা ভিয়া আর্কিসিডিতে। সরু গলির ধারে। জায়গাটা কয়েকদিন আগেই আমি ভালো ক'রে দেখে গেছি সিসিলিয়ার ওপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে নয়। এমনি সিসিলিয়া কোন ফ্ল্যাটে যায় সেটা জানতে? মনে পড়ল ঐ অভিনেতা লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের ঠিক মুখোমুখি একটা মদের দোকান আছে। ওখান থেকে লক্ষ্য রাখা সহজ হবে। আমি ওখানে গেলাম। দেখলাম আমার ভুল হয়নি। দোকানটার জানালার কাছে কয়েকটা টেবিল রয়েছে। ওখান থেকে বোতল আর মিষ্টির বাক্সর মধ্যে দিয়ে বেশ ভালোভাবেই নিজেকে লুকিয়ে উল্টোদিকের লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের দরজার দিকে নজর রাখা চলে।

আমি বসলাম। কফি দিতে বলে গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। এমন একটা কাজ—জঘন্য লাগছিল। লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের দরজাটা কালো পাথরের ফ্রেমে বাঁধানো। লক্ষ্য করলাম দোকানের জানালায় একটা হুইস্কির বোতল প্রচারের জন্যে রাখা রয়েছে। বোতলটা লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের দরজার প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে। সিসিলিয়া অর্দ্ধেক না দেখতে পাওয়া দরজা দিয়ে বাইরে চলে আসতে পারে আমার অগোচরে। চেয়ারটা সরিয়ে বসলাম। এবার একটা বিস্কুটের বাক্সের আড়ালে পড়ে গেল সম্পূর্ণ দরজাটা। নিজেই বোতলটা সরিয়ে রাখবো কিনা ভাবলাম। কিন্তু এটা করতে গেলে দোকানদারের সন্দেহের কারণ হ'তে পারে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম ঐ বোতলটা কিনে ফেলে বাধা মুক্ত হব। দোকানদারকে ডেকে বললাম, 'ঐ বোতলটা আমার চাই।'

গোঁফওয়ালা বৈশিষ্ট্যহীন চেহারার দোকানদার এগিয়ে এল। বলল, 'ঐ ক্যানাডিয়ান হুইস্কির বোতলটা?'

হ্যাঁ ওটাই।

লোকটা ঝুঁকে আলগোছে বোতলটা তুলে নিল। কাছেই রাখা অন্য একটা বোতল ওখানে রাখতে যাবে আমি দ্রুত হুকুমের ভঙ্গীতে ব'লে উঠলাম, 'ওটা দেখি।'

একটু অবাক হ'ল লোকটা। বোতলটা আমার হাতে দিল। আমি ধীরে সুস্থে বোতলটা পরীক্ষা করতে লাগলাম। ভাগ্যি ভাল তখনই একজন খদ্দের দোকানদারটিকে কিছু দিতে বলল। লোকটা আমাকে ছেড়ে কাউণ্টারের পেছনে

চলে গেল। ঐ জায়গাটায় অন্য নতুন বোতল রাখবার ফুরসৎ পেল না।
এবার আমি স্পষ্ট পুরো দরজাটাই দেখতে পেলাম।

ভেবে দেখলাম সিসিলিয়া হয়তো বাস ধরেছে। জানি ওর কাছে টাকা পয়সা নেই। কোথাও যাবার কথা থাকলেও তাড়াতাড়ি সব কিছু করে। তাহ'লে ও বাসই ধরেছে। অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করছে আমার টেলিফোন করবার সময় ও যদি বেরিয়ে থাকে। আর যদি ও লুসিয়ানির কাছে এসে থাকে তার ওপর। এই দু'টোই আমার কাছে ঠিক ব'লে মনে হ'ল। কাজেই দরজার দিকে নজর রাখলাম। মিনিট কুড়ি কাটল। হঠাৎ দেখি সবুজ ওভারকোট পরা একটি লোক। লোকটার পেছন দেখে মনে হ'ল আমার পরিচিত। লোকটার চওড়া কাঁধ দেখেই বুঝলাম—এই সেই অভিনেতা লুসিয়ানি। দরজা দিয়ে লুসিয়ানি অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

এবার আমার নজরদারী সবে শুরু হ'ল। হয়তো সিসিলিয়া এতক্ষণে এসে ওর ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছে—অথবা ও এখনো আসেই নি। স্থির নিশ্চয় হ'তে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে ভগবান জানে।

সিসিলিয়ার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করার চেয়ে এখানে অপেক্ষা করা অনেকবেশী কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়াল। ওখানে অপেক্ষা করছিলাম শূন্যমনে। হয়তো তখন সিসিলিয়া খাচ্ছিল বা পোষাক পরছিল বা মা'র সঙ্গে গল্প করছিল। সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এখানে আমি অপেক্ষা করছি ও কখন ভালোবাসার খেলা শেষ করবে তার জন্যে। কী ঘটছে ঐ অভিনেতার ফ্ল্যাটে কল্পনা ক'রে নিতে অসুবিধে নেই। এখন সিসিলিয়া ওর সোয়েটার খুলে ফেলল। এখন ও উলঙ্গ হ'ল। এখন ও বিছানায় গিয়ে শুল। এখন ও ওর পেট উঁচিয়ে প্রথম চরমানন্দ লাভ করল। এখন ও ক্লান্ত হ'য়ে শুয়ে আছে। এইসব কল্পনা আমার মনে এই বোধটাই জাগাল যে আমি সিসিলিয়াকে কখনো সম্পূর্ণরূপে পাইনি। ওকে সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি এটা ভেবে আমি নিজেই নিজেকে প্রবঞ্চনা করেছি। যা পেয়েছি সেটা ওর দেহমাত্র আর সেই দেহও আজ লুসিয়ানির বাহুবন্ধনে।

এ ছাড়া—সিসিলিয়ার প্রতি আমার মোহ বরং বেড়েই গেল। কিন্তু সঠিক জানিনা ও লুসিয়ানির ফ্ল্যাটেই আছে কিনা। হয়তো ওদের দু'জনের আজকে দেখা হবার কথা নয়। যেমন ঈর্ষাকাতর প্রেমিকেরা সামান্য মিথ্যা সূত্র ধ'রে বিরাট কিছু ভাবে আমার ভাবনাটাও হয়তো তেমনি কিছু। তাই ব'লে সিসিলিয়া অবিশ্বাসের কাজ করেনি এটাও সত্য নয়। হয়তো আজকে ও অবিশ্বাসের কাজ করেনি।

শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম লুসিয়ানিকে ফোন করবো। ফোনের মধ্যে কোন রকম শব্দ শুনে হয়তো বুঝতে পারবো সিসিলিয়া ওর ফ্ল্যাটে আছে

কি না। সৌভাগ্যক্রমে দোকানের ফোনটা দরজার কাছেই। কাজেই টেলিফোন করতে করতে ঐ ফ্ল্যাটের দরজার দিকেও নজর রাখা চলবে। আমি ফোনের কাছে গেলাম ডায়াল করলাম। একটু পরেই লুসিয়ানির গলা পেলাম। আমার অঙ্কটা ভুল নয়। লুসিয়ানি যখন ফোনে হ্যালো—হ্যালো করছে আমি এতে খুব হতাশ হ'য়ে পড়লাম। কারণ আমি জানতাম সিসিলিয়া বাজনা শুনতে শুনতে সংসর্গ করতে ভালোবাসে। লুসিয়ানি আর একবার 'হ্যালো' ব'লে ফোন নামিয়ে রাখার আগে যোগ করল—'গর্দভ!' এইসব কিছু আমার কল্পনাকে উদ্দীপিত করল। কল্পনা করলাম ঘরটায় ওরা কী অবস্থায় আছে। লুসিয়ানি টেলিফোনের ছোট টেবিলটার পাশে উলঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। ওর বিস্তৃত রোমশ কাঁধ, ক্রীড়াবিদের মত মাংসল পেট, কোমর, হয়তো এখন উচ্ছ্রিত যৌনাঙ্গ। সিসিলিয়া নগ্ন—বিছানায় শুয়ে তার পুরুষ সঙ্গীটির সুদেহ মনে মনে তারিফ করছে। আমি ফোন নামিয়ে রেখে আবার জানালার কাছে বসলাম।

কুড়ি মিনিট ব'সে রইলাম। সিসিলিয়া যে ঐ ফ্ল্যাটেই আছে তার আর একটা প্রমান পেলাম। দোকানের ফোন বেজে উঠল। দোকানদার ফোন ধরল। কী শুনল তারপর বলল, 'সবসময় আপনার সেবায় আছি সিনর লুসিয়ানি।' একটু পরেই দেখলাম একটা অল্পবয়স্ক লাল মুখো ওয়েটার একটা ট্রে নিয়ে দোকান থেকে বেরোচ্ছে। ট্রেটায় রয়েছে এক বোতল বীয়ার, কিছু স্যাণ্ডউইচ আর একটা বড় গ্লাশে কমলালেবুর রস। জানতাম—সংসর্গের পরে সিসিলিয়া তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে দু'তিনটি কমলালেবুর রস খায়। ওয়েটারটি কয়েক মিনিট পরেই শূন্য ট্রেটা নিয়ে ফিরে এল। ওকে দেখে দোকানের মালিক ব'লে উঠল—'ব্যাপার কি? কী দেখেছিস যে ওরকম চিমসে গেছিস। বলেছি না কারো বাড়িতে গেলে কী দেখলি তাই নিয়ে মাথা ঘামাবি না। যা গ্লাশগুলো মোছ।' তখন হঠাৎ আমার শরীরের মাংসপেশীর ধাক্কায় আমি উঠে পড়লাম। দাম টেবিলে রেখে হুইস্কির বোতলটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সমস্ত বিকেলের চেষ্টা আর কষ্ট মাঠে মারা গেল। যাহোক আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। সিসিলিয়ার বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হলাম। ওকে বিচার করতে পারলাম। ওর মোহ থেকে মুক্ত হলাম ওকে আর ভালোবাসার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু ওর স্বৈরিনীবৃত্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ এখনও পাইনি।

সিসিলিয়ার পিছনে গোয়েন্দাগিরির সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলাম এইজন্যে যে পরে যখন ওর ওপর গোয়েন্দাগিরি করেছি তার ইতিহাসও প্রায় এমনি। প্রথম দিনের সঙ্গে পরের দিনগুলোর পার্থক্য এই যে প্রথমে আমি নিয়ম মেনেছি পরে আর নিয়মটিয়ম মানিনি এলোমেলো কাণ্ড করেছি বোকামিও

করেছি। কিন্তু আমি তো নিরাসক্ত ডিটেকটিভ ছিলাম না। ছিলাম একজন ব্যথার্ত প্রেমিক—আবার এমন প্রেমিক যে তার প্রেমিকার কাছ থেকে অব্যাহতি চায়।

সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের সামনে গাড়িতে ব'সে কত ঘণ্টা সময় না ব্যয় করেছি। সেই মদের দোকানটায় ছোট টেবিলটার ধারে ব'সে কত সময় না কাটিয়েছি। বেশ ক'দিন ক্লান্তিকর গোয়েন্দাগিরির পর আমি আবিষ্কার করলাম যে সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের সামনে অপেক্ষা করা অর্থহীন। কারণ ঐ ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার দু'টো দরজা আছে। ফ্ল্যাটের যে দিকটায় আমি অপেক্ষা করি সেদিকে একটা দরজা আছে। অন্যদিকেও আর একটি দরজা আছে। তার সামনেই বাস রাস্তা। ওদিকটায় ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। কাজেই সিসিলিয়া ঐ রাস্তাটা দিয়েই বেরোয়। এই আবিষ্কারটা আমার কাছে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হ'ল। আমি এমন একটা গর্দভ যে এটা বুঝতে আমার এক সপ্তাহ লাগল।

সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার এই দ্বিতীয় দরজাটার সন্ধান পাবার পর আমার পক্ষে সব সহজ হ'য়ে গেল। এখন সেই অভিনেতা লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের সামনেই নজর রাখবো ঠিক করলাম। কিন্তু আবার আমার ভুল হ'ল। সিসিলিয়া আমার সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করত। কিন্তু নতুন নাগরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ওর কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। আমি গিয়ে সেই মদের দোকানটায় বসার আগেই হয়তো সিসিলিয়া অভিনেতাটির ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে। আসল কথা এইভাবে গোয়েন্দাগিরিটা আমার কাছে জঘন্য লাগছিল।

যদিও এই সময়টায় প্রাণপন চেষ্টা করলাম সিসিলিয়াকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে, কিন্তু পারলাম না। একদিনও ওকে লুসিয়ানির ফ্ল্যাটে ঢুকতে বা ফ্ল্যাট থেকে বেরোতে দেখলাম না। ব্যাপারটা কেমন অলৌকিক মনে হ'ল। মাঝে মাঝে এমনও মনে হ'তে লাগল সিসিলিয়া বোধহয় অশরীরী কিছু। ভেবেই পেলাম না ও কিভাবে বারবার আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে।

লুসিয়ানির সঙ্গে ওর সম্পর্কটাও আমার কাছে পরিষ্কার হ'ল না। ভালো ক'রেই জানি ওকে সরাসরি আক্রমণ করলে ও মিথ্যে বলবে। এতে ও আরো আকর্ষণীয়া হ'য়ে উঠবে। ওকে মাঝে মাঝে সহজভাবে লুসিয়ানি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে থাকি যদি তার থেকে ওদের দুজনের সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া যায়। এইভাবে প্রশ্ন করতাম—

এখন কি লুসিয়ানির সঙ্গে মাঝে মাঝেই দেখা করো?

'হ্যাঁ মাঝে মাঝে।' সিসিলিয়া বলত।

তাহ'লে তো এখন বেশ পরিচয় হ'য়ে গেছে।

ও হ্যাঁ—ওকে সামান্যই জানি।

তাহ'লে বলো তো ওর সম্পর্কে তুমি কী ভাবো।

কী বলতে চাইছো।

মানে—ওর সম্পর্কে তোমার অভিমত কি ?

আমার কোন অভিমত নেই—থাকবেই বা কেন ?

না, বলতে চাইছি ওকে তোমার কেমন লাগে ?

ও খুব ভালো।

শুধু এই ?

তার মানে ?

শুধু—ভালো ?

হ্যাঁ—আমি মনে করি ভালো—ব্যাস্।

আর তুমি ওর সঙ্গে যে বেড়াতে টেড়াতে বেরোও—শুধু এইজন্যে যে ও ভালো।

হ্যাঁ।

কিন্তু আমিও তো ভালো, তুমি ভালো তোমার বাবা ভালো। একজন শুধু ভালো—এটুকু বললে কিছুই বোঝায় না।

তাহ'লে আমার কী বলা উচিত ?

কেউ খারাপ, ভালো, বুদ্ধিমান, বোকা, নীচুমনা উদারমনা—এই রকম কিছু হয়।

সিসিলিয়া এ কথার কোন উত্তর দিল না। আমি জোর দিয়ে বললাম—

কই কিছু বললে না তো।

আমার কিছু বলার নেই। তুমি জানতে চাও লুসিয়ানি কেমন? আমি এসব নিয়ে কোনদিন ভাবিনি। আমি শুধু এটুকু বুঝি যে ওর সঙ্গ আমার ভালো লাগে।

শুনলাম ও খুব নীচুদরের অভিনেতা।

হ'তে পারে আমি জানি না।

লুসিয়ানির দেশ কোথায় ?

জানি না।

ওর বয়েস কত ?

ওকে কখনো জিজ্ঞেস করিনি।

ও আমার চেয়ে বয়সে ছোট না বড়ো ?

মনে হয় ও তোমার চেয়ে ছোট।

নিশ্চয়ই ছোট—প্রায় দশ বছরের ছোট। ওর বাবা, মা, ভাই বোন পরিবার সম্পর্কে কিছু জানো ?

এসব নিয়ে আমাদের মধ্যে কথা হয়নি।

'তোমরা দুজনে কী নিয়ে কথাবার্তা বল ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সব কিছু নিয়েই।' সিসিলিয়া বলল।

যেমন?

অতশত আমার মনে নেই। আমরা কথা বলি এ পর্যন্ত।

ঠিক আছে—লুসিয়ানির একটা বর্ণনা দাও। সিসিলিয়া ইতস্তত করতে লাগল। তারপর সহজ সুরে বলল—

ওর বর্ণনা দেবার প্রয়োজন কোনদিন দেখা দেয়নি।

তাহ'লে আমি ওর বর্ণনা দিচ্ছি—লুসিয়ানি লম্বা, ক্রীড়াবিদের মত চেহারা, শক্ত কাঁধ, কালো চোখ, সুন্দর চুল, হাত পা একটু খাটো আর মুখের হাবভাব বোকাটে।

সিসিলিয়া এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল তারপর মন্তব্য করল—'এটা সত্যি ওর হাত পা খাটো। তুমি বলাতে মনে পড়ল। পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে কাউকে বিশেষ লক্ষ্য করিনা আমি। আমি শুধু দেখি লোকটা ভালো না নোংরা। ব্যাস্।'

আমার একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? তখনই সেটা জিজ্ঞেস না ক'রে কয়েকদিন পরে জিজ্ঞেস করলাম—'আমার সম্পর্কে কী ভাবো?'

সিসিলিয়া আশাতীত ভাবে উত্তর করল—'ওঃ অনেক কিছু।'

সত্যি অনেক কিছু!

আমি ঠিক জানি না ভেবে অনেক কিছু।

তার একটা অন্তত বলো।

মনে হ'ল সিসিলিয়া খুব সাবধানতার সঙ্গে সবদিক থেকে বিবেচনা ক'রে বলল—'তুমি বললে তাই কিন্তু এক্ষুণি আমি কিছু মনে করতে পারছি না।'

কিছ্ছু না?

কিছ্ছু না।

কিছুই না ভাবা তোমার কাছে ক্লান্তিকর লাগে না? বিশেষ ক'রে তার সম্বন্ধে যার সঙ্গে সংসর্গ কর?

কী দরকার কিছু ভাববার?

এইভাবে সিসিলিয়া ওর সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করে। রূপকথার পরীর মত ও নিজেই শুধু অদৃশ্য থাকে না যা কিছু স্পর্শ করে সব কিছুকে অদৃশ্য ক'রে দেয়।

অথচ সপ্তাহে দু'তিনবার ওর দেহকে আমি ভোগ করি। সেটা শুধু ওর দেহকেই পাওয়া। সম্পূর্ণভাবে ওকে আমি কখনো পাইনা। হয়তো ও যে আগ্রহের সঙ্গে দেহদান করে এর মধ্যেই আমার একঘেয়েমির কারণ খুঁজি, মুক্তির পথও খুঁজি। দেহ সর্বস্ব সিসিলিয়াকেই শুধু এর মধ্যে পাই

সমগ্রভাবে সিসিলিয়াকে নয়। ওর আগ্রহ আর আমার মধ্যে একঘেয়েমি সৃষ্টি করে না—বরং অবিশ্বাসের ফাঁদ তৈরী করে যার মধ্যে থেকে আমার মুক্তি নেই।

যখন থেকে আমি সিসিলিয়ার পেছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম, অবিশ্বাসিনী ব'লে ওকে সন্দেহ করতে লাগলাম তখন থেকে সংসর্গকালে ওর সঙ্গে আমি নিষ্ঠুরের মত ব্যবহার করতে লাগলাম। ওর ওপর আমি ঝাঁপিয়ে পড়তাম যেন ও আমার শত্রু—ওকে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

এমনও হ'য়েছে যে সিসিলিয়া হয়তো পোষাক টোষাক পরে চলে যাবার জন্যে দরজার দিকে যাচ্ছে আমার কেমন মনে হ'ল ও আবার চিরাচরিত ভঙ্গীতে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। তখন আমি পেছনে ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধ'রে ওকে ডিভানের ওপর ছুঁড়ে ফেলেছি। ভেবেছি এইভাবে ওকে গ্রহণ করতে পারলে ওর রহস্য আমি ভেদ করতে পারবো। জড়িয়ে ধরার পর মুহূর্তেই বুঝতাম—আমি ওর সবটুকু পাইনি। অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। সিসিলিয়া চ'লে যেত আর আমি ভাবতাম এর পরের দিন আবার এই একই ঘটনা ঘটবে—ওকে জোর ক'রে গ্রহণ করবো, সম্পূর্ণ পাবো না—সবশেষে হতাশা।

প্রায় একমাসেরও বেশী নিষ্ফল গোয়েন্দাগিরি করলাম—উন্মত্তের মত সংসর্গ করলাম। বুঝলাম কড়া নজরদারীর কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যখন সিসিলিয়ার ওপর গোয়েন্দাগিরি করতাম তখন শুধু ব্যালেস্ত্রিয়েরির কথা ভাবতাম। এই বৃদ্ধ শিল্পী যখন বেঁচে ছিল ওর সম্বন্ধে আমার কোন আগ্রহই ছিল না। এখন ও ভীতিকর রহস্যময় আকর্ষণের কারণ হ'য়ে দাঁড়াল। বাস্তবে কখনো কখনো আমি নিজেকে বলি—ব্যালেস্ত্রিয়েরি হচ্ছে আমার আয়না। কোন কাজ করতে গিয়েই আমার মনে হ'ত এই কাজটা আমার আগে ব্যালেস্ত্রিয়েরির করেছে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে তুলনা ক'রেই আমি আমার অবস্থা সঠিক বুঝতে পারি। কাজেই যখন সিসিলিয়ার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করেছি তখন সিসিলিয়াকে জিজ্ঞেস করেছি বুড়ো শিল্পী ব্যালেস্ত্রিয়েরিরও এই দুর্বলতা ছিল কি না।

একদিন গাড়ি ক'রে সিসিলিয়াকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম। ওদের ফ্ল্যাটের কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম—'ব্যালেস্ত্রিয়েরি কি কখনো তোমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করত?

কী বলতে চাও?

ও কি তোমাকে অনুসরণ করতো, তোমার বেরুবার জন্যে অপেক্ষা করত। তোমাকে চোখে চোখে রাখতো?

হ্যাঁ।

তুমি তো কখনো এ ব্যাপারটা বলোনি?

তুমি তো জিজ্ঞেস করোনি।

কীভাবে ব্যালেস্ত্রিয়েরি তোমার ওপর গোয়েন্দাগিরি করত ?

ও আমাদের বাড়ির সামনেকার উঠোনটায় দাঁড়িয়ে থাকত। অপেক্ষা করতো কখন আমি বাড়ি থেকে বেরোই।

তাহ'লে ব্যালেস্ত্রিয়েরি আমার চাইতে বুদ্ধিমান। ও খুব তাড়াতাড়িই ধরে ফেলেছিল যে সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাট থেকে বেরোবার দুটো রাস্তা আছে। বললাম—'তারপর ?'

আমি বেরিয়ে এলেই ও আমাকে অনুসরণ করতো।

মাঝে মাঝেই। একসময় অবশ্য প্রতিদিন এরকম করত ?

'তুমি কীভাবে জানলে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

আমি আমার শোবার ঘরের জানালা থেকে দেখতাম ও দাঁড়িয়ে আছে।

ঐ উঠোনটায় দাঁড়িয়ে ও কী করত ?

'পায়চারী করতো, কখনো খবরের কাগজ পড়ত, কখনো নোটবইতে স্কেচ করত। তারপর আমি বেরোলেই আমাকে অনুসরণ করত।'

আমি ভেবে লজ্জিত হলাম যে ঠিক এইরকম কাণ্ড আমিও করছি। বললাম—'তুমি কি লক্ষ্য করতে ও তোমাকে অনুসরণ করছে ?'

কখনো লক্ষ্য করতাম, কখনো করতাম না।

লক্ষ্য করলে তুমি কী করতে ?

কিছুই না। এমন ভঙ্গী করতাম যেন দেখিইনি। কিন্তু একবার ও আমাকে অনুসরণ করছে দেখে একেবারে পেছন ফিরে ওর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম ; তারপর দু'জনে একটা কাফেতে গেলাম।

কাফেতে ও কী বলল ?

কিছু বলে নি। ও কাঁদতে শুরু করেছিল।

আমি এক মুহূর্ত কিছু বললাম না। এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে যাওয়া সিসিলিয়া পছন্দ করে না। ও গাড়ি থেকে নামতে গেল। আমি ওকে থামিয়ে বললাম—'দাঁড়াও। তুমি কি কখনও ব্যালেস্ত্রিয়েরির প্রতি অবিশ্বাসের কাজ করেছিলে ?'

না। তখন নয়। পরে অবশ্য আর একজনের সঙ্গে বেরোতাম টেরোতাম।

তাহ'লে ও বিনা কারণেই তোমাকে অনুসরণ করত ?

হ্যাঁ। ও জানত আমি অবিশ্বাসিনী নই।

কী ক'রে ?

ও আমার পিছনে লোক লাগিয়েছিল।

লোক ?

হ্যাঁ—কী সব ডিটেকটিভ এজেন্সী আছে—তাদের লোক দিয়ে। তারা অবশ্য বলেছিল ব্যালেস্ত্রিয়েরি ছাড়া আমি আর কারো প্রতি অনুরক্ত নই।

তুমি এত সব জানলে কী ক'রে ?

ব্যালেস্প্রিয়েরিই আমাকে বলেছে। এইজন্যে কতটাকা খরচ করেছিল জানি না।

এতে ও খুব খুশী হ'য়েছিল ?

খুব।

তারপর তোমার যখন নতুন প্রেমিক জুটল তখন ?

'আমি চাইনি তবু একটা ছেলের সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম। ব্যালেস্প্রিয়েরি কয়েকবার ছেলেটির সঙ্গে আমাকে দেখেছেও। তারপরই আবার আমাকে অনুসরণ করতে শুরু করল। এবার আর কোন ডিটেকটিভ এজেন্সীর সাহায্য নিল না। কিন্তু ও শেষ পর্যন্ত পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ল। তারপরই মারা গেল।'

সিসিলিয়ার সঙ্গে এই কথাবার্তার পর আমিও ব্যালেস্প্রিয়েরির মত কোন ডিটেকটিভ এজেন্সীকে কাজে লাগাবো কি না ভাবতে লাগলাম। অথচ আগে আমি কিন্তু চাইতাম না ব্যালেস্প্রিয়েরি যা করেছে আমিও তাই করবো। আশ্চর্য! আর এখন ও যা করেছে আমিও তাই করতে চাইলাম।

তারপর একদিন এক ডিটেকটিভ এজেন্সীতে গেলাম। এজেন্সীটির নাম এজেনজিয়া ফালকো। বাড়িটার চেহারা বেশ গম্ভীর গম্ভীর। ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার। তিনতলায় এজেন্সীর অফিসে গেলাম। কাঁচের দরজায় এজেন্সীর নাম লেখা। একটা ছোট ফালকন পাখীর প্রতীক আঁকা।

অফিস ঘরের ভেতরে ঢোকার সময় ঘণ্টার শব্দ হ'ল। একটা ঘরে ঢুকলাম। অফিস ঘরটা প্রায় খালি। কয়েকটা চেয়ার সাজানো। আর একটা ঘর থেকে দু'জন লোক রেনকোটের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে আর টুপী পরতে পরতে বেরিয়ে এল। ওদের পোষাক ব্যবহার দেখে বুঝলাম ওরা দু'জনেই ডিটেকটিভ। ওরা চলে গেল।

দরজাটা খোলা থাকায় আমি বড় ঘরটায় ঢুকলাম। দেখলাম কোণের দিকে এক ভদ্রলোক কাগজ পড়ছেন। একটু রোগাটে, টাক-মাথা ভদ্রলোক। আমি জিজ্ঞেস করলাম ডিরেকটার কোথায় ? উনি বেশ গম্ভীর চালে বললেন—'আমিই ডিরেকটার। দয়া ক'রে বসুন।' উনি উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—'আমার নাম মেজর মস্কনি।' আমি প্রথমে ভদ্রলোকের রোগাটে মুখ পুরোনো কালো সুট আর কোঁচকানো গলার টাই লক্ষ্য করলাম।

আমি বললাম—'একজনকে আমি—অনুসরণ করাতে চাই।'

মেজর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'আমরা সেইজন্যেই এখানে আছি। কার ওপর নজর রাখাতে চান ? পুরুষ না স্ত্রীলোক ?

একজন স্ত্রীলোক।

'ইনি কি আপনার স্ত্রী ?' মেজর জানতে চাইল।

না আমি বিবাহিত নই। এই মেয়েটির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে।

তাহ'লে বিবাহ-পূর্ব খোঁজ খবরের ব্যাপার।

তাই বলতে পারেন।

মেজর এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না। পরে বলল—'আপনি ঐ মেয়েটির ওপর নজর রাখাতে চাইছেন কেন ?

কারণ আমি মনে করি সে আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী।'

'মেয়েটি কি বিবাহিত ?' মেজর জিজ্ঞেস করল।

না।

আপনি কি বিবাহিত ?

আগেই বলেছি আমি অবিবাহিত।

মাফ করবেন মনে ছিল না। মেয়েটি কেমন মানে কোন ভদ্র পরিবারের মেয়ে না স্বাধীনভাবে জীবন কাটায় এমন মেয়ে ?

ভদ্র পরিবারের মেয়ে।

'আমারও তাই মনে হয়েছিল', মেজর বলল।

'কেন ?' জিজ্ঞেস করলাম।

এই আঠারো কুড়ি বছরের ভদ্র পরিবারের মেয়েগুলি বড় ঝামেলা পাকায়। যাকগে আপনার মনে হ'য়েছে মেয়েটি আপনার প্রতি অবিশ্বাসিনী ?

হ্যাঁ তাই।

এটাই কারণ। মাফ করবেন বলছিলাম যারা এখানে আসেন তার প্রায় নব্বই ভাগই এই কথা বলেন। দুর্ভাগ্য এই যে ষাট ভাগই যে সন্দেহ করেন তাই ঠিক হয়। তাদের সন্দেহের যথার্থ কারণ থাকে।

তাহ'লে তাঁরা আপনার কাছে আসেন কেন ?

অঙ্কের মত একেবারে সঠিক উত্তর পেতে।

'আপনারা কি তেমনি উত্তর দিতে পারেন ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। মেজর একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। বক্তৃতার শেষে বললেন— 'আমাদের অনুসন্ধান পদ্ধতি একেবারে বিজ্ঞানসম্মত।

সবসময়। আমাদের ডিটেকটিভরা সৎ ও বিশ্বাসী—সকলেই পূর্বে পুলিশ বাহিনীর লোক ছিল—কোন সংবাদ সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে অতি সহজ।

'কতদিন এই অনুসন্ধান চলবে ?' জিজ্ঞেস করলাম।

মেজর অফিস কর্মচারীর ভঙ্গী করল। সে একটা পেন্সিল টেবিল থেকে তুলে আবার সেখানেই রাখল। হাতের ওপর চিবুক রাখল তারপর তার কালো আর অনুজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকাল—'বলা যায় দু'তিন সপ্তাহ।'

তারপর বলল—'হয়তো তার চেয়েও বেশি। কিন্তু আপনার টাকা বেশী খরচ হোক এটা আমরা চাইনা। সপ্তাহের শেষের দিকেই আমরা সব জানতে পারবো। যখন মেয়েরা প্রেমে পড়ে তারা প্রেমিকদের সঙ্গে ঘন ঘন দেখা করে। কখনও কখনও দিনে দু'বার। এসব আমাদের এজেন্সীর ডিটেকটিভদের বের করতে বেশিদিন লাগবে না। যাক আপনার চিন্তার কারণ নেই। আপনার এটা খুব সাধারণ ব্যাপার।

সাধারণ কেন?

খুবই সাধারণ। জানেন না কী জটিল ব্যাপার নিয়ে আমাদের হিম্‌সিম্‌ খেতে হয়। এক সপ্তাহই যথেষ্ট। এর মধ্যেই সব জানা হ'য়ে যাবে।

'ঠিক আছে।' আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলাম। ভাবলাম এই এজেন্সীর ডিটেকটিভরা সত্যকে খুঁজে বের করবে ঠিকই কিন্তু সেই সত্য আমার সত্য নয়। অবশেষে আমি জানতে চাইলাম—'কীভাবে আপনাদের প্রাপ্য দিতে হবে?'

দিনে দশ হাজার লিরা। অবশ্য ব্যবস্থা অনুযায়ী বাড়তি অর্থও লাগবে। কারণ যাকে অনুসরণ করা হচ্ছে সে যদি গাড়ি ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে আমাদের ডিটেকটিভদের এই সঙ্গে গাড়ি ভাড়াও দিতে হবে।'

আমি বললাম, ওর গাড়ি নেই, ও হেঁটেই চলাফেরা করে।

তাহ'লে দৈনিক দশ হাজার লিরাতেই হবে।

কখন আপনারা নজরদারী শুরু করতে পারেন?

কালকেই। আপনি মেয়েটির সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো আমাদের দেবেন আর কাল সকাল থেকেই পিছু ধাওয়া শুরু হ'য়ে যাবে।

হঠাৎ আমি উঠে দাঁড়ালাম—'এক সপ্তাহ পরে আরম্ভ হোক তাহ'লে। মেয়েটি এখন রোমে নেই—সপ্তাহ খানেক পরে ফিরবে।'

'যেমন আপনার ইচ্ছে।' মেজরও উঠে দাঁড়াল—'কিন্তু আপনার কাছে যদি দৈনিক খরচটা বেশী ব'লে মনে হয় অন্য এজেন্সীও দেখতে পারেন তারা আমাদের চেয়ে কম নেবে না?'

উত্তরে আমি বললাম, 'অর্থের জন্যে আমি ভাবছি না। এক সপ্তাহ পরে আসবো।'

আমি চ'লে এলাম।

কেমন যন্ত্রের মত নিজের স্টুডিওতে ফিরে এলাম। সিসিলিয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এখন সপ্তাহে দু'তিন দিন ও আমার কাছে আসে। এ সময় আমি অনিদ্রারোগে ভুগছিলাম। সাধারণত শুলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তখনই ঠিক সিসিলিয়ার কথা ভাবি ভাবতে থাকি একেবারে ভোররাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত। তাই ক্লান্ত শরীর নিয়ে দিনের যে কোন সময় ঘুমিয়ে পড়ি।

সেদিনও তাই ঘটল। জানালার পর্দা ফেলা। একটা গরম হলদেটে আলো স্টুডিওটায় ছড়িয়ে আছে। আমি ডিভানে শুয়ে সাদা ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে আছি। ওটা যেভাবে ছিল সেভাবেই আছে। ভাবলাম ক্যানভাসটা সাদা কারণ কোনরকম সত্যকে আমি লাভ করতে পারিনি। আমার মনটাও এমনি সাদা, শূন্য কারণ সিসিলিয়া আমাকে এড়িয়েই চলেছে—ওকে বাস্তবভাবে সম্পূর্ণরূপে আমি কিছুতেই পাচ্ছি না। কখনও কখনও আমার অলীক ধারণা হয় এবার সিসিলিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পেলাম কারণ ওর দেহটাকে আমি অধিকার করেছি। কিন্তু এটা ব্যালেস্ত্রিয়েরির অশ্লীল ছবিগুলোর মতই—ওগুলো যেমন চিত্রশিল্প নয় তেমনি আমার পাওয়াটাও পাওয়া নয়। সিসিলিয়া ও বাস্তবতা দু'টো শব্দই আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। ক্যানভাসটা সাদা—আমার মনও শূন্য। এ-সব কথা যত ভাবি ততই আমি নিদ্রাকাতর হ'য়ে পড়ি।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেই জেগে উঠলাম। স্টুডিওটা প্রায় অন্ধকার। আলো জ্বাললাম। বুঝলাম প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছি আমি। এখন মাথাটা বেশ পরিষ্কার লাগছে। গভীর ঘুম হ'য়েছে। অতীতে আমার যেমন হ'য়েছে তেমনি একটা ছবি আঁকার প্রেরণা, সৃষ্টির বোধ অনুভব করলাম। সাদা ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে ভাবলাম যে এটা দুঃখের যে আমি ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছি। এই রকম মনোভবেই কাছে প্রেরণা জোগায়। একমুহূর্ত পরে যেন যন্ত্রের মত আমি তড়াক ক'রে ডিভান থেকে উঠে পড়লাম। বেরিয়ে এলাম স্টুডিওর বাইরে।

যে দিনগুলোতে সিসিলিয়া আমার কাছে আসতো সেই দিনগুলো বাদে অন্য দিনগুলোতে ওকে আমি নজরে রাখতাম। আজকে সকালে ও আমাকে ফোন করে বলেছে ছ'টার আগে ও আমার কাছে আসতে পারবে না। বুঝলাম—ও তার আগে লুসিয়ানির সঙ্গে দেখা করবে। অন্য দিন বুঝতাম না ও কখন লুসিয়ানির ফ্ল্যাট থেকে বেরোবে। আজ জানি কখন বেরোবে। কারণ ও ওখান থেকেই সোজা আমার কাছে আসবে। আশ্চর্য! মাত্র আধঘণ্টার ব্যবধানে দু'জন পুরুষের বাহুলগ্না হবে সে। এ কথাটা আমি কোনদিন ভেবে দেখিনি।

পনেরো মিনিটের মধ্যে আমি সেই অভিনেতা লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের সামনে হাজির হলাম। ফ্ল্যাটের দরজার সামনে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাবার জায়গা পেলাম। মদের দোকানটায় আর বসলাম না। কারণ জানি মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সিসিলিয়া বেরিয়ে আসবে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ঐ ফ্ল্যাটটার বন্ধ জানালার দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলাম। জানালার বন্ধ পাল্লার মধ্যে দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। হয়তো সিসিলিয়া এখন দ্রুত পোষাক পরছে। ছেলে-মানুষি মিথ্যে কথা বলছে—'আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে মা অপেক্ষা করছে।' এই মিথ্যে কথাটা ও আমাকেও বলে। জানালাটার পাল্লার দিকে চেয়ে কেমন

আমার মনে—সাদা ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়েও যে মনোভাব হয় তাই হ'ল। ঐ কালো পাথরের ফ্রেমের দরজাটা দিয়ে কি বেরিয়ে আসবে? একই সঙ্গে এটা মনেপ্রাণেও চাইছিলাম আবার বিরক্তও হচ্ছিলাম। কে আসবে ঐ দরজাটা দিয়ে সিসিলিয়া অথবা একটি বাস্তবতা? জানি ওর দেখা পেতে হ'লে আমাকে গাড়িতে ব'সে অপেক্ষা করতে হবে অথচ প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে—এখান থেকে চলে যেতে।

পাঁচ মিনিটের মাথায় সিসিলিয়া আর অভিনেতা দু'জনেই দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে এল। ওরা দু'জনে পরস্পরের হাত ধ'রে আছে। আমার কেমন মনে হ'ল ওরা দুজ'নেই সামান্য টলছে যেন নেশাগ্রস্ত। সিসিলিয়া কেমন একভাবে অভিনেতার হাতে আঙুল জড়িয়ে ধরেছে। হাত ধরাধরি ক'রেই দু'জনে রাস্তায় নেমে পাহাড়টার দিকে হে'টে চলল। সিসিলিয়াকে একা বা অভিনেতাটির সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখলে আমার মনোভাব কী হবে আগে থেকে বুঝি নি। এখন কিন্তু কেমন মনে হ'ল আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। একটা প্রচন্ড মানসিক আঘাত পেলাম। এরই মধ্যে আমি নিজের অজানতেই গাড়ি চালাতে লাগলাম—সিসিলিয়া আর লুসিয়ানির পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম।

ওরা খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল, পরস্পরের হাত ধরা অবস্থায়, নিঃশব্দে, খুশীর সঙ্গে। একটা নাপিতের দোকানের সামনে ওরা দাঁড়াল। সিসিলিয়া কী বলল। হাত বাড়িয়ে ধরল। লুসিয়ানি সেই বাড়ানো হাত চুম্বন করল। লুসিয়ানি নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ল। সিসিলিয়া রাস্তা ধ'রে হে'টে চলল। আমি ওর পেছনে পেছনে গাড়ি চালাতে লাগলাম। কখনো ওকে দেখছি কখনো ও আড়াল পড়ে যাচ্ছে। আমি ওর আঁটোসাটো, খাটো পোষাকের মধ্যে দিয়ে ওর নিতম্বের অলস দুলুনি লক্ষ্য করতে লাগলাম। আমি বুঝলাম যে আমি এখনো ওর জন্যে কামনা বোধ করি। ওর বিশ্বাসহীনতা সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত নই। যদি এই কামনাকে নিবৃত্ত করতে হয় তাহ'লে ওকে সত্যি কথা স্বীকার করতে হবে। এর মধ্যে সিসিলিয়া দূরের বাস স্টপের কাছে চলে গেছে। আমি ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখনো আমার কাছে যেতে ওর দশ মিনিট বাকি। ও বেশ সময়ের হিসেব করেছে। ও ঠিক ছ'টার সময় আমার স্টুডিওতে পে'ছে আমাকে আলিঙ্গন করতে পারবে।

আমি হঠাৎ ওর সামনেই আমার গাড়িটা থামালাম। ও তখন হাত ব্যাগ খুলে মুখ নীচু ক'রে কিছু খুঁজছিল। আমি গাড়ির দরজা খুলে বললাম—'ভেতরে আসতে চাও?' ও মুখ তুলে আমাকে দেখল। কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু না ব'লে নিঃশব্দে গাড়িতে এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম—'তুমি এদিকে কীভাবে এলে?'

'ঐ চিত্রপ্রযোজকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম।' ও বলল।

'কিন্তু ওর অফিস তো ভিয়া মন্তেবেল্লোডে।'

'এদিকে ও'র বাসা।' সিসিলিয়ার দিকে বাঁকা চোখে তাকালাম। ও নির্বিকার। তবে ও আমার মতই অস্বস্তি বোধ করছে এটা বুঝতে অসুবিধে হ'ল না। এটা বুঝলাম ওর ভুরুর সামান্য কুঞ্চন থেকে।

আমি ঠিক করলাম ওকে যুক্তিমত ভীষণভাবে আক্রমণ করবো। তাই প্রায় পুলিশী জেরা শুরু করলাম।

এই প্রযোজকের নাম কী—জল্দি বলো—ওর নাম আর পদবী?

নাম মারিও মেলোনি।

কোথায় থাকেন উনি—জল্দি—ওর রাস্তার নম্বর। কত তলা, ফ্ল্যাটের নাম্বার?

'উনি এখানেই থাকেন—'বেশ গজরানোর ভঙ্গীতেই শিক্ষিকার প্রশ্নের সম্মুখে স্কুলের মেয়েদের মত ব'লে যেতে লাগল—'ছত্রিশ নম্বর, ফ্ল্যাট নম্বর ছয় দোতলা।'

এটা লুসিয়ানির বাড়ির নম্বর। কিন্তু দোতলায় না। ফ্ল্যাট নম্বরও মিলল না। ভাবলাম কী ক'রে ও পার পায় দেখি। বললাম—'আমি এক্ষুণি দেখলাম তুমি ছত্রিশ নম্বর থেকে বেরিয়ে এলে তোমার সঙ্গে লুসিয়ানি।

লুসিয়ানিও প্রযোজকের কাছে গিয়েছিল। দু'জনেই গিয়েছিলাম ওর কাছে।

কেন?

একটা কাজের ব্যাপারে উনি কথা বলবেন তাই।

কী কাজ?

একটা ফিল্মের ব্যাপারে।

ফিল্মটার নাম কি?

উনি আমাদের নাম বলেন নি।

ঐ মেলোনির ঘরের বর্ণনা দাও জল্দি—ঘরের আসবাবপত্র কেমন ছিল? কীভাবে সাজানো ছিল। জানতাম সিসিলিয়া ঐ ঘরের কিছুই লক্ষ্য করে নি। আমাকে বোঝাবার জন্যে ও যদি অস্তিত্বহীন অমনি একটা ঘরের মহার্ঘ সাজ-সজ্জার বিবরণ দেয় তাহ'লেই আরো প্রমাণ পাবো ও আমায় মিথ্যে বলছে। ও শুকনো গলায় বলল—'আর পাঁচটা ঘরের মতই ঐ ঘরটা।'

আমি জোর দিয়ে বললাম, 'তার অর্থ কি?'

আর্মচেয়ার, ছোট টেবিল চেয়ার নিয়ে একটা ঘর।' আমি চাপাচাপি শুরু করলাম—'আর্মচেয়ার-সোফার রঙ কেমন ছিল?'

আমি তাকিয়ে দেখিনি।

লুসিয়ানির আণ্ডার প্যাণ্টের রং কী—এটা তুমি নিশ্চয়ই দেখেছো।

'এই তো—ঠিক জানতাম তুমি কীসের ইংগিত করবে।' সিসিলিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে

বলল।

এরমধ্যে আমরা ভিয়া মারগাণ্ডায় পৌঁছলাম।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলাম। সিসিলিয়ার হাতটা চেপে ধরলাম। গাড়ি থেকে ওকে প্রায় টেনে বের করলাম। জোরে বললাম—

এবার দেখবো।

কী ?

দেখবো তুমি সত্যি কথা বলেছো কিনা।

আমি সিসিলিয়ার বালিকাসুলভ বাহুটা চেপে ধ'রে নিয়ে চললাম। প্রায় ছুটে চলতে গিয়ে ও হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াল। একবার বলল—'ব্যবহারের কী নমুনা !' আবার বলল, 'তোমার কী হ'য়েছে বলো তো ?' ওকে আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হ'ল না ও অবাক হ'য়েছে বা বিরক্ত হ'য়েছে বা ভয় পেয়েছে। দরজার চাবি খুলে দরজাটা এক লাথিতে খুলে ফেললাম। আলো জ্বেলে ওকে ডিভানের দিকে এক ধাক্কায় ঠেলে দিলাম। ও মাথা গুঁজে ডিভানের ওপর পড়ে গেল। আমি টেলিফোনের কাছে গেলাম—দ্রুত হাতে রাস্তার ডাইরেকটরীর পাতা ওলটাতে লাগলাম। তারপর ডাইরেকটরীটা সিসিলিয়ার নাকের ডগায় তুলে বললাম, 'ঐ ঠিকানায় মেলোনি নামে কেউ থাকে না। এই দেখ।'

'ওর নাম ডাইরেক্টরীতে নেই।' সিসিলিয়া বলল।

কেন ?

কারণ লোকে ওকে বিরক্ত করুক এটা ও চায় না।

কিন্তু লুসিয়ানির নাম্বার রয়েছে।

অসম্ভব—ওর নাম টেলিফোন বইতে নেই।

'তা নেই কিন্তু রাস্তার ডাইরেক্টরীতে ওর নাম রয়েছে। এই দেখ।' সিসিলিয়া চুপ ক'রে রইল। আমি বিদ্রূপের সুরে বললাম—'কী কাকতালীয় ব্যাপার ! লুসিয়ানি আর মেলোনি একই বাড়িতে থাকে।'

হ্যাঁ থাকে। লুসিয়ানি একতলায় থাকে তার মেলোনি চার তলায় থাকে।

'ঠিক এক্ষুনি দু'জনে মেলোনির বাড়ি যাবো। চলো।' 'কিছুক্ষণের নীরবতা। সিসিলিয়া আমার দিকে ভাবশূন্য চোখে তাকিয়ে রইল। আমি তাগাদা লাগালাম—'ওঠো চলো।'

হঠাৎ দেখলাম সিসিলিয়ার মুখটা লজ্জারুণ হ'য়ে উঠল। ও বলল—'হ্যাঁ, এটা সত্যি।'

'কী সত্যি ?' আমি জানতে চাইলাম।

'যে আমি আর লুসিয়ানি পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করি।'

আমি জানতাম ও স্বীকার করবে তবে ভাবা একটা জিনিস আর নিজের কানে

শোনা অন্য জিনিস। আমি বোকার মতই তোতলামি ক'রে বললাম—'আমি জানি তোমরা পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ কর। এর দ্বারা তুমি কী বলতে চাইছো?'

মানে আমরা সংসর্গ ক'রে থাকি।

এত সহজভাবে কথাটা বললে?

তাছাড়া আর কী ভাবে বলবো?

বুঝলাম—ও ঠিক। ও আমাকে ভালোবাসে না—আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী। আমি ওকে ওর স্বীকৃতির ফাঁদে আটকাতে চাইলাম যাতে ও পালাতে না পারে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন এসব করলে?'

মনে হ'ল ও গভীরভাবে কিছু ভাবছে। তারপর স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'কারণ আমার ভালো লাগে।'

কিন্তু তোমার বোঝা উচিত এসব করা উচিত না।

কেন নয়?

কারণ কোন মেয়ের উচিত নয় তার ভালোবাসার পাত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাছাড়া তুমি অনেকবার বলেছো আমাকে তোমার ভালো লাগে।

ঠিক। তোমাকেও ভালো লাগে, লুসিয়ানিকেও ভালো লাগে।

তাহ'লে তুমি হচ্ছো সেইসব মেয়েদের মতো যারা প্রত্যেকদিন ভালোবাসার পাত্র পাল্টায়—গতকাল একজন চিত্রশিল্পীকে দেহদান করে আজকে একজন অভিনেতাকে কালকে একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে।

সিসিলিয়া আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। আমি ব'লে চললাম—'তুমি একটা উচ্ছন্নে যাওয়া মেয়ে।'

তবুও ও চুপ ক'রে রইল। ওর আত্মস্বীকৃতির পর ও যে আমার কাছে অর্থহীন হ'য়ে গেল আমি নিজেকে সেটা বোঝাবার জন্যেই এসব বললাম। তবুও এটাকে ঠিক মেনে নিতে পারলাম না। সিসিলিয়া জঘন্যভাবে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি রাগের সঙ্গে বললাম, 'তুমি যা করেছো তার জন্যে তুমি কি আলাদা মানুষ কিছু হ'য়ে গেছো?'

আমি চাইলাম ও জিজ্ঞেস করুক, 'আমি আগে কী ছিলাম, এখন কী হ'য়েছি?' আমি তার উত্তরে বলতাম, 'তুমি আগে ছিলে সতী মেয়ে, এখন হ'য়েছো বেশ্যা।'

কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হ'ল। সিসিলিয়া মুখ খুলল না। বুঝলাম নীরবতাই ওর একমাত্র উত্তর। আমি অনুভব করলাম ও আবার আমাকে ভোলাচ্ছে। আমি ওর বাহু চেপে ধরলাম, ওকে ঝাঁকুনি দিয়ে রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কেন কথা বলছো না—উত্তর দাও।'

ও বেশ সততার সঙ্গেই বলল, 'আমার কিছু বলার নেই।'

'আমার কিছু বলার আছে,' আমি রাগে চীৎকার ক'রে উঠলাম,—'তুমি একটা জঘন্য ক্ষুদে বেশ্যা।'

ও আমার দিকে তাকাল কিন্তু কোন কথা বলল না। আমি আবার ওকে ঝাঁকুনি দিলাম, 'কেন তুমি প্রতিবাদ করছো না?' ও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দিনো,—আমি চ'লে যাচ্ছি।' ওর চলে যাবার সম্ভাবনার কথাটা আমি ভাবিনি। হঠাৎ উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যাচ্ছো?'

চ'লে যাচ্ছি। আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভালো।

কিন্তু কেন? দাঁড়াও—আমাদের কথা শেষ হয়নি।

'কথা ব'লে কী হবে? আমরা কখনও একমত হ'তে পারিনা। দু'জনের চরিত্র দু'রকম।'

সিসিলিয়া আবার আমাকে ভোলাতে চাইল। ও যে আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হ'ল এটা যেন মেজাজের ব্যাপার নীতিবোধকর কোন ব্যাপারই নয়। আমি ওকে ছেড়ে দেবার আগেই ও আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছে। হঠাৎ ওকে পাবার একটা উদগ্র কামনা জাগল। ওকে মনের দিক থেকে না পেলেও শারীরিকভাবে তো পেতে পারি।

আমি সিসিলিয়ার কোমর জড়িয়ে ধরলাম। ও তখন দরজার দিকে এগোচ্ছিল। ধ'রে ফেলে কানের কাছে ফিস্‌ফিস ক'রে বললাম, 'আমি সংসর্গ করতে চাই—শেষবারের মত।'

'না—না—না—। ও আমাকে ছাড়িয়ে যেতে চাইল—'সব শেষ হ'য়ে গেছে।'

'এসো,' আমি বললাম।

না। আমাকে যেতে দাও।

ও সজোরে ছাড়াতে চেষ্টা করল। যখন ওকে জোর ক'রে ডিভানে বসালাম ও আমার মুখের কাছ থেকে মুখ সরিয়ে সরে বসল। তখনই একটা চিন্তা আমার মাথায় এলো।

সেদিন সকালেই ড্রয়ার থেকে দু'টো দশ হাজার লিরার নোট পকেটে রেখেছিলাম। আমি ওকে প্রচণ্ড জোরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলাম। আমি চুমু খেতে গেলে ও মুখ সরিয়ে নিল। ওর গলায় আমার মুখ নেমে এল তখনই ওর হাতে নোট দু'টো দিলাম। ও চোখ নীচু ক'রে এক মুহূর্ত হাতের নোটের দিকে তাকাল। ওর হাতের মুঠি বন্ধ হ'ল। ওর দেহ শিথিল হ'ল। দেখলাম ও চোখের পাতা বুজল। এটা ওর ভালোবাসা নেবার সম্মতির ভঙ্গী।

আর আমি ওকে গ্রহণ করলাম। পোষাকও ছাড়বার সময় দিলাম না। হিংস্র ভাবেই ওকে গ্রহণ করলাম। নিঃশব্দে। চরমানন্দের সময় ওর কানে

একটা শব্দ ছুড়ে দিলাম—'কুত্তী।'

মনে হ'ল ওর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। অপমান না সুখবোধ, কেন এই হাসি বুঝলাম না।

তারপর ও যখন আধ ঘুমন্ত আর আমি ওর পাশে শুয়ে আছি তখন ভাবলাম সেই আগের ভাবনাটাই—শারীরিকভাবে ওকে পাওনার মধ্যে আমার তৃপ্তি নেই। ওর হাতে ধরা নোট দু'টো বরাবরই আমার চোখের সামনে ছিল। আগে ওকে সম্পূর্ণভাবে পাবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'য়েছি। অর্থের ফাঁদে ওকে হয়তো এখন আটকাতে পারবো। টাকা দেবার আগে পর্যন্ত ও বাধা দিয়েছে। টাকা পেয়ে আর বাধা দেয়নি। লাভের প্রশ্নের সম্মুখে সিসিলিয়া কি ওর রহস্য ময়তা হারায়?

সেই একই সময় পর্যন্ত একইভাবে সিসিলিয়া আমার পাশে শুয়ে ঘুমোল। তারপর ঘুম থেকে উঠে যান্ত্রিক ভঙ্গীতে আমাকে একটা চুমু খেয়ে উঠে পড়ল। হাত দিয়ে টেনে টেনে পোশাকের ভাঁজ পাট করল। ওর হাত থেকে নোট দু'টো মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল। ও নোট দু'টো তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরল।

'তাহ'লে তুমি এখনও চাও যে আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'এখনও' কথাটার ওপর আমি যে জোর দিলাম সেটা ও বুঝতে পারল না। অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে বলল—

'তুমি যেমন চাও। তুমি যদি মনে কর চলবে আমার আপত্তি নেই। যদি চাও ছাড়াছাড়ি হোক—বেশ তাই হবে।'

ও যে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিল সেটা একবারের জন্যেই যথেষ্ট মনে হ'ল ভবিষ্যতেও সে আরো পাবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাও কেন?'

কারণ তোমাকে আমার পছন্দ।

যদি বলি লুসিয়ানিকে ছেড়ে দাও, দেবে?

ও—নাঃ—তা হবে না।

ও এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে কথাটা বলল যে আমি মনে বেশ ব্যথা পেলাম। বললাম 'আমার কাছে আগ্রহটা একটু কম দেখাবে।'

'আমি দুঃখিত,' ও বলল।

'তাহ'লে এখন থেকে লুসিয়ানির সঙ্গে আমাকে ভাগ ক'রে নিতে হবে?' ওকে খুব খুশী মনে হ'ল।

'কিন্তু তা'তে তোমার কি?' ও বলল, 'এটা নিয়ে ভাবছো কেন? আমি তোমার কাছে যেমন আসি আসবো। কোন কিছুরই পরিবর্তন হবে না।'

আমি নিজের মনেই বললাম। কোন কিছুরই পরিবর্তন হবে না। এটা ওর পক্ষে সত্য। ও আমার দিকে উৎসুক্যের সঙ্গে কিছুটা বা অনুতাপের

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'তুমি ভালো ক'রেই জানো তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার দুঃখ হবে।' ওর এই আবেগগ্রস্ত কথা আমাকে অভিভূত করল। জিজ্ঞেস করলাম, 'সত্যি তুমি দুঃখ পাবে?'

আবার লুসিয়ানির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতেও তুমি সমান দুঃখিত হবে?

ঠিক তাই। তোমরা দু'জনে দু'রকম।'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলাম। আমরা দু'জনে দু'রকম কীভাবে হলাম। সিসিলিয়া তো আমাদের দু'জনের কাছে একই জিনিস চায়। সেটা হচ্ছে দৈহিক সম্পর্ক। জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহ'লে তুমি আমাদের দু'জনকেই চাও?'

অদ্ভূত নীরবতার সঙ্গে ও সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। ছেলেমানুষের মত। তারপর বলল, 'তোমাদের দু'জনের সঙ্গই আমি চাই—এতে আমার দোষটা কোথায়? তোমরা দু'জনে আমাকে দু'রকম জিনিস দাও।'

আমার বলতে ইচ্ছে হ'ল—'আমি তোমাকে টাকা দি—আর লুসিয়ানি তোমাকে প্রেম দেয়।' কিন্তু নিজেকে সংযত করলাম। ভেবে দেখলাম এ কথা বলার এখনও সময় আসে নি। ও আমার টাকা নিয়েছে একবার কাজেই এর তাৎপর্যটা এখনও পরিষ্কার নয়। কিছুটা ক্লান্তির সঙ্গে কিছুটা বা রাগের সঙ্গে বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি আমাদের দু'জনকেই পাবে। দেখা যাক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি দেখবে যে একইসঙ্গে দু'জন পুরুষকে ভালোবাসা যায় না।'

মোটেই না। তুমি দেখো এটা সম্ভব।

সমস্যাটা মেটাতে পেরে ও যে খুব খুশী হ'য়েছে এটা বোঝা গেল। নীচু হ'য়ে সিসিলিয়া আমার গালে ঠোঁট ছোঁয়াল। তারপর চ'লে গেল। যাবার সময় ব'লে গেল বরাবরের মত কালকে সকালেও ও আমাকে ফোন করবে।

আমি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ বুজলাম।

সিসিলিয়া যে আমার সঙ্গে ছেনালিপনা করছে এটা আমি নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

আমার কেমন অভ্যেস হ'য়ে গেল যে সিসিলিয়া এলেই আমি ওর হাতে প্রথমেই টাকা গুঁজে দিতে লাগলাম। টাকার অংকটা সবসময় এক থাকে না। পাঁচ থেকে ত্রিশ হাজার লিরার মধ্যে। এইভাবে যে রহস্যময়ী, ছলনাময়ী সিসিলিয়ার কাছ থেকে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছিলাম না সেই সিসিলিয়া সমস্ত রহস্য, ছলনা হারিয়ে সাধারণ মানুষ হ'য়ে যাবে—এটা ভাবলাম। কিন্তু এই পরিবর্তন এল না সিসিলিয়া বরাবরের মত রহস্যময়ীই থেকে গেল।

ও যখন টাকার নোট নিয়ে হাত মুঠো করত তখনই বুঝতাম আমরা দু'জনে

দুই পৃথিবীতে বাস করি। ওকে জড়িয়ে ধরলেই ও নোটগুলো মেঝেয় ফেলে দিত। দলামুচরো নোটগুলো ওখানেই পড়ে থাকে—আমার দৃষ্টির সামনে যখন আমরা সংসর্গ করি। তারপর নগ্ন সিসিলিয়া পা টিপে টিপে বাথরুমে চ'লে যেতে গিয়ে নীচু হ'য়ে নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে। ব্যাগের পাশে রেখে দেয়। যখন পোশাক পরে চ'লে যাবার জন্যে তৈরী হয় তখন নোটগুলো সযত্নে ব্যাগে ভরে নেয় যেন এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সিসিলিয়া যা করত তার মধ্যে কোন তাৎপর্য খুঁজে পেতাম না।

ওকে কখনও একই অঙ্কের টাকা দিতাম না। কখনো বেশী কখনো কম। এই টাকার অঙ্কের তারতম্যের জন্যে ওর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না লক্ষ্য করতাম। আশ্চর্য! ও কিন্তু কোনদিন নোটগুলো গুনতো না। আমার এই টাকা দেওয়াটা যেন আমার অন্য কাজের মতই ওর কাছে সাধারণ ব'লে মনে হ'ত। ঠিক করলাম আর টাকা দেব না। দেখি কী হয়।

তাই, একদিন, ওর হাতে কিছুই দিলাম না। কিন্তু আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ্য করলাম এতে ওর ব্যবহারের কোন পরিবর্তনই হ'ল না। বরারের মত একই ভঙ্গীতে সংসর্গ করল। অবাক হওয়া বা হতাশ হওয়ার কোন লক্ষণই ওর মধ্যে দেখলাম না। দু'তিনবার আমি টাকা দিলাম না। অথচ ওকে দেখে মনেই হ'ল না এই পরিবর্তনটা ও লক্ষ্য করেছে।

একদিন আবার দশ লিরার একটা নোট সিসিলিয়ার হাতে গুঁজে দিলাম। বললাম, 'গত সপ্তাহে তোমাকে কিছুই দিই নি—এটা তুমি লক্ষ্য করেছো?'

নিশ্চয়ই।

তুমি এতে বিরক্ত হও নি?

না ভেবেছি তোমার হাতে টাকা নেই।

সিসিলিয়ার ঔৎসুক্য ব'লে যেন কিছু ছিল না। ও আমাকে কোনদিন আমাদের পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নি। জানেও না যে আমরা যথেষ্ট বড় লোক। আমি যেমন তেমনিভাবেই ও আমাকে গ্রহণ করেছিল—অর্থাৎ আমি—সোয়েটার পরা একজন চিত্রশিল্পী, কোঁচকানো ট্রাউজার্স পরনে যার স্টুডিওটা আগোছালো আর যার একটা লজ্ঝরে মোটর গাড়ি আছে। বললাম, 'ঠিক, আমার কাছে টাকা ছিল না। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি এতে বিরক্ত হবে।' সিসিলিয়া একটা অস্পষ্ট উত্তর দিল, 'যে কারো টাকার অভাব হ'তে পারে—এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।'

'ধরো, এখন থেকে তোমাকে আর টাকা দিতে পারলাম না—তুমি কী করবে?'

'তুমি আজকে তো দিলে—ভবিষ্যতের কথা ভাবছো কেন?' এটাই হচ্ছে সিসিলিয়ার চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গী। ওর কাছে অতীত ও ভবিষ্যতের কোন অস্তিত্ব

নেই। শুধু তাৎক্ষণিক বর্তমান। ওর কাছে শুধু এটাই বিবেচ্য। তবু আমি চাপাচাপি শুরু করলাম। বললাম, 'কিন্তু ধ'রেই নাও না আমি তোমাকে কিছুই দিলাম না। তুমি কি তবে আমার কাছে আসবে?'

ও আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'তুমি কিছু দিতে শুরু করবার আগে আমি কি তোমার কাছে আসতাম না?' সন্দেহ নেই—উত্তরটা সঠিক। কিন্তু ওর বলার ভঙ্গী দেখে মনে হ'ল তেমন কিছু ঘটলে ও ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করবে অর্থাৎ আমাদের সম্পর্কটা। একবার যদি আমি টাকা দেওয়া বন্ধ করি তাহ'লে ও কি আগের মতই সংসর্গের আগ্রহ বোধ করবে অথবা আদৌ কোন আগ্রহ বোধ করবে না। আমি বললাম 'শোন. আমি একটা অভিমত জানাচ্ছি। প্রতিবার কম বেশী টাকা না দিয়ে যদি একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক মাসের শেষে এক থোকে দি তাহ'লে কেমন হয়?'

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল, 'না-না। এভাবেই চলুক। তোমার যখন যা খুশী দিও। কোন নিয়ম মেনে দরকার নেই এতে সব সময়ই অবাক হবার মত কিছু থাকবে।'

আবার সিসিলিয়াকে ওর অপরাধবোধের জালে জড়াতে পারলাম না। ওর রহস্যময়তাকে সরিয়ে ওকে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের পর্যায়ে আনতে পারলাম না। আবার এটাও বুঝলাম অন্ততঃ ওর কথাবার্তার ভঙ্গী থেকে যে আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা টাকার ওপর নির্ভরশীল নয়।

মা'র কাছে এর আগে আমি কখনও আমার নিম্নতম প্রয়োজনের বেশী কিছু চাই নি। বুঝতাম—চাইলে মা আরো টাকা দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলবে যে তার কাছে গিয়ে আমাকে থাকতে হবে—আলাদা থাকা চলবে না। অর্থাৎ আমাকে টাকা দেওয়ার বিনিময়ে মা আমার ওপর তার কর্তৃত্ব খাটাতে চায়। হঠাৎ আমার মনে হ'ল মা'র সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক সিসিলিয়ার সঙ্গেও প্রায় তাই। এটাই যাচাই করতে একদিন মা'র কাছে অনেক বেশী টাকা চেয়ে বসলাম।

লাঞ্চ খাবার পর মা'র ঘরে ব'সে আছি। মা বিছানায় চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে। আমি মা'র পায়ের কাছে একটা আর্মচেয়ারে বসেছিলাম। আমি বাবার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করছিলাম। খুব সংক্ষেপে সে সবের উত্তর দিতে দিতে মা প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ আমি ব'লে বসলাম, 'আমার অন্ততঃ তিনশ হাজার লিরা দরকার।'

লক্ষ্য করলাম মা চোখের ওপর চাপা-দেওয়া হাতটা আস্তে আস্তে সরাল। এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বিরক্তি মেশানো ঘুম ঘুম স্বরে বলল, 'গত রোববার তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছি আর আজকে মঙ্গলবার। এত টাকা চাইছো কেন?' আমি আগেই সবকিছু ভেবে

রেখেছিলাম। সেই অনুযায়ী বললাম,—'আমার স্টুডিওটা বিশ্রী অবস্থায় আছে। স্টুডিওটা সারাতে হবে।'

'সবসুদ্ধ এ জন্যে কত টাকা লাগবে?' মা জিজ্ঞেস করল।

যে টাকাটা চাইলাম তার প্রায় তিন গুণ লাগবে দেয়ালে প্লাসটারিং করা, চুনকাম করানো তাছাড়া বাথরুমটা একেবারে নতুন ক'রে করাবো। মেঝেটা সারাতে হবে—পর্দাটর্দা নতুন ক'রে লাগাতে হবে।

ভালো ক'রেই জানতাম মা কক্ষনো ভিয়া গাণ্ডায় আমার স্টুডিওর সারাইয়ের কাজ কেমন চলছে দেখতে আসবে না। মা হাতে চোখ ঢেকে রইল। কোন উত্তর দিল না। একটু পরে মা স্পষ্ট গলায় বলল, 'এই ব্যাপারে আমি তোমাকে টাকা দেবনা।'

কিন্তু কেন?

'কারণ আমি চাই না তুমি মিছিমিছি মাস মাস বাড়ি ভাড়া গোন। এই বাড়িতে তুমি অনায়াসে থাকতে পারো।' বুঝলাম টাকা বের করার এই ফন্দীটা কাজে লাগল না। ব'লে উঠলাম, 'টাকার সঙ্গে আমার এখানে চ'লে আসার কী সম্পর্ক?' মা ধীরে একঘেয়েমি সুরে বলল, 'তোমার কথাবার্তা শুনে আমার মনে হয়েছিল তুমি এখানে চলে আসতে চাও। আমিও তোমার মনস্থির করা পর্যন্ত টাকা দিয়ে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন বল্‌ছো ঐ স্টুডিওটাই সরিয়ে টরিয়ে নেবে। তুমি প্রতিশ্রুতি রাখছো না।'

'আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিইনি,' আমি ব'লে উঠলাম, 'বরং এখানে এসে তোমার সঙ্গে থাকাটা আমার পক্ষে বিরক্তিকর—এটাই বুঝিয়েছি।'

'ঠিক আছে দিনো—এবার আমি তোমাকে টাকাপয়সা দিতে পারবো না।'

দু'দিন আগে আমার কাছে যে শেষ ত্রিশ হাজার লিরা ছিল তাই সিসিলিয়াকে দিয়ে দিয়েছি। আজকে বিকেলের দিকে ওর স্টুডিওতে আসার কথা। কিন্তু আজকে ওকে আমি কিছুই দিতে পারবো না। একটা অলীক কল্পনা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে অর্থ আর যৌন সংসর্গের মধ্যে দিয়ে সিসিলিয়াকে আমি সম্পূর্ণরূপে পাবো। সেই অর্থই আমার নাগালের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

আমি খুব শান্তভঙ্গীতে বললাম, 'আমি সত্যি কথাটাই বলছি। স্টুডিও মেরামতির জন্যে নয় টাকাটা আমি অন্য কারণে চাই।'

সেই কারণটা কী?

এত প্রশ্ন না ক'রে যদি টাকাটা দিয়ে দাও তাহ'লে ভালো হয়। এমন কথা থাকে যা সহজে বলা যায় না।

ছেলে কী জন্যে টাকা খরচ করবে এটা মা'র জানার অধিকার আছে।

সেটা ষোল বছরের ছেলের বেলা—প'য়ত্রিশ বছরের ছেলের বেলা নয়

একজন মা মা-ই, তার ছেলের বয়েস যাই হোক না কেন।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম 'টাকাটা একটি মেয়েকে দেব।' কথাটা ব'লে মা'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। মা তখনও একটুও নড়ছে না। মনে হচ্ছিল ঘুমিয়ে পড়েছে। এক মুহূর্ত পরেই মা'র গলা শুনলাম—

'সন্দেহ নেই—কোন খারাপ মেয়ে।'

কিন্তু মা একটা খারাপ মেয়ের জন্যে আমি টাকা চাইবো ?

ভদ্রমেয়েরা কক্ষনো টাকা আশা করে না।

মনে করো মেয়েটির খুবই প্রয়োজন।

'সাবধান দিনো, এমন সব মেয়ে আছে যারা টাকা আদায়ের জন্যে খুব রোমাণ্টিক গল্প ফাঁদে।'

এটা রোমাণ্টিক ব্যাপার নয় মা—একেবারে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার—খাদ্য, বাড়ি ভাড়া, পোষাক কেনা এ সব।

অর্থাৎ তুমিই ওর সবকিছু দেখাশুনো কর।

ঠিক তা না। নির্দিষ্ট কিছুদিনের জন্যে ওকে সাহায্য করা। মা বলল, 'দেখ দিনো তুমি এর চেয়ে আমাদের সামাজিক পর্যায়ের কোন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে যদি ওরকম সম্পর্ক পাতাতে তাহ'লে ভালো হ'ত।

আমি বললাম, 'আমার যে পৃথিবী সেখানে ওরকম মেয়ে পাওয়া যায় না।'

'তোমার পৃথিবীই আমার পৃথিবী,' মা বলল, 'দিনো—শেষ বলছি—সাবধানে থেকো ভবিষ্যতে কোন খারাপ রোগে না ধরে।'

আমার কিছু হয়নি, ভবিষ্যতেও কিছু হবে না।

তুমি কী ক'রে জানবে মেয়েটি তোমার অনুপস্থিতিতে অন্য কারো কাছে যায় কিনা ?

মা বলল, 'আবার বলছি দিনো সাবধানে থেকো। অবশ্য আজকাল প্রতিষেধক অনেক কিছু বেরিয়েছে।

এরপরে বোধহয় তুমি বলবে আমার কীভাবে সংসর্গ করা উচিত।

না—তোমাকে সাবধান হ'তে বলা শুধু। তুমি আমার ছেলে। তোমার স্বাস্থ্যের কথাও আমাকে ভাবতে হবে বৈকি।

'ঠিক আছে মা এবার আসল কথায় এসো। টাকা দেবে ?' এবার মা চোখ থেকে হাত সরিয়ে আমার দিকে তাকাল—

'এই মেয়েটি কে ?' মা জিজ্ঞেস করল।

সিসিলিয়ার উপযুক্ত কথাটাই ব্যবহার ক'রে বললাম, 'মেয়েটি একটি মেয়ে।'

দেখছো—তুমি আমার কাছ থেকে টাকা চাও অথচ আমাকে বিশ্বাস করো না,' মা বলল।

এটা সত্যি নয়। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করি না। মেয়েটির নাম যাই হোক না কেন তা'তে কী এসে যায়?

'আমি ওর নাম জানতে চাইনে,' মা বলল, 'জানতে চাইছি মেয়েটি বিবাহিতা না অবিবাহিত—চাকরী বাকরী করে না অথবা ছাত্রী। বয়েস কত কেমন দেখতে?'

মাত্র তিন হাজার লিরার জন্যে তুমি অনেক কিছু জানতে চাইছো?

হিসেব করলে কিন্তু তুমি যা চাইছো তার তিনগুণ টাকা এর মধ্যেই নিয়েছো।

ও তুমি হিসেব রেখেছো দেখছি।

নিশ্চয়ই।

'দেখ মা—আর বেশী কিছু বলতে আমার ইচ্ছে করছে না। অন্ততঃ এখন। শেষবারের মত আমার প্রশ্নের জবাব দাও—টাকা দেবে? না অথবা হ্যাঁ একটা বলো।'

মা আমার দিকে তাকালো। আমার দৃঢ়তা দেখে মা আর বেশী ঘাঁটাতে বোধহয় সাহস করল না। হাই তুলে বলল, 'ঠিক আছে এই নাও চাবি। বাথরুমে যাও। সেফটা কোথায় তুমি জানো। সেফটা কী ক'রে খুলতে হয় তাও জানো। খুলে একটা লাল লেপাফা দেখবে। ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো।'

আমি বাথরুমে গেলাম। আঙটা ঘুরিয়ে টালিগুলো সরিয়ে সেফ-এর মুখটা পেলাম। ওটা খুলে গোলাপ-লাল একটা খাম পেলাম। খামটার ওজন দেখে বুঝলাম অনেক টাকা আছে ওতে। ঘরে এসে দেখলাম মা খাটের ধারে ব'সে আছে। ঘুম ঘুম ভাবটা এখনো কাটেনি। খামটা মা'র হাতে দিলাম। মা আঙ্গুলের ডগায় নোটগুলো বার করল। দশ হাজার লিরার পাঁচটা নোট বের ক'রে আমাকে দিয়ে বলল, 'এখন এই টাকাটাই নাও।'

আমি বিস্ময়ের সুরে না ব'লে পারলাম না, 'কিন্তু খামটায় অনেক টাকা আছে।'

'তা আছে।' মা বলল, 'কিন্তু আজকে এর বেশী দেবো না। এবার যাও খামটা রেখে সেফ বন্ধ ক'রে আমাকে চাবিটা দিয়ে যাও। আমি ভীষণ ক্লান্ত। একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।'

সেই খামটা সেফ-এ রাখতে রাখতে আমি ভাবলাম এবং ভেবে অবাক হলাম—মা আমাকে এতটা বিশ্বাস করে। আমাকে এতটা বিশ্বাস করবার কারণ আমি ছোটবেলা থেকে টাকাপয়সা সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু এখন আমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। আমার এই পরিবর্তনের কথা মা জানে না। সে আমাকে আগের মতই বিশ্বাস করে। খামটা সেফ-এ রেখে সেফ বন্ধ ক'রে

চাবিটা নিয়ে শোবার ঘরে ফিরে এলাম। মা'কে দেখলাম চোখে হাত চাপা দিয়ে শুয়ে আছে।

নীচু হ'য়ে মা'র হাতে চাবিটা দিলাম। চাবিটা হাতের মুঠো থেকে গড়িয়ে বালিশের ওপর পড়ে গেল। তারপর মা'র রঙ্‌মাখা শীর্ণ গালে আল্‌তো চুমু খেয়ে বললাম, 'মা যাচ্ছি।' মা একটু গোঙানির মত শব্দ করল তারপর সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল। আমি পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

যে টাকাটা পেলাম সেটা দু'টো ভাগ করলাম। একভাগ সিসিলিয়ার জন্যে, অন্যটা আমার জন্যে। কেমন মনে হ'ল—সিসিলিয়াকে যত বেশী টাকা দিচ্ছি ও যেন তত বেশী দূরে স'রে যাচ্ছে। অথচ লুসিয়ানি ওকে সম্পূর্ণ ক'রে পাচ্ছে শুধু দেহ ভোগের মধ্যে দিয়ে। আমি সিসিলিয়ার দেহ ভোগ করি কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। লুসিয়ানি আমার মত বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু পাশব শক্তির অধিকারী। তাই ও যেখানে সফল আমি সেখানে অসফল।

লুসিয়ানির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে আমি সিসিলিয়াকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে চলি। যেমন—

গতকাল লুসিয়ানির সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছে?

হ্যাঁ।

শুধুই দেখা হ'য়েছিল না সংসর্গও হ'য়েছিল?

এটা বুঝে নাও।

তোমরা কি এসব বেশী করো?

সাধারণ রকম।

কা'র সঙ্গে তোমার ভালো লাগে? লুসিয়ানির সঙ্গে না আমার সঙ্গে?

তোমরা দু'জনে দু'রকম।

'কী বল্‌তে চাইছো?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বললাম তো দু'জনে দু'রকম,' সিসিলিয়া বলল।

সত্যিকারের পার্থক্যটা কোথায়?

ও তোমার চেয়ে দয়ালু।

তুমি কি এজন্যে ওকে পছন্দ কর।

পছন্দ না করলে ওর সঙ্গে মিশতামই না।

'লুসিয়ানি আর আমার মধ্যে কি পার্থক্য কিছু নেই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

আছে—ও এসবের সময় কথা বলে।

কী বলে তোমাকে?

ভালো লাগলে লোকে যা বলে।

আমিও হয়তো সে সব সময়ে কিছু ব'লে থাকি।

না তুমি কিছুই বলো না। একবার মাত্র কথা বলেছিলে। আমাকে 'কুত্তী' বলেছিলে।

তুমি এতে কি মনঃক্ষুন্ন হ'য়েছিলে?

না।

লুসিয়ানি তোমাকে যা বলে সেসব তোমার বেশী ভালো লাগে?

ওর সঙ্গে থাকলে ওর কথা ভালো লাগে আবার তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার নীরবতা ভালো লাগে।

'কা'র বেলা তোমার অনুভূতিটা প্রবল হয়?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

দু'জনের বেলাই মানে তোমরা দু'জনেই আমাকে ভালোবাসো।

হুঁ। আচ্ছা ধরো কোন কারণে লুসিয়ানির সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হ'য়ে গেল। এতে কি তোমার মন খারাপ হবে?

এরকম তো ঘটেনি। কী ক'রে বলবো?

তাহ'লে ভেবে দেখব।

যদি আমার সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়?

'সেটাও তো এখনো ঘটেনি,' সিসিলিয়া বলল।

'ঠিক আছে—কল্পনা ক'রে নাও,' আমি বললাম।

'তোমাকে যখন বলেছিলাম আমাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক না থাকাই ভালো—আমার মনে আছে আমি দুঃখিত হ'য়েছিলাম,' সিসিলিয়া বলল।

'খুব দুঃখিত?' আমি বললাম।

কী ক'রে দুঃখের পরিমাপ করবো। তবে দুঃখিত হ'য়েছিলাম।

'আচ্ছা,' আমি বললাম, 'বলো তো আমাকে তোমার বেশি ভালো লাগে না লুসিয়ানিকে?'

তোমরা দু'জনে দু'রকম।

সংসর্গের সময় ওর অনুভূতিটা কেমন হয় এটা কিছুতেই ওর কাছ থেকে বার করতে পারছিলাম না। কাজেই খুব সহজ ভঙ্গীতে আমি আমার প্রশ্ন শুরু করতাম—

তুমি কি গতকাল লুসিয়ানির সঙ্গে বেরিয়েছিলে?

কোথায় গিয়েছিলে?

একটা রেস্তোরাঁয়।

তুমি কিন্তু সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে বেরোতে বরাবরই আপত্তি করো।

তুমি তো শুধু ছবি আঁকার পাঠ দাও। লুসিয়ানি আমাকে ফিল্মের প্রযোজকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

তোমার বাবা মা বোধহয় আপত্তি করে না।

মা কখনো না। তবে বাবা তো অসুস্থ—তার বিরুদ্ধে আমি যাই না।

ঠিক আছে, বাদ দাও ওসব। তাহ'লে তোমরা একটা রেস্তোঁরায় গিয়েছিলে?

হ্যাঁ।

কী নিয়ে কথাবার্তা বলছিলে?

নানা রকম বিষয় নিয়ে।

কে বেশী কথা বলছিল—তুমি না ও?

তুমি জানো—আমি কথা বলার চেয়ে শুনতে ভালোবাসি।

আচ্ছা—ও কী নিয়ে কথা বলছিল?

মনে পড়ছে না।

চেষ্টা কর—মাত্র গতকালের ঘটনা মনে না পড়ার কারণ নেই।

কিন্তু আমার স্মৃতি বড় দুর্বল। পাঁচ মিনিট আগে তুমি যা বলেছো তাও আমি মনে করতে পারি না।

'ঠিক আছে। রেস্তোরাঁটা দেখতে কেমন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'অন্য রেস্তোরাগুলোর মতই,' সিসিলিয়া বলল।

রেস্তোরাঁটার নাম কী?

জানি না।

যখন কথা বলছিলে তখন কি তোমরা পরস্পরের হাত ধ'রে ছিলে?

হ্যাঁ। তুমি কী ক'রে এটা ভাবলে?

তোমার কি হাত ধ'রে থাকতে ভালো লাগছিল?

হ্যাঁ।

খুব ভালো না শুধু ভালো।

আমার ভালো লাগছিল—কতটা তা বলতে পারবো না।

টেবিলের নীচে তোমাদের পরস্পরের হাঁটু ঠেকছিল?

না। আমরা পাশাপাশি ব'সে ছিলাম।

লুসিয়ানি কি তোমাকে আদর করেছিল?

হ্যাঁ—ও আমার মুখে হাত বুলিয়েছিল—গলায় চুমু খেয়ে ছিল।

কী কথা হ'য়েছিল সেটা তোমার মনে নেই—কিন্তু চুমু খাওয়ার কথা মনে আছে দেখছি।

আমার কথাটা মনে আছে এই জন্যে যে ওভাবে চুমু খাওয়াটা আমার ভালো লাগে নি।

তোমরা ঝগড়া করেছিলে?

না—কিন্তু আমি যা চাইনা লুসিয়ানি সবসময় তাই করতে চায়।

যেমন?

ওঃ তোমাকে বলতে পারবো না তুমি রেগে যাবে।

না রাগবো না। বলো।

মানে—ও চাইছিল আমি ওখানে হাত রাখি। ওখানে মানে কোথায় তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।

হুঁ বুঝতে পারছি। তুমি কী করলে?

আমি কিছুক্ষণ হাত রেখেছিলাম কিন্তু একহাতে পারছিলাম না আমি থেমে গেলাম। কী হ'ল?

'না কিছু না।' আমি বললাম, 'তোমাকে এসব আনন্দ দিচ্ছিল?

এতে আমি আনন্দ পাচ্ছিলাম এইজন্যে যে লুসিয়ানিও আনন্দ পাচ্ছিল।

মনে করো আমিও তোমাকে ওটা করতে বললাম। তা'তে কি তুমি আনন্দ পাবে?

মনে হয় পাবো। কাউকে আনন্দ দিচ্ছি ভাবলে আমারও আনন্দ হওয়াটা স্বাভাবিক।

যে কাউকে?

না—তুমি আর লুসিয়ানি।

'হুঁ।' তারপর কী করলে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

খেলাম। রেস্তোঁরায় তো লোকে খেতেই যায়।

কী কী খেলে?

মনে নেই। আমি স্বভাবতই কী খাচ্ছি তাকিয়ে দেখি না।

আর কিছু?

লুসিয়ানি ব্যাণ্ডবাদকদলকে ডেকেছিল। তারা গান শুনিয়েছিল।

কী গান?

মনে নেই।

তারপর তোমরা কী করলে?

কী করলাম? কিছু না।

আমি বাজী ধ'রে বলতে পারি রূপালি কাগজে জড়ানো একটা গোলাপ লুসিয়ানি তোমাকে উপহার দিয়েছিল।

'ঠিক। তুমি কী ক'রে জানলে?' সিসিলিয়া জিজ্ঞেস করল।

অনেক কিছুই আমি জানি। আরো জানি তুমি ফুলটা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকেছিলে।

একটা ফুল কেউ দিলে লোকে তাই করে।

এই ফুল পেয়ে তুমি খুশী হ'য়েছিলে?

হ্যাঁ।

খেয়ে দেয়ে তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?

সিনেমা দেখতে।

কী ফিল্ম দেখলে ?

জানি না।

কে কে অভিনয় করেছিল ?

জানি না।

যাক্ গে—ঘটনাটা কী ?

একটা আমেরিকান ফিল্ম—জানোই তো—ঘোড়সওয়ার—গুলি ছোঁড়া—ঐসব।

ওয়েস্টার্ণ ছবি। তোমরা কি হলের মধ্যে হাত ধরাধরি ক'রে ব'সেছিলে ?

হ্যাঁ।

চুমু খেয়েছিলে ?

হ্যাঁ।

সংসর্গ করেছিলে ?

হ্যাঁ।

কী ক'রে ? ঐ হলের মধ্যে ?

আমরা একটা থামের পেছনে বসেছিলাম ; জায়গাটাও প্রায় খালি ছিল।

কী ক'রে পারলে ?

আমি ওর হাঁটুর ওপর বসেছিলাম।

তোমার ভালো লেগেছিল ?

না। আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। প্রকাশ্য স্থানে এসব করা—আমার ভালো লাগে না।

তবে কেন করেছিলে ?

কারণ আমি চেয়েছিলাম।

তারপর আর কী করেছিলে ?

একটা নাইট ক্লাবে গিয়েছিলাম।

কোন নাইট ক্লাবে ?

নাম মনে নেই।

কেমন ছিল ওটা ?

ভীড়ে ভর্তি।

আমি বলছিলাম ঘরটা দেখতে কেমন ছিল—ছিমছাম—সাজানো গোছানো ?

তাকিয়ে দেখিনি।

তোমরা নেচেছিলে ?

হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ ধ'রে ?

হ্যাঁ।

নাচের সময় কি ওর গা'য়ে লেপ্টে ছিলে ?

না। কারণ—দূরত্ব রেখে এই নাচ নাচতে হয়।

আর কী করেছিলে ?

আর কিছু নয়। রাত প্রায় তিনটের সময় ও আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

লুসিয়ানির গাড়ি আছে ?

না, ছিল বিক্রি ক'রে দিয়েছে।

বেশী টাকাপয়সা ওর নেই।

এখন নেই, চাকরী নেই তো।

তুমি কি কখনো কখনো ওকে টাকা দাও ?

হ্যাঁ মাঝে মাঝে দিই।

তাহ'লে তোমাকে আমি যে টাকা দিই সেটা তোমার নিজের জন্যে কখনো খরচ করো না।

তা' করি বৈকি। তবে ওর জন্যেই খরচটা বেশী করি।

গতকাল ও খরচ করেছিল না তুমি।

আমরা ভাগাভাগি ক'রে খরচ করেছিলাম। ও সিনেমা দেখার খরচটা দিয়েছিল বাকি খরচ আমি করেছিলাম।

তাহ'লে তো বেশীটাই তুমি দিয়েছো।

অন্য অনেক সময় ও বেশী খরচ করেছে।

ওকে কী ক'রে টাকাটা দিলে ?

রেস্তোরাঁতে টেবিলের নীচ দিয়ে দিলাম। নাইট ক্লাবের খরচটা ও আমার ব্যাগ থেকেই নিয়েছিল।

'তারপর ও তোমাকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিল ?' আমি বললাম।

হ্যাঁ।

ও কি তোমাদের উঠোনটা পর্যন্ত গিয়েছিল ?

হ্যাঁ।

তোমরা একসঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল ?

হ্যাঁ।

ঐ সিঁড়িতেও সংসর্গ করেছিলে ?

অল্পক্ষণ।

তোমার ভালো লেগেছিল ?

হ্যাঁ, কারণ ওখানে অস্বস্তি বোধ করিনি।

তারপর ? বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লে ?

হ্যাঁ।

ঘুম আসার আগে পর্যন্ত লুসিয়ানির কথাই ভেবেছো বোধহয়।

না—তোমার কথা ভেবেছি।

আমার কথা?

হ্যাঁ ঘুমোবার আগে পর্যন্ত তোমার কথাই ভেবেছি।

কী ভেবেছিলে?

মনে নেই। শুধু তোমার কথাই ভেবেছিলাম—এইটুকুই মনে আছে।

মাঝে মাঝে যেদিন সিসিলিয়ার আসার কথা থাকত না আমি ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওতে ঢুকতাম। ফ্ল্যাটের অবস্থা সেই একইরকম আছে ব্যালেস্ত্রিয়েরি মারা যাবার আগে যেমন ছিল। ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্ত্রী বোধহয় এখনও ভাড়াটে জোটাতে পারে নি। ব্যালেস্ত্রিয়েরি যে চাবিটা সিসিলিয়াকে দিয়েছিল সেই চাবিটা আমার কাছেই ছিল। স্টুডিওটায় মাঝে মাঝে ঢুকতাম। বিরাট স্টুডিওঘরের ধুলো জমা নোংরা আসবাবপত্রগুলো থেকে কেমন ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়। সেই মলিন ঘরটায় ঘুরতে ঘুরতে আমার কেমন মনে হ'ত যেন এটা আমারই স্টুডিও। আমার কামার্ত মুহূর্তগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই স্টুডিওটা আর আমি মারা গেছি। আমি যেন ভূত হ'য়ে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একটা বিষাদবোধ আমাকে ঘিরে ধরত। সিসিলিয়ার সঙ্গে ব্যালেস্ত্রিয়েরির সম্পর্ক আর আমার সঙ্গে সিসিলিয়ার সম্পর্কের মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেতাম। তবু নিজের শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে ব্যালেস্ত্রিয়েরির কোন সন্দেহ ছিল না। সে শেষ পর্যন্তত এঁকে গেছে। মেঝে থেকে শুরু ক'রে সিলিং পর্যন্ত সিসিলিয়ার বিরাট ন্যুড ছবিগুলো ছড়িয়ে রাখা। ভাবতাম—সিসিলিয়া আমার জীবনে আসার আগেই শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হ'য়েছে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে আমার একটা অস্পষ্ট মিল। আমি যেন মরুভূমিতে পথ হারানো এক পর্যটক—আমার সামনে ছড়ানো মানুষের সাদা হাড়।

এক বিকেলে ব্যালেস্ত্রিয়েরির স্টুডিওতে ঢুকে কদাকার উলঙ্গ ছবিগুলো দেখছি যেন কোন দুর্বোধ্য ভাষা পড়বার চেষ্টা করছি মনে হলে ভেজানো দরজাটা ঠেলে একজন মহিলা ঢুকল, সোজা আমার কাছেই এল। আমি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনলাম। ব্যালেস্ত্রিয়েরির বিধবা স্ত্রী। ব্যলেস্ত্রিয়েরির শোকযাত্রায় ভদ্রমহিলাটিকে দেখেছিলাম। মহিলাটিকে লম্বা, সুগঠিত শরীর। একসময় সুন্দরীই ছিল। এই পঞ্চাশ বছর বয়েসেও গায়ের রঙ্ বজায় রেখেছে। মুখে বয়েসের ভাঁজ পড়েছে। যৌবনে মডেল ছিল। সিসিলিয়া আসার আগে ব্যালেস্ত্রিয়েরি এরই ছবি আঁকতো। হয়তো একে ভালোও বাসত। একেই বিয়ে ক'রে কুড়ি বছর কাটিয়েছে ভদ্রলোক এর সঙ্গেই। মহিলার মুখে এখন গ্রাম্যমেয়ের সরলতা।

লক্ষ্য করলাম তার স্বামীর স্টুডিওতে আমাকে দেখে ভদ্রমহিলা আশ্চর্যও হয় নি অখুশীও হয়নি। সে নিজেই তার পরিচয় দিল—নীচু স্বরে চাষী মেয়েদের গলার স্বরে, 'আমি সিনোরা ব্যালেস্ত্রিয়েরি।'

আমি মাফ চাওয়ার ভঙ্গীতে ব'লে উঠলাম, 'মাফ্ করবেন—দরজাটা খোলা দেখে ছবিগুলো দেখতে এলাম।' মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'দয়া ক'রে আসবেন প্রোফেসর। যখন খুশী আসবেন। আমি জানি আমার স্বামী আপনার খুব নিকট বন্ধু ছিল।'

আমি প্রতিবাদ করলাম না। এবার মহিলাটি আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'আমি আপনার স্টুডিওতে আপনার সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলাম। দেখলাম আপনার স্টুডিওর দরজা খোলা। ভাবলাম আপনি হয়তো এখানেই আছেন।'

কী ক'রে ভাবলেন ?

কারণ আমি জানতাম ওর স্টুডিওর চাবি আপনার কাছে আছে।

আপনাকে কে বলেছে ?

কেন—কেয়ারটেকার।

আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান ?

'হ্যাঁ।' ভদ্রমহিলা শান্তস্বরে বলল—'আচ্ছা প্রোফেসর এই বইগুলো আপনার কেমন লাগে ?

অপ্রতিভ হ'য়ে আমি বললাম, চিত্রশিল্পী হিসেবে আপনার স্বামী যথেষ্ট গুণবান ছিলেন।

স্টুডিওর মধ্যে ঘুরে ঘুরে মহিলাটি দেয়ালের ক্যানভাসগুলো দেখতে লাগল। বলল—'ছবিগুলো ভালো তাই না ?' তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—'জানেন প্রোফেসর—ছবিগুলো একটা মডেল থেকে আঁকা।'

আমি কোন কথা বললাম না। সেই গ্রাম্যমেয়ের সারল্য নিয়ে মহিলাটি বলতে লাগল—'সত্যিই মেয়েটা সুন্দরী তাই না প্রোফেসর ? কী সুন্দর বুক, পা, কাঁধ কী সুন্দর পাছা ! সুন্দর মেয়েটি।'

'কিন্তু আপনি'—আমি প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বললাম, 'আপনাকেও তো আপনার স্বামী এঁকেছেন ?'

'হ্যাঁ অনেক-অনেকবার—সেই পুরোনো দিনগুলোতে। কিন্তু এখানে আমার সেসব ছবি নেই। আমাদের যখন বিচ্ছেদ হ'ল—উনি আমার সব ছবিগুলো দেয়াল থেকে নামিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেসব এখনো আমার কাছে আছে। কিন্তু এই মেয়েটার মত সুন্দরী আমি নই। মূর্তি'র মত আমার সৌন্দর্য ক্ল্যাসিকাল। এই মেয়েটির সৌন্দর্য আধুনিক যুগের—অর্দ্ধেক শিশু অর্দ্ধেক নারী। আজকের শিল্পীরা এরকম মডেলই চায়।' একটা দীর্ঘশ্বাস

ফেলে মহিলাটি বলল, 'কিন্তু মেয়েটি দেখতে যত সুন্দর ততটা ভালো নয়।'

আমি জিজ্ঞেস না ক'রে পারলাম না, 'তাহ'লে আপনি একে চেনেন?'

নিশ্চয়ই চিনি। আমার বেচারা স্বামীটি ওর জন্যেই মরল।

'সকলেই তাই বলে বটে।' আমি বললাম।

হ্যাঁ, বেশ গর্বের সঙ্গে বলল, 'জানি লোকে কী বলছে। বিরক্তিকর ব্যাপার। হয়তো কিছু একটা ঘটেছিল সেটা যে কোন মেয়ের সঙ্গেই ঘটতে পারতো। আমার মনে হয় মেয়েটি ওর মন ভেঙে দিয়েছিল তাই এত তাড়াতাড়ি ও মারা গেল।

মেয়েটি কি সত্যিই খুব পাজী।

বেশ যুক্তি দেখাবার ভঙ্গীতে মহিলাটি বলল, 'আমি বলি না মেয়েটি পাজীর পা ঝাড়া। মেয়েদের ভালো খারাপ নির্ভর করে তারা ভালোবাসে কিনা তার ওপর। যা হোক—ও আমার স্বামীর সঙ্গে কুব্যবহার করেছে। কিছু যদি না মনে করেন—আপনার সঙ্গে কিন্তু ভালো ব্যবহার করেছে।

বুঝলাম সিসিলিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ওর অজানা নয়। তবু অবাক হবার ভান ক'রে বললাম, 'আমার কথা এর মধ্যে আসে কী ক'রে?'

মহিলাটি একটা হাত তুলে আমার ঘাড়ে আস্তে চাপড় দিল—বলল, 'বেচারী প্রোফেসর।' তারপর আমার কাছ থেকে স'রে গিয়ে দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবি দেখিয়ে বলল, 'এই ছবিটা আপনার ভালো লাগছে প্রোফেসর?'

আমি কাছে গিয়ে ছবিটার দিকে তাকালাম। নগ্ন সিসিলিয়া। একটা ভুতুড়ে আলোয় ঢাকা। একটা মানুষের মত অস্পষ্ট কিছুর ওপর ব'সে আছে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির সবচেয়ে বাজে ছবিগুলোর মধ্যে একটি। সিসিলিয়া বিজয়িনী হ'য়েছে এই ভাবটা ফোটাতে গিয়ে সিসিলিয়া একটা হাত ওপরে তুলে আছে এরকম এঁকেছে ভদ্রলোক। সিসিলিয়া অন্য হাতটা দিয়ে মানুষের মত সেই প্রাণীটার ঘাড়ে হাত দিয়ে আছে আঁকা হ'য়েছে। আমি শুকনো গলায় বললাম, 'মন্দ না।'

'আপনি জানেন ঐ মানুষের মত প্রাণীটা কে?' কথাটা জিজ্ঞেস ক'রে ভদ্রমহিলা ছবিটার কাছে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এটা বলা খুব মুস্কিল কারণ মুখটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমি জানি। এ হচ্ছে আমার স্বামী। ছবিটা ও খুব গভীর মন নিয়ে এঁকেছে।'

কিন্তু উনি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

'ও মাঝে মাঝে ঘোড়ার মত চার হাত পায়ে হামা দিয়ে মেঝের ওপর বসত মেয়েটি ঘোড়ায় চড়ার মত পিঠের ওপর উঠে বসত। ও মেঝেময় বাচ্চা ছেলের মত ঘুরে বেড়াত। তারপর মেয়েটিকে উল্টে ফেলে দিত। আমি এসব একদিন নিজের চোখে দেখেছি। ওঃ ওরা বেশ মজা পেত।' ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে আমাকে বলল, 'এই ছবিটা যদি আপনার ভালো লাগে তাহ'লে আপনার কাছে বিক্রী করতে পারি।'

এরকম অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব। আমি ভেবে পেলাম না কী বলবো? বুঝলাম মহিলাটি জানে সিসিলিয়ায় ব্যাপারে আমার দুর্বলতা। বোধহয় সেটাই পরিমাপ করতে চাইছে। একটু বিরক্তির সুরে বললাম, 'আমি এই ছবিটা কিনতে যাবো কেন?'

শান্তস্বরে ভদ্রমহিলা বলল, 'হয়তো স্মৃতি হিসাবে আপনি রাখবেন।

কীসের স্মৃতি? আপনার স্বামীর? তাকে আমি চিনতামই না বলা যায়।'

আবার করুণার হাসি হেসে ভদ্রমহিলা আমার কাঁধ চাপড়াল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'প্রোফেসর, প্রোফেসর—আসুন আমরা পরস্পরকে বোঝবার চেষ্টা করি।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি কী বলতে চান? সিনোরা ব্যালেস্ত্রিয়েরি আপনি দয়া ক'রে বুঝিয়ে বলুন।' আমি বেশ অসহিষ্ণুস্বরে বললাম।

একটু ভীত হ'য়ে চাষী মেয়েদের মত খেদের ভঙ্গী ক'রে বলল, 'আমার স্বামী আমাকে ভালো অবস্থায় ছেড়ে যাননি। আপনিও একজন চিত্রকর আমার স্বামীর ছবিগুলো আপনি বুঝবেন আর হয়তো অন্ততঃ একটা ছবিও কিনবেন। আমি অন্য লোকদের কাছে বিক্রী করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা ছবি বোঝে না।

কিন্তু আমার টাকা নেই—আমি উত্তর দিলাম—'আমি একজন চিত্রকর অবশ্য ছবি আঁকা আমি ছেড়ে দিয়েছি।'

মহিলাটি সত্যি অবাক হ'ল। ব'লে উঠল, 'অবাক কাণ্ড। শুনেছি আপনার মা খুব বড়লোক।'

আমার মা বড়লোক কিন্তু আমি নই।

তাহ'লে প্রোফেসর ভুলে যান এসব।

'এক মিনিট'—আমি জোর দিয়ে বললাম, 'স্মারক হিসেবে এই ছবিটা আমাকে কিনতে বলছেন কেন? কিসের স্মারক?

ভদ্রমহিলা তার দু'টো কালো চোখ বড় বড় ক'রে আমার দিকে তাকাল। বলল, 'ঐ মডেলটার জন্যে অবশ্যই।'

কিন্তু কেন?

প্রোফেসর আপনি জানেন কেন?

সিনোরা ব্যালেস্ত্রিয়েরি আমি আপনাকে বুঝতে পারছি না।

আচ্ছা প্রোফেসর আপনি তো জানেন লোকে কী বলে? বলে যে ঐ মেয়েটি আপনার রক্ষিতা।

কারা এরকম বলে ?

'সকলেই—প্রথমেই নাম করা যায় এই বাড়ির কেয়ারটেকারে। আমি জোর দিয়ে বললাম, 'আঃ এটাই কারণ। আপনি ভুল করেছেন। ঐ মেয়েটি আমার কাছে কিছুই না।'

মহিলাটি অল্প ক'রে হেসে উঠল। বলতে লাগল—'বাঃ প্রোফেসর বাঃ প্রোফেসর!' আমি তাকে বাধা দিয়ে বিরক্তির সঙ্গে ব'লে উঠলাম—'আমি যা বলছি ঠিকই বলছি।'

ভদ্রমহিলা আবার নিজেকে গুটিয়ে নিল। কিন্তু পরক্ষণেই মন্তব্য করল— 'আমি আপনাকে বিশ্বাস করি প্রোফেসর। আপনার জন্যে আমি খুশী।

কেন ?

আমি বলেছি—ঐ মেয়েটা সুন্দর কিন্তু ভালো না।

'কী অর্থে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মহিলাটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার স্বামীই সেটা ভালোভাবে বলতে পারতো। কিন্তু ও বেঁচে নেই। আমিও সঠিক কিছু জানি না। আমি শুধু একটা বিষয়ই জানি: পিয়াজা বোলোগানা এলাকায় আমার স্বামীর পাঁচ ঘরের একটা ফ্ল্যাট ছিল। কয়েক মিলিয়ন লীরা দাম। ও মারা যাবার পর জানা গেল যে ও ফ্ল্যাটটা বিক্রী ক'রে দিয়েছিল। মিলিয়ন লীরা আর পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল একটা হিসেবের খাতা। ও খুব হিসেবী ছিল। প্রায় প্রত্যেক পাতায় হিসেব লেখা ছিল—সিসিলিয়া এত টাকা এত টাকা।

তাহ'লে আপনি বলতে চান মেয়েটি তাকে শোষণ করেছিল ?

'ঠিক তাই প্রোফেসর।' মহিলাটি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর গলা নামিয়ে দ্রুত ব'লে গেল—'মেয়েটি ছিল দুর্বোধ্য ঐ মেয়েটা, প্রোফেসর। হৃদয়হীন, প্রবঞ্চক, অর্থ লোভী। তার ওপর ও ছিল বিশ্বাসঘাতিনী! ও আমার স্বামীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে অন্য লোককে দিত।'

'অন্য লোককে দিত!' আমি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই তাই দিত—সারাদিন আমার স্বামীর সঙ্গে থাকত, সন্ধ্যেবেলা সেই হতচ্ছাড়ার সঙ্গে দেখা করতে যেত।'

কিন্তু এই লোকটি কে ?

একজন স্যাক্সোফোন বাদক। একটা নাইট ক্লাবে বাজনা বাজাত। ওরা দু'জনে মিলে আমার স্বামীর টাকা খরচ করত। ছেলেটি ঐ টাকায় একটা গাড়ি পর্যন্ত কিনেছিল।

তাহ'লে আপনার স্বামী এই মেয়েটিকে যথেষ্ট টাকা দিয়েছিল।

'হাজার হাজার টাকা। সব নোট বইয়ে লেখা ছিল। প্রোফেসর—আপনি জানেন ?'

কী ?

যদিও আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হ'য়েছিল তবু আমরা পরস্পর বন্ধুই ছিলাম। আমার স্বামী কখনো সখনো আমাকে দেখতে আসত। ও এই মেয়েটার সম্বন্ধে অনেক কথা বলত। আশ্চর্য ! কত মেয়েই তো ওর জীবনে এসেছিল, একজন অভিজ্ঞ পুরুষ। অথচ ও কাঁদত—মাঝে মাঝে এত ভেঙে পড়ত।'

সিসিলিয়াও বলেছিল যে ব্যালেস্ত্রিয়েরি মাঝে মাঝে কাঁদত। আমি বললাম, 'আপনার স্বামী বড় অল্পেতেই কাঁদত।'

'অল্পেতেই কাঁদত ? কত বছর তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম ওকে কখনও কাঁদতে দেখিনি। ও কাঁদত কারণ এই মেয়েটি ওকে হতাশার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। জানেন ও কী বলতো ? বলতো এই মেয়েটিই ওর মৃত্যুর কারণ হবে। এটা যেন ও আগেই বুঝেছিল।'

আমি বললাম, 'সেই স্যাক্সোফোন বাদকের নাম কী ছিল যাকে সিসিলিয়া মানে মেয়েটি টাকা দিত ?'

মহিলাটি বুঝল যে আমি এ ব্যাপারে আগ্রহবোধ করছি। সে যা বুঝেছিল তাই আমাকে বোঝাতে চাইল। বেশ গম্ভীর ভঙ্গীতে মহিলাটি বলল, 'মেয়েটির নাম তো সিসিলিয়া আপনি নাম ধ'রেই বলুন। সেই স্যাক্সোফোন বাদকের নাম ছিল টনি। যাকগে প্রোফেসর আমি যাচ্ছি। আমাকে মাফ করবেন। এই ছবিগুলো ভালো লাগলে নিশ্চয়ই দেখবেন। টেলিফোন বইতে আমার নাম আছে আসান্তা ব্যালেস্ত্রিয়েরি। আপনার মা'কে দিয়েই দু'একটা ছবি কেনাতে পারেন। আপনি কি এখন এই স্টুডিওতে থাকবেন না বেরোবেন ?'

আমি আর ওখানে থাকিনি। মহিলার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের স্টুডিওতে চ'লে এলাম। ডিভানে শুয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। সিসিলিয়ার প্রবঞ্চনার অনেক নজীর পাওয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য এত ঘটনাও কোন কিছু প্রমাণ করে না। যখনি কোন একটা ব্যাপারে দেখা গেল ও প্রবঞ্চক পরক্ষণেই অন্য একটা নজীর এসে ওর প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আগের মতামতটাকে নস্যাৎ ক'রে দেয়। বিধবা মহিলাটির মতে ব্যালেস্ত্রিয়েরির টাকা সিসিলিয়ার হাত থেকে অন্য লোকের হাতে চালান হ'য়ে যেত। সেই অন্য লোকটি ওর প্রেমিক টনি। এই সত্যটা সহজেই বোঝা যায় সিসিলিয়ার পোষাক রাখার ওয়ারড্রোব দেখলে। এমনকি ওর সামান্য গয়নাগাঁটিও নেই। যদি ও সেসব টাকা টনিকে না দেবে তো অত টাকা গেল কোথায় ?

পরদিন সিসিলিয়া আমার কাছে আসতেই সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলাম—'আচ্ছা টনি কে ?'

সিসিলিয়া কোনরকম ইতস্তত না ক'রেই বলল, 'ও একজন স্যাক্সোফোন

বাদক—নাইট ক্লাবে বাজনা বাজায়।

তা' জানি কিন্তু তোমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী ?

ওর সঙ্গে আমার বিয়ের ঠিক ছিল।

তারপর ?

তারপর কী ?

তারপর কী হ'ল ?

ও সংক্ষেপে উত্তর দিল—'ও আমাকে ছেড়েগেল।'

কেন ?

ওর আর একজনকে ভালো লেগেছিল।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি কি তোমাদের ব্যাপারটা জানত ?

নিশ্চয়ই জানত। টনির সঙ্গে পরিচয় আমার চৌদ্দ বছর বয়েস থেকে। ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে পরিচিত হবার অনেক আগে থেকে।

আমি আশ্চর্য হলাম। বললাম, 'তুমি বলেছিলে তোমাদের এ ব্যাপারে ব্যালেস্ত্রিয়েরি কিছুই জানত না তাই এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সীকে নিয়োগ করেছিল।'

সিসিলিয়া স্বাভাবিক ভঙ্গীতে উত্তর দিল—'ব্যালেস্ত্রিয়েরি টনিকে হিংসে করত না। কারণ ও আমার জীবনে এসেছিল টনির পরে। টনির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সেটা ও আমার সঙ্গে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জানত। ও ঈর্ষাকাতর হ'য়েছিল টনি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে এই কথা ভেবে।'

কিন্তু 'অন্য কেউ' ব'লে কি কেউ ছিল ?

হ্যাঁ কিন্তু তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মাত্র কিছুদিনের।

সে সময় কি টনির সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক ছিল ?

না—এটা হ'য়েছিল টনির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হবার পর।

টনি ব্যালেস্ত্রিয়েরি সম্পর্কে জানত ?

তুমি কী ভাবছো! ব্যালেস্ত্রিয়েরি যদি জানত তবে কি আমাকে খুন করতো ?

কে তোমার সঙ্গে প্রথম সংসর্গ করে ?

টনি।

কত বছর বয়েসে ?

বললাম তো আমার তখন চৌদ্দ বছর বয়েস।

এখন কি টনির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর ?

কখনো সখনো দেখা হয়—'কেমন আছো' গোছের ভঙ্গী করি।

'আর একটা ব্যাপার সম্বন্ধে জানতে চাই'—আমি বললাম, 'ব্যালেস্ত্রিয়েরি

কি তোমাকে টাকা পয়সা দিতো ?

ও আমার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তারপরে ওর স্বভাবসিদ্ধ রহস্যময় ভঙ্গীতে বলল, 'হ্যাঁ দিত।'

বেশী না কম ?

সেটা নির্ভর করত—

কীসের ওপর নির্ভর করত ?

সিসিলিয়া আবার চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, 'আমি চাইতাম না—ওই জোর ক'রে দিত।'

কী বলতে চাইছো তুমি ?

'ও জোরজার করত। ও জানত টনির হাতে পয়সা থাকত না। সন্ধ্যেবেলা টনির সঙ্গে বেরোলে সিনেমা দেখার পয়সাও থাকত না। তাই ও জোর ক'রে আমাকে টাকা পয়সা দিত যাতে আমি টনিকে দিই।'

তাহ'লে ব্যালেস্ত্রিয়েরিই তোমাকে বাধ্য করত টনিকে টাকা দেবার জন্যে।

হ্যাঁ।

প্রথমবার কী ঘটেছিল ?

আমি ব্যালেস্ত্রিয়েরিকে ব'লেছিলাম যে আমার আর টনির কাছে টাকা থাকে না তাই আমরা সন্ধ্যেবেলা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। ও তখন দশ হাজারের একটা নোট বের ক'রে আমার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা নাও তাহ'লে তোমরা সিনেমাটিনেমা দেখতে পারবে।'

তুমি কী করেছিলে ?

'আমি নিতে চাইনি। কিন্তু ও আমাকে নিতে বাধ্য করল। আমাকে ভয় দেখাল যদি আমি টাকা না নিই তাহ'লে ওর সঙ্গে যে সংসর্গ করি একথা ও টনিকে ব'লে দেবে।'

তারপর থেকে তোমাকে টাকা দিয়ে যেতে লাগল ?

হ্যাঁ।

সে কি অনেক বেশী টাকা দিত ?

ব্যালেস্ত্রিয়েরি জানত যে টনির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তাই আমাকে ঘর সাজাবার আসবাবপত্র কেনার জন্যে টাকা দিত।

'সেই আসবাবপত্র কী হ'ল ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

ছাড়াছাড়ি হবার পর ওগুলো টনির কাছেই আছে।

আর মোটর গাড়িটা ?

কোন গাড়িটা ?

টনির গাড়ির টাকাও তো ব্যালেস্ত্রিয়েরি জুটিয়েছিল ?

হ্যাঁ ও দিয়েছিল—একটা ছোট্ট গাড়ি। একথা তোমাকে কে বলল ?

ব্যালেস্ত্রিয়েরির বিধবা স্ত্রী ?

ওঃ সেই মহিলাটি।

তুমি তাকে চেন ?

হ্যাঁ উনি আমার কাছে আসতেন—ব্যালেস্ত্রিয়েরির দেওয়া টাকা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে।

তুমি তাকে কী বলতে ?

আমি তাকে সত্যি কথাই বলতাম। তার স্বামী আমাকে টাকা নিতে বাধ্য করছে আর সেই টাকাও আমার কাছে নেই সব তার ইচ্ছামত টনিকে দিয়ে দিয়েছি।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি এভাবে কতদিন তোমাকে টাকা তোমাকে টাকা দিয়েছিল ?

প্রায় দু'বছর।

এই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে টনিকে কী বলতে ?

আমি বলতাম আমার এক বড়লোক কাকা আছে তিনিই আমাকে টাকাপয়সা দেন।

টনির সঙ্গে তোসার ছাড়াছাড়ি হবার পরও কি ব্যালেস্ত্রিয়েরি তোমাকে টাকা দিত ?

হ্যাঁ এখন তখন যখন আমি টাকা চাইতাম তখনই দিত।

তারপরে তোমার জীবনে যে লোকটি এল যাকে ব্যালেস্ত্রিয়েরি ঈর্ষা করত—তাকেও কি তুমি টাকা দিতে ?

না দরকার পড়ত না। কারণ সে ছিল এক কারখানার মালিকের ছেলে।

'সেও কি তোমাকে ছেড়ে গেল ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না তাকে আমিই ছেড়ে এসেছিলাম। 'কারণ তাকে আমার আমার ভালো লাগত না।' সিসিলিয়া বলল।

তাহ'লে কা'কে তোমার ভালো লাগত ?

তোমাকে। তোমার বোধহয় মনে আছে কাড়জোরে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত। আমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সেই সময়ই আমি সেই লোকটিকে ছেড়ে এসেছিলাম।

ব্যালেস্ত্রিয়েরি কি জানত তোমার ওপর আমার দুর্বলতা আছে ?

না।

আমার সম্পর্কে কি কখনো ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে কথা বলেছো ?

হ্যাঁ একবার। ও তোমাকে সহ্য করতে পারত না।

আমার সম্পর্কে কী বলেছিল ?

বলেছিল যে তুমি বড্ড অহঙ্কারী।

অহঙ্কারী ?

হ্যাঁ ও তোমার ছবিকে ঘেন্না করত। বলতো যে তুমি জানই না কী ক'রে ছবি আঁকতে হয়।

এই কথোপকথন থেকে একটা জিনিস বুঝলাম যে সিসিলিয়া যে অসতী এটা আমি নিজের কাছে প্রমাণ করতে পারবো না। সিসিলিয়া অসতী নয় অথবা একথাও বলা যাবে না যে ও কিছু টাকাপয়সা দাঁও মারতে চেয়েছিল। এটা পরিষ্কার যে ব্যালেস্ত্রিয়েরি নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কীভাবে? না টনির খরচ চালাবার জন্যে সিসিলিয়াকে টাকা দিয়ে। অথচ টনিকে সে কথা জানতে না দিয়ে। অন্যদিকে সিসিলিয়া আবার ব্যালেস্ত্রিয়েরির এই মানসিক বৈশিষ্ট্য ঠিক ধরতে পারে নি বা বুঝতে পারে নি। যা হোক যে ক'রেই হোক সিসিলিয়া ভালোবাসার আর অর্থের জগৎকে আলাদা ক'রে রাখতে পেরেছিল। ব্যালেস্ত্রিয়েরি আর আমি দু'জনেই দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে ওকে আমরা টাকা দিয়েছি। কিন্তু ওর দিক থেকে ও পরিষ্কারভাবে বলতে পারে যে ওকে টাকা দেওয়া হয় নি। সিসিলিয়ার সঙ্গে আমার ব্যবহার ব্যালেস্ত্রিয়েরির ব্যবহারের সঙ্গে ক্রমেই হুবহু মিলে যাচ্ছে। পার্থক্য শুধু এই যে ঐ বৃদ্ধ অনেক বেশীদূর এগিয়েছিল আর আমি ততটা এগোতে পারিনি। কিন্তু আমার ভুলের মাত্রা তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ ব্যালেস্ত্রিয়েরির সামনে তার কোন পূর্বাদর্শ ছিল না অর্থাৎ তার আগে এই অসম প্রেমের কোন নমুনা তার সামনে ছিল না। কাজেই খুবই স্বাভাবিক সে বুঝতে পারে নি কোথায় তার থামা উচিত। কিন্তু আমার সামনে উদাহরণ ছিল সে হচ্ছে ব্যালেস্ত্রিয়েরি। এই উদাহরণই আমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছিল যে ঝুঁকি আমি নিচ্ছি তার প্রতিপাদ। তা' সত্ত্বেও যে ভুল ব্যালেস্ত্রিয়েরি করেছিল আমিও সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি করছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি এই ভুল করার মধ্যে দিয়ে আনন্দও পাচ্ছিলাম।

এর মধ্যে সিসিলিয়া প্রতিদিন লুসিয়ানির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ চালাচ্ছিল। যে দিনগুলোতে ও আমার কাছে আসতো সেই দিনগুলোতেও। আমি শুধু কল্পনা করতাম যে সিসিলিয়া আমাকে প্রতারণা করছে। অনেকদিন পরে সেই কল্পনা সত্য হ'ল যে ও সত্যিই আমাকে প্রতারণা করছে। আমি এইজন্যে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে চাইলাম আর তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাইলাম। যেহেতু সিসিলিয়াকে আমি সম্পূর্ণভাবে পাচ্ছিলাম না—তাই এই অসম্পূর্ণতা থেকেই গড়ে উঠেছিল আমার ভালোবাসা। একদিকে একঘেয়েমি অন্যদিকে দুঃখ এই দু'টোর মধ্যে আমি পাক খাচ্ছিলাম। শুধু যৌনসংসর্গ ছাড়া অন্যভাবেও ওকে পাবার চেষ্টা করেছিলাম। অথচ সেটা ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছিল।

অর্থহীন, রুদ্ধ সংসর্গের পুনরাবৃত্তি হ'য়েছে শুধু। এসবও ব্যর্থ হ'ল। অথচ বারবার তাই ঘটতে লাগল সিসিলিয়ার প্রতারণা থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারিছিলাম না ওর প্রতারণায় ধরাই দিচ্ছিলাম। লুসিয়ানির সঙ্গে ওর সম্পর্কটাকে শান্তভাবে মেনে নিচ্ছিলাম শুধু মেনে নেওয়া নয় ভাগ ক'রে নিচ্ছিলাম। ব্যালেস্ত্রিয়েরিও ঈর্ষাকাতর হয়নি, কারণ ব্যালেস্ত্রিয়েরি ধ'রে নিয়েছিল যে সিসিলিয়া টনির প্রতি অবিশ্বস্ত ছিল তার প্রতি নয়। আমিও নিজেকে এই ভেবে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম যে সিসিলিয়া ঐ অভিনেতা লুসিয়ানির সঙ্গে সংসর্গ করে কিন্তু ঐ অভিনেতা জানে না যে সিসিলিয়া আমার সঙ্গেও সংসর্গ করে। অন্যভাবে বলা যায় আমি ভাবতাম লুসিয়ানি যেন ওর নির্বোধ স্বামী আর আমি ওর প্রেমিক। কোন প্রেমিকই প্রেমিকার স্বামী সম্বন্ধে ঈর্ষাকাতর হয় না। কারণ স্ত্রীকে কীভাবে গ্রহণ করতে হয় এসব স্বামীরা জানে না। কাজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম—লিসিলিয়া আমার প্রতি অবিশ্বাসিনী। আমি লুসিয়ানির ব্যাপারটা জানি কিন্তু লুসিয়ানি আমার ব্যাপারটা জানে না। তা ছাড়া লুসিয়ানি ওর জীবনে এসেছে আমার পরে। কাজেই সিসিলিয়া ওর প্রতি অবিশ্বাসিনীর কাজ করছে আমার প্রতি নয়। সবশেষে টাকা পয়সার ব্যাপার। এই ব্যাপারটা ব্যালেস্ত্রিয়েরির বেলাও ঘটেছিল। আমি সিসিলিয়াকে টাকা দিচ্ছি আর লুসিয়ানি সেই টাকা খরচ করছে। নিজে একপয়সাও সিসিলিয়াকে দিচ্ছে না। কাজেই ও প্রতারণা করছে লুসিয়ানির সঙ্গে আমার সঙ্গে নয়। অসম্ভব নয়—সিসিলিয়া আমার কাছে আসে টাকার জন্যে আর লুসিয়ানির কাছে যায় ভালোবাসার জন্যে। কিন্তু সিসিলিয়া টাকা পয়সার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দিচ্ছিল না। টাকাপয়সার ব্যাপারে বোধ হয় ওর আমার মধ্যে একটা আবেগের সম্পর্ক গড়ে তুলছিল। যেহেতু লুসিয়ানি ওকে টাকাপয়সা দেয় না। কাজেই সিসিলিয়া ওর প্রতি অবিশ্বাসিনীর কাজ করেছে আমার প্রতি নয়। আর—এভাবেই চিরকাল ধ'রে চলবে।

আমার স্বপক্ষে আমি এইসব ভেবেছি। কিন্তু এসবের পরেও একটা অপরিবর্তনীয়—নগ্ন সত্য থেকে যায়। সেটা হচ্ছে সিসিলিয়া লুসিয়াসির সঙ্গে সংসর্গ করে। যতদিন ও এসব চালিয়ে যাবে তভদিন আমি ওকে সম্পূর্ণরূপে পাবো না। অসম্পূর্ণরূপে পাওয়াটা পাওয়া নয়। এই অসম্পূর্ণরূপে পাওয়ার হতাশা থেকে আমাকে বাঁচাতে পারতো একমাত্র সিসিলিয়া। কিন্তু ওর বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে ওর জীবনে একইসঙ্গে দু'জনের উপস্থিতির সমস্যার ও সমাধান করেছে। কাজেই অভিনেতা লুসিয়ানি সম্পর্কে ও আমার সঙ্গে সহজভঙ্গীতেই কথা বলে। লুসিয়ানির সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন এই নিয়ে কথা বলতে ওর বাধে না। এমন কি ওর সঙ্গে সংসর্গকালে ওর দৈহিক অনুভূতিরও বর্ণনাও করে কিছুই লুকোয় না। কোন আত্মপ্রসাদও নয়

হিংস্রতাও নয়—কিছুটা অমনোযোগের সঙ্গেই ও আমার প্রশ্নের জবাবে বলে, 'ও এটা লুসিয়ানির কাণ্ড। ও জায়গায় কামড়ে দিয়েছে।' অথবা—'লুসিয়ানিই আমার পোষাকে এই দাগটা ফেলেছে কারণ আমরা পোষাক না খুলেই সংসর্গ করেছিলাম।' এসব সিসিলিয়া বানিয়ে বলতো না। ও খুব সহজ ভঙ্গীতেই এই সত্যকথাগুলো বলত।

সিসিলিয়া নিশ্চত হ'য়েছিল যে এসব সত্যকথা শুনে আমি মোটেই আঘাত পাই না। তাই আমার সামনেই ও টেলিফোন ক'রে লুসিয়ানির সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের সময় স্থান ঠিক করে। তারপর আমাকে ওর সঙ্গে লুসিয়ানির ফ্ল্যাট পর্যন্ত যেতে অনুরোধ করে। শেষের দিকে গাড়ি ক'রে একদিন ওকে লুসিয়ানির ফ্ল্যাট যে এলাকায় সেই ভিয়া আর্কিমিডে নিয়ে যাচ্ছি ও হঠাৎ আমাকে বলল, 'খুব ভালো লাগবে আমার যদি তুমি আর লুসিয়ানি পরস্পরের পরিচিত হও, বন্ধু হও।' আমি কিছু বললাম না। চিন্তা ক'রে দেখলাম—সিসিলিয়া নিজের কল্পনায় এক জগৎ সৃষ্টি করেছে যার সঙ্গে আমাদের জগতের কোন মিল নেই। ওর জগৎ—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো সীমাহীন। সেখানে কোন মেয়েরই মাত্র একজন পুরুষ নেই।

কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছিলাম। আস্তে আস্তে, এই কষ্টের মধ্যে দিয়ে একটা উড়নচণ্ডে চিন্তার আমার মাথায় এল। ভেবে অবাক হলাম এই চিন্তাটা আগে মাথায় আসেনি কেন। সিসিলিয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই পথ সেটা হচ্ছে ওকে বিয়ে করা। সিসিলিয়া সম্পর্কে আমার কখনো একঘেয়েমি আসেনি। ওকে রক্ষিতা হিসেবে পেয়েছি হ'লেই এটা হয়নি। কিন্তু একবার ওকে বৌ হিসেবে পেলে আমি নিশ্চিত কিছুদিনের মধ্যেই একঘেয়ে হ'য়ে উঠবেও। এইভাবে বিয়ে করার ভাবনাটা আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। যে বিয়ে করতে যায় ভবিষ্যতের অশেষ ভালোবাসার কথা ভেবে সে উৎফুল্ল হয়। আমার ব্যাপারটা উল্টো। আমি ভালোবাসা নিঃশেষ করবার জন্যে বিয়ে করতে চাই। আমার স্বপ্নটা উল্টো। ভেবে আনন্দ পেলাম যে একবার বিয়ে হ'লে সিসিলিয়া সাধারণ গেরস্তঘরের বৌ হ'য়ে যাবে। সামাজিক, সুখী কোন রহস্যই আর ওর মধ্যে থাকবে না। ও থিতু হ'য়ে বসবে। সিসিলিয়ার আজকের প্রবঞ্চনার মনোভাবের কারণ হয়তো ওর বিয়ের প্রতি আকাঙ্ক্ষা। হয়তো ও প্রবৃত্তিগতভাবে প্রেমিকদের মধ্যে ওর স্বামীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পেলেই ও থামবে শান্ত হবে। আমি স্থির করলাম ওকে আমি সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্ত রীতি অনুযায়ী বিয়ে করবো। বিয়ের পর বেশ কিছু সন্তানের জননী করবো। এই সন্তানরাই ওকে আর রহস্যময়ী মা হ'য়ে থাকতে দেবে না।

এই বিয়ের ধারণাটা অসম্ভব মনে হ'তে পারে। কারণ ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আর্থিক এবং দৈহিক। কারো বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে সেই আগুন থেকে

সিগারেট ধরানোর মত। কিন্তু আমি তো সামাজিক সব সম্পর্কই চুকিয়ে দিয়েছি। বিশেষ মা যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের সঙ্গে। দায়িত্বহীন, মূল্যহীন এক জীবন আমার একঘেয়েমিই আমার জীবনে এই শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। আমার পক্ষে বিয়ে অর্থহীন প্রায় মৃত্যুতুল্য। তবু হয়তো বিয়ে দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সাধিত হ'তেও পারে—একথাটাও ভাবলাম।

ঠিক করলাম বিয়ে ক'রেই আমি ভিয়া আপ্পিয়ার ভিলাতে মার সঙ্গে থাকবো। বিয়ে, সেই ভিলা, আমার মা—আর আমার মা'র জগৎ—এই সব কিছু মিলে এক জটিল যন্ত্র সৃষ্টি করবে। সিসিলিয়া তার আকর্ষন নিয়ে, তার ভয়ংকরী রহস্যময়তা নিয়ে এই যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করবে—সেখান থেকে সাধারণ মধ্যবিত্ত বিবাহিতা মেয়েদের মত সন্তান জন্ম দিতে থাকবে।

বিয়ের চিন্তাটা আমার মধ্যে এসেছিল হঠাৎই সিসিলিয়া আর লুসিয়ানির মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে দেবার এটা নিশ্চিত উপায় ব'লে আমি ধ'রে নিলাম। সত্যি যখন ও আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে তখন লুসিয়ানির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ওকে চুকিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এটাও সত্য সিসিলিয়া আমার স্ত্রী হ'লে লুসিয়ানি বা অন্য কোন প্রেমিকের সঙ্গে ও সম্পর্ক রাখছে কিনা সেটা আমি বিবেচনাতেই আনবো না।

আমি নিশ্চয় বলবো, এতে সিসিলিয়ার প্রেমবন্ধন থেকে আমি মুক্তি পাবো। বিয়ে হ'লে সামান্য আশার আলো আছে যে, হয়তো আমি আবার ছবি আঁকতে শুরু করবো। ও মা'র কাছে থাকবে। আমার চিন্তার দিগন্ত অন্ধকারে ঢেকে দিতে পারবে না। ভেবে দেখলাম সিসিলিয়াকে ছেলেপুলে নিয়ে ওর সামাজিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। তার মধ্যে আমি বাগানের মধ্যেখানে আমার স্টুডিওতে সৎ আর খুব বুদ্ধিদীপ্ত ছবিগুলো আঁকতে পারবো। ব্যালেস্ত্রিয়েরির অশ্লীল ন্যুড ছবিগুলোর থেকে আমার ছবিগুলো হবে স্বতন্ত্র। এমন বিমূর্ত ছবি আঁকবো বিমূর্ত চিত্র ধারা সৃষ্টির শুরু থেকে কেউ যে ছবি আঁকতে পারি নি। সবশেষে বাচ্চাকাচ্চাসমেত সিসিলিয়াকে মার কাছে রেখে আমি এই ভিয়া মারগাণ্ডার স্টুডিওতে ফিরে আসবো।

এই চিন্তা আমার পূর্বেকার চরিত্র আর ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বস্তুতঃ আমার সমস্যা অন্যরকম। সিসিলিয়ার সঙ্গে প্রেম আর ছবি আঁকা এই দু'টো পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নয়। তারা আলাদা। আমি যে ছবি আঁকতে পারছিলাম না তার কারণ সিসিলিয়ার প্রতি আমার প্রেম নয়। আসলে আমি অক্ষম হ'য়ে পড়েছিলাম। সিসিলিয়াকে যেমন সম্পূর্ণরূপে পাচ্ছিলাম না তেমনি ছবি আঁকতেও পারছিলাম না। কাজেই সিসিলিয়ার প্রেম থেকে মুক্ত হ'লেই আমি ছবি আঁকতে পারবো—এটা ঠিক নয়। তাছাড়া মা'র ভিলা বাড়ি আমার বরাবরই অপছন্দ। অপছন্দ মা'র টাকা, মা'র সামাজিক জগৎ।

তাই ভিয়া মারগাওাতে স্টুডিও করেছিলাম। কারণ মা'র ওখানে আমার পক্ষে ছবি আঁকা অসম্ভব ছিল। এখন ভাবছি আমার মা'র কাছে ফিরে যাব মা'র কাছে থাকবো। সেই বাড়ি আর সেই জগৎ যেসব আমি ঘৃণা করি। এর আর কী ব্যাখ্যা দেব? ব্যাখ্যা একটাই সেটা হচ্ছে মানবাত্মার ভিত্তিতেই রয়েছে বৈপরীত্য। বাস্তবিক আমি মরীয়া হ'য়ে উঠেছিলাম। মা'র ভিলায় ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে আত্মহত্যার সামিল—এটা যে যা বুঝেছিলাম তা তা' নয়। কিন্তু বর্তমান অবস্থা থেকে সেটাও আমার কাম্য ছিল। যদি এর দ্বারা সিসিলিয়ার হাত থেকে মুক্তি পাই।

গ্রীষ্মকাল এসে গেল। রোজকার মত সেদিন সকালেও সিসিলিয়াকে ফোন করলাম। স্টুডিওতে আর নয়। আমরা দু'জনে গাড়ি ক'রে রোমের বাইরে বেড়াতে যাবো। জানতাম সিসিলিয়া বাইরে বেরোতে পারলে খুব খুশী হয়। সিসিলিয়া উত্তেজনায় অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে ব'লে উঠল—'নিশ্চয়ই যাবো।' তারপর যোগ করল—'তাহ'লে আজকে সারাদিন আমরা একসঙ্গে থাকবো। একেবারে বিকেল পর্যন্ত। আমি যাবো।'

'ব্যাপার কি?' আমি একটু শ্লেষের সঙ্গে বললাম, 'তোমার সেই প্রচণ্ড রাগী বাবা আমার সঙ্গে বাইরে যেতে অনুমতি দেবে?' লুসিয়ানির ব্যাপারে গোপনীয়তার জন্যে এমনি একটা মিথ্যের আশ্রয় ও নিয়েছিল। আমি সেটাই মনে করিয়ে দিলাম। ও কিন্তু খোলাখুলি বলল, 'এটা তা' নয়! কারণ লুসিয়ানির সঙ্গে আজ বিকেলে দেখা হবে না। কাজেই ভাবলাম তুমি হয়তো আজকে সারাদিন আমার সঙ্গে থাকতে চাইবে।'

লুসিয়ানিকে তার এই উদারতার জন্যে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দিও।

এই দেখ তুমি কেমন তোমাকে সত্য কথা বলবার উপায় নেই।

ঠিক আছে এগারোটা নাগাদ আমি তোমাকে তুলে নেব। তারপর একসঙ্গে দুপুরের খাওয়া খাবো।

'না—এগারোটার সময় নয়। ও সময় হবে না। আমি লুসিয়ানির সঙ্গে দুপুরের খাওয়া খাবো।'

আমিও তাই ভাবছিলাম—সারাদিন ওকে না দেখে থাকবে এ হয় না।

আমি স্টুডিওতে তিনটের সময় যাবো।

ঠিক আছে তিনটের সময়।

সিসিলিয়া ঠিক সময়মতো এল। পরনে সবুজরঙের নতুন পোষাক। আমি বললাম যে ওকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'এটা তোমার টাকায় কিনেছি—এটাও'—ও জুতোজোড়া দেখাল। পা বাড়িয়ে

মোজা দেখিয়ে বলল, 'এটাও'। তারপর বলল, 'আসলে নীচে ওপরে যা পরেছি সবই তোমার টাকায় কেনা।'

গাড়ি চালিয়ে যখন রাস্তায় পড়লাম তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম—'তুমি এটা বললে কেন?'

কারণ তুমি একবার বলেছিলে আমি এসব বললে তুমি খুশী হও।

তা' ঠিক। কিন্তু আমি আরো জানি তুমি আমার শুধু ওপরে নীচে নও—ভেতরেও।

'ভেতরে কোথায়?' ও জানতে চাইল।

ভেতরে।

সিসিলিয়া ওর সেই শিশুসুলভ হাসি হেসে উঠল। বলল, 'ভেতরে আমি কারো নই। ভেতরে তো আছে ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড লিভার আর পাকযন্ত্র। ওসব নিয়ে তুমি কী করবে?' ও খুব উৎফুল্ল ছিল আমি সে কথাটাই বললাম। ও সহজ সুরে বলল, 'আমি উৎফুল্ল কারণ তুমি আমার সঙ্গে আছো।'

এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে, এ মোড় সে মোড় পেরিয়ে আমরা ফ্রিজিন এর দিকে চললাম। সিসিলিয়া আড়ষ্ট হ'য়ে আমার পাশে ব'সে ছিল। মাথা উঁচু, কোকড়ানো চুলের গুচ্ছ ওর মুখে এসে পড়েছে, কোলে হাত রাখা। কখনো সখনো আমি ওর দিকে বাঁকা চোখে তাকাছিলাম। ওর যে রহস্যময়তা সেটা আবার লক্ষ্য করলাম। এইজন্যে ও একইসঙ্গে কামনা জাগায় আবার ছলনাময়ীও। ওর শিশুসুলভ মুখমণ্ডল। কিন্তু শুকনো, সরু মুখের রেখা তার বিপরীত। ওর রোগাটে কাঁধের সঙ্গে ওর পূর্ণ ভারী বুকের কোন মিল নেই। কোমরের কৃশতার সঙ্গে ওর সুগোল ভারী নিতম্ব আর পেশল উরুর কোন মিল নেই। ওর কোলে পড়ে আছে ওর হাত দু'টো—বড়, বিশ্রী হাত সাদাটে হাত—আকর্ষণীয় হ'লেও সুন্দর যদি বিশ্রীকে সুন্দর বলা যায়। ওকে এত খুশী কখনো দেখিনি। ও ঠিক যেন ওর মতই হ'য়ে উঠেছে। ও একইসঙ্গে বিরক্তিকর আর ছলনাময়ী হ'য়ে উঠেছে।

রোমের বাইরে গিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম সন্ধ্যে ছ'টার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না। সে সময় আমরা স্টুডিওতে ফিরে আসবো। এখনও দশ ঘণ্টা হাতে আছে। অন্ততঃ দুবার সংসর্গ করা যাবে। এখন একবার তারপর রাত্রে রাতের খাওয়া দাওয়ার পর। এখন—কোন মাঠের সুবিধেমত জায়গায় রাতের খাওয়া দাওয়ার পর স্টুডিওতে।

রাস্তাটায় চড়াই উৎরাই। দু'পাশে বৃক্ষশূন্য পাহাড়। পাহাড়গুলো বড় বড় ঘন নীলচে সবুজ ঘাসে ভরা। গত দু'মাস যথেষ্ট বৃষ্টি হ'য়েছে। জল ভেজা মাটি থেকে ঘাসগুলো গজিয়েছে। আকাশ এখনও পরিষ্কার হয়নি।

জলের ভারে যেন কালো মেঘগুলো নীচে নেমে এসেছে। আমি একটা সুবিধে মত জায়গা খুঁজতে লাগলাম। খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না সুবিধেমত জায়গা। হয় জায়গাটা রাস্তার খুব কাছে, অথবা কোন খামার বাড়ির কাছে অথবা খাড়াই এর ধারে। কয়েক মাইল গেলাম। কেউ কোন কথা বলছি না। আমার কামনা তখন প্রায় অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। অবশেষে একপাশের রাস্তার কাছে থামলাম। সিসিলিয়া জানতে চাইল—'আমরা কি সমুদ্রের কাছে যাবো না ?'

'আমরা এখন একটা নির্জন জায়গায় যাবো সংসর্গ করবো' উত্তর দিলাম—'তারপর সমুদ্রের দিকে যাবো।'

ও কোন কথা বলল না। আমি সাদারঙের পাথুরে গ্রাম্য রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালালাম। আধমাইলটাক যাবার পর চারিদিকের দৃশ্যের পরিবর্তন হ'ল। ভেড়া আর ঘোড়া চড়ে বেড়াচ্ছে এরকম মাঠ পাওয়া গেল। এখানে পাহাড়গুলো বৃক্ষবহুল, ঘন। এরকম জায়গাই আমি চাইছিলাম। একটা কাঠের বেড়ার ধারে গাড়িটা থামালাম। আমি সিসিলিয়াকে বললাম, 'চলো—নামা যাক।'

ও মেনে নিল। নেমে একপাশে স'রে দাঁড়িয়ে আমাকে আগে যেতে দিল। জানি না কেন। আমি বললাম, 'তুমি আগে আগে যাও।' ও কোন প্রতিবাদ করল না। বেড়ার একটা গেট সরিয়ে—নীচের দিকে হেঁটে চলল। একটা সরু নুড়ি পথ। লম্বা ঘন ঘাসে ভরা পথ। ঘাস মাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। তখন আমি বুঝলাম কেন ওকে আগে আগে যেতে বলেছি। আমি দেখতে চাইছিলাম ওর ভারী নিতম্বের দোলন। জানি এর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। একটি মেয়ে কোন পুরুষের মধ্যে যেমন যৌন-আকর্ষণ সৃষ্টি করে এটা তার বেশী কিছু নয়। যদি ওর সামনে সামনে আমি যেতাম তাহ'লে কেমন যেন আমার মনে হ'ল আমি ও পথপ্রদর্শক হ'য়ে যেতাম। এইভাবে ওকে সামনে যেতে দিয়ে নিজেকে বোঝালাম এই দৈহিক আকর্ষণ আমার সঙ্গে সম্পর্কহীন। আসলে ঐ জঙ্গলের কোন জায়গায় যে সুখ ও পাবে এটা সেই সুখেরই দোলন। সেই সুখ আমিই ওকে দেব কিন্তু সেই সুখের ভাগীদার আমি নই। আমি একটা যন্ত্রমাত্র।

ঘাসের মধ্যে দিয়ে আমরা নিঃশব্দে চললাম। মাথার ওপর মেঘ—অনেকটা ঝুলে এসেছে। মেঘগুলো ফুলে আছে পোয়াতি মেয়ের পেটের মত। বাতাস ভেজা ভেজা, গরম। অনেক রকমের পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। আমি সিসিলিয়ার নিতম্ব দেখছি। জঙ্গলের কাছাকাছি আমরা এলাম। ওর ভারী নিতম্বের দোলনকে মনে হচ্ছে একটা যন্ত্রের মত একঘেয়ে ছন্দে দুলে চলেছে। ওর এই দোলনের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই যখন একটু পরেই ও চিৎ

'তোমার জন্যেই এটা করবো।' আমি বললাম।

'আমিও এসবে বিশ্বাস করি না।'

তুমি এসবে বিশ্বাস করো না? অথচ তুমি তো বলেছিলে বারো বছর বয়েস পর্যন্ত তুমি ধর্মসাজিকাদের তত্ত্বাবধানে ছিলে।

ওসবের কোন অর্থ নেই। যখন ধর্মসাজিকাদের সঙ্গে ছিলাম তখনও আমি এসব বিশ্বাস করতাম না।

তাহ'লে কীসে বিশ্বাস কর তুমি?

মনে হ'ল সিসিলিয়া এক মুহূর্ত কী ভাবল তারপর আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে শুকনো গলায় সংক্ষেপে বলল কোন কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি যে এসবে বিশ্বাস করি না তার পেছনে আমার কোন ভাবনা চিন্তা নেই। বিশ্বাস করিনা—ব্যস্। এসব নিয়ে আমি এখনও ভাবে না। আমি যে কোন বিষয় নিয়ে ভাবি ধর্মটর্ম বাদে। যখন এসব নিয়ে আমি ভাবি না তখন এসবের কোন অস্তিত্বও আমার কাছে নেই। ভালোমন্দ বুঝিনা ধর্মের কোন অস্তিত্ব আমার কাছে নেই।'

ধীরে গাড়ি চালিয়ে প্রায় থামাবার সময় বললাম, 'তোমার এখন এসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে। কিন্তু অসম্ভব নয় তুমি হয়তো এই নিয়ে কখনো কোনদিন ভাববে।'

সিসিলিয়া একমুহূর্ত চুপ ক'রে বসে রইল। তারপর উত্তর দিল—'আমার তা মনে হয় না। যখন ধর্মসাজিকাদের সঙ্গে থাকতাম তখনও এসব নিয়ে ভাবতাম না। ঐ ধর্মীয় আবহাওয়ার মধ্যেও নয়। তাহ'লে কনভেণ্ট এর বাইরে এসে এখন ওসব ভাবতে যাবো কেন? এখন তো অনেককিছু ভাববার আছে। জানো-যখন ধর্মসাজিকাদের সঙ্গে প্রার্থনাসংগীত গাইতাম তখন আমি কী ভাবতাম?

'কী?' আমি জানতে চাইলাম।

ঘড়ি সম্বন্ধে ভাবতাম।

ঘড়ি সম্বন্ধে?

হ্যাঁ। ঘড়িটার একটা পেণ্ডুলাম ছিল। আমি ওটার দোলন লক্ষ্য করতাম। যখন প্রার্থনাসংগীত গাইতাম আমি সেকেণ্ড মিনিট গুণতাম।

এসব প্রার্থনাসংগীত তোমার কাছে খুব একঘেয়ে লাগতো?

হ্যাঁ।

কেন?

কারণ চূড়ান্ত একঘেয়ে লাগে এরকম অনেক জিনিসই আছে। তবু সে সবের কিছু উদ্দেশ্য-আছে কোন কাজে লাগে। কিন্ত প্রার্থনাসংগীত কোন কাজেই লাগে না।

তুমি জানো না। কোনদিন হয়তো এসব অর্থহীন মনে হবে না।

আমার তা' মনে হয় না। আমি তো এমন দিন ভাবেতেই পারি না যেদিন আমি ধর্মের প্রয়োজন বোধ করবো। ধর্ম অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

অপ্রয়োজনীয় ?

হ্যাঁ—কীভাবে সেটা ব্যাখ্যা করবো ? যদি ধর্মটর্ম ব'লে কিছু থাকতো তাহ'লে সবকিছুই একটা নির্দিষ্ট পথে চলতো। যদি এর অস্তিত্ব নাও থাকে তবু সেটা নির্দিষ্ট পথেই চলবে। কোনকিছুরই পরিবর্তন নেই। কাজেই এটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস।

তাহ'লে পৃথিবীর অনেককিছুকেই অপ্রয়োজনীয় বলা যায়।

কী কী অপ্রয়োজনীয় ?

মানে—উদাহরণস্বরূপ—শিল্প। তুমি যেমন বলছো সেভাবেই বলা যায় শিল্পের অস্তিত্ব থাক বা না থাক সবকিছুই ঠিকমত চলবে। আমি বললাম।

সিসিলিয়া বলল, 'কিন্তু শিল্পী তো শিল্পকে উপভোগ করে। যেমন ব্যালেস্তিয়েরি করতো তুমি কর। অপরপক্ষে ধর্ম—একঘেয়ে ব্যাপার। কনভেন্টে থাকার সময় আমার মনে হ'য়েছে ধর্মসাজিকারা একঘেয়েমিতে ভুগছে —ধর্মসাজকরাও তাই। এই ধর্মপ্রচারকদের সকলেরই এক অবস্থা। গীর্জায় গিয়ে লোকেরা কী একঘেয়েমিই না বোধ করে। গীর্জায় গিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে দেখ—কী প্রচণ্ড একঘেয়েমি ওদের মধ্যে।

এই প্রথম সিসিলিয়া আমাকে একঘেয়েমির ব্যাপারে কিছু বলল। আমার ঔৎসুক্য জাগল। আমি একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না।—'তুমি নিজে কখনো একঘেয়েমি বোধ করেছো ?'

হ্যাঁ কখনও কখনও।

একঘেয়েমির সময় তুমি কী বোধ কর ?

একঘেয়েমি বোধ করি।

একঘেয়েমি কী ?

কী ক'রে সেটা ব্যাখ্যা করব। একঘেয়েমি মানে একঘেয়েমি।

আমি বলতে চাইলাম, 'একঘেয়েমি হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সমস্তরকম সম্পর্কের বিচ্ছেদ। আমি যে-তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি তার মূলে রয়েছে তোমার সম্পর্কে আমি একঘেয়ে হ'তে চাই। তাই তুমি আমার কাছে একঘেয়ে লাগলেই আমার কষ্টের শেষ। তোমার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্কেরও শেষ। কাজেই, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমার জীবনে তোমার আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তোমার জীবনে যেমন ধর্মের অস্তিত্ব নেই।' কিন্তু কথাটা বলতে আমার সাহসে কুলোল না। তাছাড়া আমাদের কথোপকথনে বাধা দিয়ে সিসিলিয়া হঠাৎ আমার গালে হাত বাড়িয়ে ঠেলা দিয়ে ব'লে উঠল—'চলো এখন তোমার মা'র

তখন রোমের সমাজে একজন বিবাহিতা মহিলা। রোমের অভিজাত এলাকায় যেসব মহিলাদের দেখে থাকো তেমনি।'

তবুও সিসিলিয়া কিছু বলল না। উত্তেজিত আমি ওর দু'হাত চাপতে চাপতে ব'লে চললাম, 'আমাদের ছেলেপুলে হবে আমি ছেলেপুলে চাই। তুমি যে কোন সংখ্যক সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম। আমি দেখবো যা'তে তুমি দু'টো, চারটে, ছ'টা আটটা—যতখুশী সন্তান জন্ম দিতে পারো।'

সিসিলিয়া তবু নীরব। ওর নীরবতায় আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমি দ্রুত জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা তুমি কী মনে করো?'

অবশেষে ও মনস্থির ক'রে বলল, 'আমি এই মুহূর্তে এইভাবে কিছু বলতে পারবো না।' শান্তস্বরে বলল, 'আমাকে সবকিছু ভেবে দেখতে হবে।'

'হ্যাঁ ভেবে দেখ। তোমার উত্তর কি কালকে জানাবে অথবা পরশু? ঠিক আছে যখন তুমি পারো।' হঠাৎ আমি বললাম, 'চলো এক্ষুণি মা'র কাছে যাই। তোমাকে আমার ভাবী স্ত্রী হিসেবে পরিচিত করাবো।'

আমার কেমন মনে হ'ল সিসিলিয়া বোধহয় আমার কথা বিশ্বাস করছে না। আমার মা' যে বড়লোক এটা ও স্বচক্ষে দেখে বুঝুক আমি তাই চাইছিলাম। তা ছাড়া—ভাবী স্ত্রী হিসেবে ওকে পরিচয় দিলে সিসিলিয়াকে প্রায় বাধ্য করা হবে আমার প্রস্তাবে রাজী হ'তে।

'আজকেই কেন তোমার মা'র কাছে নিয়ে যেতে চাইছো?' সিসিলিয়া বলল, 'অন্য কোনদিন আমাকে পরিচিত করাতে পারো।'

না—আজকেই সবচেয়ে ভালো; তুমি তাহ'লে মা'কে বুঝতে পারবে আর আমার পরিবারের ব্যাপারেও তুমি একটা ধারণা করতে পারবে।

কিন্তু তোমার বাগ্‌দত্তা হিসেবে আমাকে পরিচিত করাতে পারো যা। কারণ এখনো তোমার সঙ্গে আমার সে সম্পর্ক হয় নি।

তা'তে কী হ'য়েছে? যদি আমরা বিয়ে না করি মা'কে তখন বুঝিয়ে বলবো যে তুমি মত পরিবর্তন করেছো।

'আমি আজকেই তোমাকে আমার উত্তর জানাবো।' কথাটা সিসিলিয়া হঠাৎ ব'লে বসল। অদ্ভুত ভঙ্গীতে কথাটা বলল। মনে হ'ল ও যেন সিদ্ধান্তে এসে গেছে। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই সেই সিদ্ধান্ত জানাবে।

'আজকে সন্ধ্যেবেলা জানবো।' ও বলল।

সন্ধ্যেবেলা কেন? এখন বলো।

না। আজকে সন্ধ্যেবেলা।

আমি কিছুই বললাম না। কষা ব্রেক ছেড়ে দিলাম। গাড়ী চলল। আমি এখন সিসিলিয়ার জন্যে অত্যন্ত কামনা বোধ করলাম। মনে হ'ল বিয়ের প্রস্তাবটা তার কাছে অকিঞ্চিৎকর। চিরকালের ভালোবাসার কথা ছেড়েই দিলাম শুধু

ওকে একবার জড়িয়ে ধরবার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। শুধু একবার ওকে সত্যিকারের পাওয়া পেতে চাই। বদলে যদি শয়তানের সঙ্গে চুক্তি ক'রে আমার আত্মাকে বিক্রী করতে হয় আমি তা'তেও রাজী। কথাটা খুব রোমাণ্টিক শোনাল অবশ্য। অন্ততঃ এই বিকিকিনির ক্ষেত্রে। তা হোক তবু ঐ ক্ষণে আমার মনে হ'ল এটা বাস্তবে ঘটতে পারে। পরলোকে আমার বিশ্বাস নেই। এই জীবনেই এটা ঘটবে ব'লে আমার বিশ্বাস। বললে অদ্ভূত শোনাবে—এই আত্মার অধঃপতনের ভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা সুদূর আশা—আমার মুক্তি। সেই মুক্তি থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত রেখেছি এই ভেবে যে একদিন সিসিলিয়াকে একান্তভাবে পাবো।

ইতিমধ্যে সূর্য প্রায় অস্ত যাবার মুখে; ভিয়া আপ্পিয়ার সাইপ্রেস আর পাইনগাছের সারি দেখা গেল—নিকষ কালো। পেছনে লম্বা লাল আকাশের পটভুমিকা। দেখে মনে হচ্ছিল কালো মেঘের জটলার ওপরে যেন আগুনের শিখা। আস্তে আস্তে গলি দিয়ে গাড়ি চালালাম। এ্যাসফল্টের আস্তরণের আড়ালে যেখানে পুরোনো রাস্তা দেখা যাচ্ছিল সেখানে সাবধানে খুব ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। থেমে থেমে ধ্বংসাবশেষগুলো দেখছিলাম, ভিলাগুলোর দেউরিগুলো, ঘেসো জমিতে গাড়ি পার্ক করা। আমি সর্বক্ষণ সিসিলিয়াকে যে বিয়ের প্রস্তাব দিলাম সেই কথাই ভাবছিলাম। বিয়েটাকে আমি একটা উপায় হিসেবে নিলাম। একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যটা পরস্পর বিরোধী। ভেবে দেখলাম এই প্রস্তাব দিয়ে আমি আমার মানসিক অবস্থাটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ক'রে দিলাম। সিসিলিয়ার মনেও একটা অপ্রীতিকর ধারণার সৃষ্টি করলাম যে ওর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই ওকে বিয়ে করতে চাইছি। অবশ্য আমি চাইছিলাম যে বিয়ের আদর্শটাকে সিসিলিয়া মনে মনে লালনপালন করুক। বিয়ের আদর্শটাকে অবশ্য আমি খুব ভালোভাবে ওর সম্মুখে উপস্থিত করতে পারিনি। কারণ আমি বিয়ের প্রস্তাবটা করেছিলাম আকস্মিকভাবে। সেটা ওর পক্ষে অপমানজনক হ'য়ে উঠেছে হয়তো। একটু থেমে থেকে আমি বললাম, 'যা হোক-তুমি ঠিকই বলেছো। এখনই উত্তর দিতে হবে না। বিয়ে জিনিসটা হাল্কাভাবে নেবার ব্যাপার নয়।'

সিসিলিয়া কোন কথা বলল না। আমি ব'লে চললাম—'বিয়ে হওয়াটা মানে সারাজীবনের জন্যে একত্রিত হওয়া। যা হোক ব্যাপারটাকে আমি এভাবেই বুঝি। তাই আমি চাই আমাদের বিয়েটা চার্চে হবে।'

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সিসিলিয়া ব'লে উঠল 'চার্চে কেন?' আমি তৃপ্ত স্বরে বললাম, 'কারণ চার্চে বিয়ে হ'লে আমি মনে করবো আমরা চূড়ান্তভাবে একত্রিত হলাম। আমাদের কোনদিন ছাড়াছাড়ি হবে না।'

'কিন্তু তুমি তো এসবে বিশ্বাস করো না।' ও বলল।

ও ভাসা ভাসা উত্তর দিল—'হ্যাঁ বোধহয়—কখনো সখনো।'

তার মানে? কখন আমাকে মিথ্যে বানিয়ে বলেছো?

হ'তে পারে কিন্তু এখন মনে পড়ছে না।

মনে করতে চেষ্টা করো।

আচ্ছা ব্যালোস্ত্রিয়েরির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নিয়ে আমাকে কি মিথ্যে কথা বলেছো?

দিব্যি দিয়ে বলছি—আমার মনে পড়ছে না।

তাহ'লে তোমার অতীত নিয়ে যা বলেছো সবই মিথ্যেকথা?

না তা' নয়। যখন প্রয়োজন মনে করেছি তখন মিথ্যে বলেছি।

কখন মিথ্যে বলার প্রয়োজন বোধ করেছো?

কী ক'রে সেটা ব্যাখ্যা করবো? যখন প্রয়োজন পড়েছে তখন।

'ঠিক আছে—চলো মা'র সঙ্গে দেখা করি। তোমাকে আমার বাগদত্তা ব'লে পরিচয় দেব। এক মাসের মধ্যে আমরা বিয়ে করবো।'

নিঃশব্দে গাড়ি চালালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'টো কারু কাজ করা থামের অতি পরিচিত দেউড়ীর সামনে এলাম। সাধারণত দরজাটা বন্ধ থাকে। আজকে একেবারে খোলা। থামের মাথায় আলো জ্বলছে। ঠিক তখনই আরো তিন চারটে গাড়ি ঢুকছিল। হতাশ হ'য়ে বললাম, 'মুস্কিল হ'ল। মা বোধহয় ককটেল পার্টি দিচ্ছে। তাই এত অতিথি আসছে। এখন কী করবো?'

'তুমি যা ভালো মনে কর।' সিসিলিয়া বলল।

ভেবে দেখলাম—আমি যে উদ্দেশ্য সিসিলিয়াকে নিয়ে এলাম সেটা সিদ্ধ হবে। একটা পার্টির পরিবেশ ভালো কাজ দেবে। বিয়ের পর যে সমাজে সিসিলিয়াকে জীবন কাটাতে হবে সেই সমাজের কিছু পরিচয় ও আজই পাবে। আমারে মনে হয় সিসিলিয়া যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় তাহ'লে এই পরিবেশটা কাজে লাগবে। আমি সাদামাটা ভঙ্গীতে বললাম, 'তাহ'লে চলো। মা'র সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো—একটু পান করবে বাড়িটা দেখবে তারপর আমরা চলে যাবো। ঠিক আছে?'

ঠিক আছে।

অন্য গাড়িগুলোর পেছনে পেছনে আমরা গিয়ে ঢুকলাম। বেশ খুঁজে পেতে একটা জায়গা দেখে গাড়িটা পার্ক করলাম। বাড়ির সামনের চত্বরটা তখন গাড়িতে ভ'রে গেছে। সিসিলিয়া গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে চলল। আমি পেছনে পেছনে চললাম। সদর দরজার দিকে এগোবার সময় ও হাত দিয়ে ঘাড় থেকে চুল সরাল—চুলটা ঠিক ক'রে নিল। বুঝলাম ও বেশ ভয় ভয় পাচ্ছে আবার চেষ্টা ক'রে সেই ভয়টা কাটাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ওর হাত ধরলাম।

ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বললাম, 'এই বাড়িতে আমরা বিয়ের পর থাকবো। বাড়িটা তোমার পছন্দ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ সুন্দর বাড়ি।' সিসিলিয়া বলল।

আমরা হলঘর পেরোলাম। নীচের তলার যে চার পাঁচটা ঘর আছে তার মধ্যে একটাতে ঢুকলাম। এর মধ্যেই ঘরটা অতিথি অভ্যাগতে ভ'রে গেছে। ঘন হ'য়ে দাঁড়িয়ে অতিথিরা পরস্পর কথাবার্তা বলছে, হাতে মদের গ্লাশ। কখনো আড় চোখে একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে—এসব ককটেল পার্টিতে যেমন হ'য়ে থাকে। আমি সিসিলিয়ার হাত ধ'রে ঐ দাম্ভিক, অভিজাত মানুষগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে চললাম। উজ্জ্বল রঙা কেতাদুরস্ত মানুষগুলো, রঙ মাখা মুখের স্ত্রীলোকেরা অতি আধুনিক পোষাকে সজ্জিত। ঐ অপ্রীতিকর ভীড়ের মধ্যে সিসিলিয়াকে মিশে যেতে দেখলাম। ও যেন প্রায় ওদের মতেই একজন হ'য়ে গেল। ভেবে দেখলাম যদি সিসিলিয়া ওদেরই একজন হ'য়ে যায়—আর বিয়ের পরে তা' হবেও তাহ'লে আমি সিসিলিয়ার হাত থেকে শুধু মুক্তিই পাবো না ওকে ঘৃণাও করতে পারবো যেমন এখন মা'র অতিথিদের আমি ঘৃণা করছি।

বেশ অনুতাপই হ'ল আমার এই ভেবে যে সিসিলিয়াকে এই মানুষদের দলভুক্ত করার পরিকল্পনা আমি করেছি। একটু আশাও মনে জেগে রইল ও আমার বিয়ের প্রস্তাবে সম্মতি না দিক! সিসিলিয়া সম্পর্কে আমার একঘেয়েমি আসুক এটাই চেয়েছি আমি। ওকে ঘৃণা করতে চাইনি। সত্যি আমি ওকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম। ওর হাত থেকে বাঁচতেও চেয়েছি সত্যি। কিন্তু ও একটা সাধারণ অথচ আকর্ষণীয়া মেয়ে থেকে ধনী বক্‌বকানি-মহিলা হ'য়ে উঠুক এটা চাইনি।

এই ভেবে—সিসিলিয়াকে সেই ভীড়ের মধ্যে দিয়ে—এক জটলার মধ্যে দিয়ে চক্রাকারে দাঁড়ানো মুখগুলো থেকে অন্য চক্রে ঠেলে নিয়ে চললাম। সিগারেটের ধোঁয়া, কথাবার্তার গুঞ্জন, বিভিন্ন আকারের ও রঙের গ্লাশ সাজানো ট্রে হাতে বেয়ারার দলের মধ্যে দিয়ে আমি ওকে নিয়ে চললাম। অতিথি অভ্যাগতের সংখ্যা প্রচুর। মা যখন পার্টি দেয় তখন বড় আকারের পার্টিই দেয়—খরচের পরোয়া করে না। কিন্তু নিমন্ত্রিতরা যে অপরিমেয় অর্থের মালিক তাদের ঐশ্বর্যের পরিমাপে মা'র এই পার্টি দেওয়ার ব্যয় কিছুই না। কয়েক বছর আগে এই রকম এই এক পার্টিতে এক বিপুলকায়, খুশ মেজাজী লোক অন্য এক রোগাটে, ফ্যাকাশে চেহারার বৃদ্ধকে বলছিল—'বলুন তো—কী ধরনের দৌলত রয়েছে এই চার দেয়ালের মধ্যে? বলুন না আপনার কী ধারনা?' রোগা বৃদ্ধ গম্ভীর ভঙ্গীতে বলেছিল—'আমি কী ক'রে বলবো? আমি তো ট্যাক্স আদায়ের সরকার নই।' কখনো কখনো আমি এই ভেবে অবাক হই

সঙ্গে দেখা করি গে। দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

'বেশ।' আমি বললাম। একটু অবাকই হ'লাম। সিসিলিয়া মা'র সঙ্গে দেখা করার জন্যে হঠাৎ এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো কেন? একটু আগেই তো মা'র সঙ্গে দেখা করবার কথায় বেশ বিরক্তি দেখাচ্ছিল। ভেবে দেখলাম—ওর এসব কথা বার্তা ভালো লাগছিল না। তাই মা'র সঙ্গে তাড়াতাড়ি দেখা করার প্রস্তাবটা তুলেছে। এসব কথাবার্তা ওর কাছে অস্বস্তিকর মনে হচ্ছিল। জানতাম ও নিজের সম্পর্কে কোন কথাবার্তা পছন্দ করে না। কিন্তু জোর ক'রেই ওর সম্পর্কে কথাবার্তা চালাই। ওর ভালো লাগে না। ও চুপ ক'রে থাকতে চায়। কিন্তু আমিই জোর ক'রে ওকে কথা বলাই। এমনিতে সিসিলিয়া যে কোন সময় দেহদানে উন্মুখ। কিন্তু ওর নিজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই ও নিজেকে কেমন গুটিয়ে নেয়। শামুকের মত খোলের আড়ালে আশ্রয় নেয়। তখন জোর ক'রে সেই খোল খুলতে হয়। কিন্তু ও জোরে খোল আটকে রাখে। আমি জানি সাধারণতঃ এরকম অস্বস্তিকর কথাবার্তাও থামিয়ে দেয় সংসর্গের কথা ব'লে। ও আমার হাতটা টেনে ওর তলপেটের কাছে নিয়ে যায়। তারপর চোখ বন্ধ করে। এইভাবে ও ওর দেহদান করে। আমাকে অন্যকিছু ভাবতে দেয় না। কিন্তু সেদিন আমরা সংসর্গ করিনি। ও মনেপ্রাণে চাইল যেন ওর নিজের সম্পর্কে কথা না বলতে হয়। কাজেই মা'র সঙ্গে দেখা করার সবচেয়ে বিরক্তিকর কাজটা করতে চাইল।

একটুক্ষণ নীরবে গাড়ি চালালাম। এসব নিয়ে ভাবছিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নিজের ব্যাপার নিয়ে ব্যালেস্ত্রিয়েরি কখনও কথা বলতো?'

না কক্ষণো নয়।

তাহ'লে ও সাধারণতঃ কী বিষয় নিয়ে কথা বলতো?

ওর নিজের সম্পর্কে।

কী বলতো?

বলতো ও আমায় ভালোবাসে।

এ ছাড়া?

এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ও নিজের সম্পর্কেই বেশী কথা বলতো। আমার সম্পর্কে ওর ধারণা কি। আমাকে কী ভাবে। সাধারণত প্রেমে পড়লে পুরুষরা যা বলে সেসব।

ভেবে দেখলাম শেষ পর্যন্ত একটা বিষয়ে ব্যালেস্ত্রিয়েরির সঙ্গে আমার পার্থক্য রয়েছে। আমি সবসময়ই সিসিলিয়াকে ওর নিজের সম্পর্কে কথা বলতে বলি। অথচ ব্যালেস্ত্রিয়েরি কামার্ত পুরুষের মত নিজের সম্পর্কেই কথা বলে। আসলে আমি নিশ্চিত হলাম যে ব্যালেস্ত্রিয়েরি কখনো সিসিলিয়াকে ভালোবাসেনি।

'ব্যালোম্প্রিয়েরি যখন ওর নিজের সম্পর্কে কথা বলতো তখন কি তোমার ভালোলাগত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যখন ও আমাকে বলতো যে ও আমাকে ভালোবাসে তখন কিছুক্ষণের জন্যে ভালোই লাগত। তারপর ঐ কথাটাই যখন ও ঘুরে ফিরে বলতে থাকতো, আমি তখন কিছুই শুনতাম না।

তোমার সম্পর্কে ও যখন কথা বলতো সেটা কি তুমি পছন্দ করতে?

না।

লোকে তোমার সম্পর্কে কথা বলুক এটা কি তুমি পছন্দ করো?

না।

কেন?

জানি না।

আচ্ছা আমিও তো তোমাকে তোমার সম্পর্কে ক্রমাগত প্রশ্ন করি—এটা কি তোমার ভালো লাগে?

না।

কথাটা শুনে দমে গেলাম। বললাম, 'তাহ'লে যখন আমি ওসব জিজ্ঞেস করি তখন আমাকে প্রায় ঘৃণা করো তাই না?

না—তোমাকে ঘৃণা করি না। তবে অপেক্ষা করি কতক্ষণে তুমি থামবে।

তোমার সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করি তখন তোমার কী মনে হয়? সিসিলিয়া এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, 'মনে হয় তোমার প্রশ্নের কোন উত্তর দেব না।'

মানে চুপ ক'রে থাকবে।

হ্যাঁ অথবা তোমার মন রাখা মিথ্যে কথা বলবো।

একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সিসিলিয়া বাক্‌পটুর মত বলতে লাগল, 'ভেবে দেখ, যখন কনভেণ্টে ছিলাম তখন আমাকে যাজকদের কাছে পাপ স্বীকার করতে বাধ্য করা হ'ত। নিজের সম্পর্কে বলতে হ'ত ব'লে আমি যে পাপ করিনি তার কথাই বলতাম। যাজক তুষ্ট হ'ত। বলত আমায় অনুশোচনা করা উচিত। ম্যাডোনা আর সেণ্ট জোসেফের কাছে প্রার্থনা করতে বলতো। আমি কিছুই করতাম না কারণ আমি কোন পাপ করিনি সুতরাং অনুশোচনা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল সেই অবিবেচক যাজকেরা মূলতঃ একই কাজ করতে চেয়েছিল যে কাজটা আমিও কতবার করতে চেয়েছি অর্থাৎ সিসিলিয়াকে ফাঁদে ফেলা কোন পাপকাজের সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ফেলা যা'তে ওকে শাস্তি দেওয়া যায়। আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম, 'তাহ'লে তুমি যে সব কাজ কোনদিন করোনি সেসব কথাও বানিয়ে আমাকে বলেছো?'

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে ব'লে উঠলাম, 'হা ভগবান—আমার মার মধ্যে আকর্ষণীয় কী দেখলে ?'

জানি না—কিন্তু উনি আকর্ষণীয়।

দোতলায় ততক্ষণে পেঁছে গেছি। বললাম—'তুমি কি আমার ঘরটা দেখতে চাও ?'

'হ্যাঁ।' সিসিলিয়া সম্মতি জানাল।

আমার ঘরের দরজাটা আমি খুলে ফেললাম। ওকে দেখালাম। যেদিন আমি এখান থেকে চ'লে গিয়েছিলাম ঘরের সাজসজ্জা ঠিক তেমনি আছে। আমার ট্রাউজার্সটা সেদিন রীতার হাতে রেখে চ'লে গিয়েছিলাম। ঘরটা এখনো তেমনি আছে—জানালা বন্ধ, বিছানায় মাদুরটা গোটানো। সিসিলিয়া খুব সাদামাটা চোখে ঘরটা দেখল। ওর চোখেমুখে কোন কৌতূহল ফুটে উঠতে দেখলাম না। বলল, 'এখন কেউ এটা ব্যবহার করে না ?'

'না ওপরের তলাতেও কয়েকটা খালি ঘর আছে।'—আমি বললাম। 'বিয়ে হ'লে ওসর ঘরেরও একটা নিতে পারি। এখন যেখানে আছো তার চাইতে এমনি একটা ঘরে থাকতে পারলে তোমার বেশী ভালো লাগবে না ?'

ওর উত্তর শুনেই বুঝলাম ও কিছুই খুঁটিয়ে দেখেনি। ওর কাছে মা'র এই সুদৃশ্য দামী আসবাবপত্র ভরা ঘরের সঙ্গে ওদের পায়রার খোপের মত ঘরের কোন পার্থক্য নেই। 'কেন ?' সিসিলিয়া ব'লে উঠল—'আমাদের ঘর আর এঘর তো একই রকম। ওখানে একটা বিছানা আছে এখানেও আছে—একটা ওয়ারড্রোব আছে এখানেও আছে, চেয়ারও আছে—যেমন আমাদের ঘরে আছে।'

তবু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে এ ঘরটা অনেক বড়।

তা' ঠিক এটা বড় ঘর।

ঘরের দরজাটা বন্ধ ক'রে বললাম, 'চলো মা'র ঘরটা দেখবে। মা তো তার ককটেল পার্টি নিয়ে ব্যস্ত। ঐ ঘরে ব'সে আমরা যত খুশী কথাবার্তা বলতে পারবো।'

আমি সিসিলিয়াকে মা'র শোবার ঘরের দিকে নিয়ে গেলাম—তারপর দরজা খুলে অন্ধকার ঘরে ঢুকিয়ে দিলাম। মনে হ'ল যেন একটা অন্ধকার ঘরে ওকে চিরদিনের জন্যে বন্দী করলাম। তারপর আলো জ্বালালাম। মস্ত বড় স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ঘরটায় এক ইঞ্চি দেয়ালও খালি নেই। মেঝেতেও কার্পেট ছাড়া এক ইঞ্চিও জায়গা নেই। ঘরটার সর্বত্র ঝালর, পর্দা, কম্বল—আমার দম বন্ধ হ'য়ে আসে। আমি একটা জানালার কাছে গেলাম। পাল্লা খুলে দিয়ে একমুহূর্ত বাইরে তাকিয়ে রইলাম। জানালার ওপাশেই সমস্ত বাগানটা দেখা যাচ্ছে—তা'তে পথ, গাছ ঝরণা এসব কত হ'য়েছে। কালো তারাহীন আকাশ

কখনও কখনও মৃদুভাবে আলোকিত হচ্ছে—কোথাও ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে তারই বিদ্যুতের চমকানি থেকে। বাতাস বেশী উষ্ণ নয়। নীচের ঘরের কাঁপা কাঁপা আলো পড়েছে বাগানে। সেখানে অতিথিরা কেউ কেউ বেরিয়ে এসে পায়চারী করছেন। তাদের পায়ে আলো পড়েছে। হাঁটু পর্যন্ত আলোকিত মানুষ গুলোকে ভূতুড়ে লাগছে। মনে হচ্ছে শুধু পাতলা কতকগুলো পুরুষমহিলা ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের দেহ ব'লে কিছু নেই। দেহ অন্ধকারে ঢাকা। যখন এসব দেখছি হঠাৎ সিসিলিয়ার কণ্ঠস্বরে লাফিয়ে উঠলাম—'বাথরুমটা কোথায়?' ও জিজ্ঞেস করল!

ঐ দরজাটার ওপাশে।' আমি দেখিয়ে দিলাম।

কোন কথা না ব'লে সিসিসিলিয়া বাথরুমের দিকে চ'লে গেল। আমি জানালা থেকে স'রে এলাম। বিছানার পায়ের দিকে একটা আরামকেদারায় ব'সে একটা সিগারেট ধরালাম।

বিছানার বাঁ দিকে একটা পুরোনো বিরাট আকারের ছবি দেখে বিস্মিত হলাম। ছবিটা ডানায় দেবীর আর সোনার নির্ঝরের। বোধহয় সদ্য কেনা। জানতাম মা মাঝে মাঝে শিল্পসংগ্রহের জন্যে টাকা খরচ করে। ছবিটা আগে দেখেছি ব'লে মনে পড়ল না। ডানায় দেবী মা'র বিছানার মতই দেখতে একটা নীচু বড় বিছানায় শুয়ে আছে। ওপরে ব্রোঞ্জের ওপর কারুকাজ করা একটা চাঁদোয়া। একগাদা বালিশে ঠেস দিয়ে ডানায় দেবী শুয়ে আছেন। বুকটা পেছনে টানা কিন্তু পেটটা সামনের দিকে উঁচোনো। একটা পা মাদুরের সমান্তরালে এলানো অন্য পাটা ভাঁজ করা যেন শূন্যে ঝুলছে। উনি তৃপ্ত ভঙ্গীতে নিজের কোলের দিকে তাকিয়ে আছেন—ভারী পর্দার ছায়া থেকে সোনার মুদ্রার ঝরণা নামছে। সোনার মুদ্রাগুলো উজ্জ্বল চক্‌চকে ডানায় দেবীর সাদা কাঁধে আর গোলাপী বুকে ছড়িয়ে থাকা তাঁর চুলের রঙের মত। ধর্মীয় ব্যাপারের একটা সাধারণ ছবি। অন্য সময় হ'লে আমি হয়তো তাকিয়েও দেখতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে ছবিটা আমাকে মনোযোগী করল। এর সঙ্গে আমার কোন ব্যাপার জড়িয়ে আছে ব'লে মনে হ'ল। অবশ্যই এই জড়িয়ে থাকা ব্যাপারটা আমার কাছে অস্পষ্ট। ছবিটার বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। ছবিটা আমার কৌতুহল জাগ্রত করল কেন--আমার কৌতুহলের তাৎপর্যটাই বা কী? তখন হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে গেল। সিসিলিয়া এসে ঘরে ঢুকল।

সিসিলিয়া পোশাক খুলে ফেলেছে। একটা ছোট তোয়ালে দিয়ে পাছা আর বুক ঢেকেছে। গ্রীষ্মের দেশের মেয়েরা যেমন সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে তেমনি। পা টিপে টিপে আমার কাছে এসে বলল, 'জানো আমার ঝামেলা মিটে গেছে। যদি তুমি চাও তাহ'লে এখন সংসর্গ করতে পারি।'

'এখানে ?' আমি জানতে চাইলাম।

কেন নয় ? জায়গাটা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

আমার হঠাৎ মনে হ'ল এটা দাক্ষিণ্য দেখাবার নামে একটা বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা। এইভাবে হঠাৎ সিসিলিয়া দেহদানের প্রস্তাব জানাল তখন যখন ওসব ভাবনা আমি ছেড়ে দিয়েছি। ও যেন আমার ক্ষতির খেসারত দিতে চাইল। আমি দৃঢ়স্বরে বললাম—

বেশ কিন্তু তার আগে তোমার জবাবটা দাও।

কী জবাব ?

তুমি আমার বৌ হ'তে রাজী আছো কিনা।

সিসিলিয়া কিছু বলল না। একটুক্ষণ ঘরটায় পায়চারী ক'রে বেড়াল। তার পর যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে এমনি ভঙ্গীতে এগিয়ে এসে আমার হাঁটুর ওপর বসল। ও আমার টাই খুলতে লাগল, জামার বোতাম খুলতে লাগল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'দিনো, একমাত্র তোমাকেই আমি বিয়ে করতে পারি কারণ তোমার সঙ্গে থাকলেই আমি স্বাভাবিক আর সৎ থাকি কিছু লুকোই না।'

'সত্যি ?' ওর এই ভূমিকা শুনে আমি অবাক হ'য়ে বিস্ময় প্রকাশ করলাম। বললাম, 'আমার সবসময়ই মনে হ'ত আমার কাছে তুমি সব লুকোও—সব না হ'লেও অনেককিছু। আমার সঙ্গেই যদি এই করো—তাহ'লে অন্যদের বেলা কী কর ?'

মাথা নীচু ক'রে ও আমার গলার টাই খুলে ফেলল। তারপর একে একে শার্টের বোতাম খুলে ফেলল। সে এমনভাবে এসব ক'রে যেতে লাগল যেন আমি কী বলছি ওর কানেই যাচ্ছে না। ও বলল, 'আর এটা খুব সুন্দর বাড়ী। এখানে তোমায় সঙ্গে থাকতে আমার নিশ্চয়ই ভালো লাগা উচিত।'

বেশ—তাহ'লে ?

'তাছাড়া—' ও কোটের হাতা থেকে আমার হাত বের করতে করতে বলল, কত কিছু সুন্দর জিনিস তুমি আমাকে দেবে বলছো—ঘুরে বেড়ানো, পোষাক পার্টি।'

হুঁ।

'কিন্তু তোমাকে বলা উচিত তাই বলছি—আমি তোমাকে বিয়ে করতে পারবো না। তুমি যখন বিয়ের কথা বললে তখনই আমার বলা উচিত ছিল কিন্তু আমার সাহসে কুলোয় নি। বুঝেছিলাম তুমি কথাটার ওপর খুব গুরুত্ব দিচ্ছো।'

এর মধ্যেই সিসিলিয়া আমার জ্যাকেট আর শার্ট খুলে ফেলেছে। ওগুলো ভাঁজ ক'রে বিছানার একপাশে রেখে দিল।

আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম। আমি সত্যিই প্রায় বিশ্বাস ক'রে ফেলেছিলাম

যে সিসিলিয়া বিয়ের প্রস্তাবে বর্তে যাবে। অবশেষে আমি বুঝলাম যেমন অতীতে অর্থের বিনিময়ে ওকে আমি অধিকার করতাম ঠিক তেমনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েই ওকে আমি অধিকার করবো—এরকম একটা ভাবনা আমার মধ্যে কাজ করেছে। এই বিয়ের ব্যাপারটাকে মেয়েরা অর্থের আগে স্থান দেয়।

আমি সক্রোধে বললাম, 'কেন তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাওনা ?

'আমি চাই না কারণ আমি চাই না।' সিসিলিয়া বলল।

কিন্তু কেন ?

'লুসিয়ানির জন্যে'—ও বলল, 'আমি ওকে ছাড়তে চাই না।'

তুমি কি ওকে বিয়ে করতে চাও ?

ওঃ না। ওসব আমি ভাব না। তাছাড়া ও বিবাহিত—বৌ রয়েছে।

লুসিয়ানি বিবাহিত ?

আমি আশ্চর্য হলাম।

হ্যাঁ। আর সেই বৌ এর খরচ তাকেই যোগাতে হয়।

আমি উত্তেজিতস্বরে চীৎকার ক'রে বললাম, 'লুসিয়ানির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী ? ওর সংগে দেখা সাক্ষাতে আমি কোন বাধাই দেব না।'

'না তা' হয় না।' সিসিলিয়া বলল।

কিন্তু কেন ?

ওকে যখন টাকা দি তখন যে কণ্ঠস্বরে যে ভঙ্গীতে কথা বলে সেই একই সুরে বলল, 'না—না দিনো, কেন আমরা বিয়ে করতে যাবো ? যেভাবে আছি সেভাবেই থাকি। যেমন চল্‌ছে চলুক।'

এক অবিশ্বাস্য রকম একগুঁয়েমি পেয়ে বসল আমাকে। বিয়ে করার একগুঁয়েমি। হয়তো সিসিলিয়ার এ ব্যাপারে কিছু করণীয় নেই বলেই। বললাম—

যদি তোমাকে লুসিয়ানির সঙ্গে অথবা অন্য যে কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে দি—যদি তোমার জীবনধারায় কোন পরিবর্তনই না আসো—যদি ঐ জীর্ণ ঘুপচি ঘরে তোমার পরিবারের সঙ্গে না থেকে তুমি এখানে আসো—এই ভিলায় আমার সঙ্গে থাকো তাহ'লে কেন তুমি বিয়েতে রাজী হবে না ? কেন তুমি গররাজি হচ্ছ ?

'আমি বিবাহিত হ'তে চাই না, ব্যাস্।' ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভঙ্গীতে বলল।

তারপর আমার হাঁটু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধ'রে টানল। বলল, 'এবার এসো তো।'

যন্ত্রের মত নিজের অজানতেই উঠে দাঁড়ালাম। তখন একটা হাস্যকর ব্যাপার ঘটল। আমার কোমরের বেল্ট সিসিলিয়া এর মধ্যে খুলে দিয়েছিল। এখন উঠে দাঁড়াতে ট্রাউজার্স মাটিতে পড়ে গেল। আমি ওটার ওপর হোঁচট

খেলাম। আমি রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম—'না—না—আমি এখন ওসব করতে চাই না। আমি শুধু জানতে চাই তুমি কেন আমার স্ত্রী হবে না।'

সিসিলিয়া আমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'যেমন তোমার খুশী। কিন্তু যদি আমরা আজকে ওসব না করি তাহ'লে এরপরে বেশ কিছুদিন আর ওসব হবে না।'

'কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'ভেবেছিলাম তোমাকে বলবো না—যাতে তুমি রাগ না কর। তোমাকে একটা চিঠি লিখলেই তুমি সব জানতে পেতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম তোমার জানা উচিত। কাল সকালে আমি লুসিয়ানির সঙ্গে পঞ্জায় বেড়াতে যাচ্ছি। ওখানে প্রায় দু'সপ্তাহ থাকবো।'

সিসিলিয়ার আজকের ব্যবহারের কারণটা বুঝলাম। একেই আমি রেগে ছিলাম তারপর এই কথা শুনে আমি আরো ক্রুদ্ধ হলাম। তাহ'লে ও পঞ্জায় গিয়ে লুসিয়ানির সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে চায়। এই জন্যেই আমাকে যা হোক সান্ত্বণা দেবার জন্যে ও আজকের দিনটা আমার সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিল। এই জন্যেই শুধু এই জন্যেই ও আমার সঙ্গে এখন সংসর্গ করতে চায়। শেষ পর্যন্ত শুধু এই জন্যেই যতই অদ্ভুত লাগুক শুনতে—ও বিয়েতে অসম্মতি জানাল। আমি এর মধ্যে সিসিলিয়াকে ভালো ক'রেই চিনে নিয়েছি। ওর কল্পনাশক্তি ব'লে কিছু নেই। তাই সবকিছুর প্রতি ওর অনীহা, ঔদাসীন্য। আমি জানি—ও একসঙ্গে একটার বেশী দু'টো জিনিস ভাবতে পারে না। সবচেয়ে জরুরী সবচেয়ে আকর্ষণীয় যে ভাবনাটা সেই ভাবনাটাই ও ভাবে। লুসিয়ানির সঙ্গে পঞ্জায় বেড়াতে যাওয়াটাই এখন ওর কাছে সবচেয়ে জরুরী আর আকর্ষণীয় ভাবনা। এই বেড়াতে যাওয়ার ভাবনায় ও বিয়ের প্রস্তবটাও অগ্রাহ্য করল। হয়তো অন্য সময় হ'লে ও বিয়েতে রাজী হ'ত।

আমি হঠাৎ যে কষ্ট ও আমাকে দিল সেটা অনুভব করলাম। একটু আগেই আমি যেভাবে হোক ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম ও আমার স্ত্রী হোক। এখনও আমি খুশী হবো ও যদি পঞ্জায় বেড়াতে না যায়। গভীর বেদনা থেকে আমি বললাম, 'যেও না।'

সিসিলিয়া আমার কথার কোন উত্তর দিল না। ও বিছানার কাছে গেল, বিছানায় উঠল তারপর শুয়ে পড়ল। ধীরে সুস্থে বালিশগুলোর ওপর শরীরের পেছনটা ঠেসান দিয়ে একটা পা বিছানা বরাবর ছড়িয়ে দিল। আর একটা পা বিছানা থেকে শূন্যে ঝুলতে লাগল। ঠিক সেই ছবির ডানায় দেবীর মত। তারপর শরীর থেকে জড়ানো তোয়ালেটা খুলতে খুলতে বলল, 'ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছো কেন? এখানে এসো আমার পাশে শুয়ে পড়।'

কিন্তু আমি চাই না যে তুমি পঞ্জায় বেড়াতে যাও।

আমরা ঘর বুক ক'রে ফেলেছি।

ঠিক আছে, লুসিয়ানিকে বলো তোমার শরীর ভালো না—তুমি যাবে না।

'এটা সম্ভব নয়।' সিসিলিয়া বলল।

কেন নয়?

কারণ পঞ্জায় বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে। বুঝতে পারছি না কেন আমি যাবো না।

যদি তুমি না যায় তাহ'লে তোমাকে একটা উপহার দেব।

ও এতক্ষণে সম্পূর্ণ নগ্ন হ'ল। স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে বিছানায় শুয়ে রইল। স্তন উন্মুক্ত, নিতম্ব বিছানায় সহজভঙ্গীতে রাখা। ছেলেমানুষের কৌতুহল নিয়ে ও বিছানার ওপরে ঝালরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ না নামিয়েই কিছুটা অন্যমনস্কভঙ্গীতে ও বলল, 'কী ধরনের উপহার?'

'যেমন তুমি চাও।' আমি বললাম।

কিন্তু কী যেমন—

যেমন—বেশ কিছু টাকা।

ও ওর বড় বড় কালো চোখ মেলে আমার দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টি শূন্য, ভাবলেশহীন, একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গী মেশানো।

'আমাকে কত দেবে?' ও জিজ্ঞেস করল।

আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ওর শোয়ার ভঙ্গীর সঙ্গে দেয়ালে ঝোলানো ডানায় দেবীর শোয়ার ভঙ্গী একরকম। তাই হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় এলো। বললাম, 'তোমার শরীরটা ঢেকে দিতে যত টাকা লাগে।'

তুমি কী বলতে চাইছো?

বলতে চাইছি—তুমি বিছানায় শান্তভাবে শুয়ে থাকতে আমি নোট দিয়ে তোমার মাথা থেকে পা' পর্যন্ত ঢেকে দেবো। যদি তুমি পঞ্জায় বেড়াতে না যাও তাহ'লে যেমন বললাম, তোমার সমস্ত শরীর নোট দিয়ে ঢেকে দেবো আর ঐ সব নোটগুলো তোমার হবে।'

সিসিলিয়া হাসতে শুরু করল। মনে হ'ল ওর সে হাসিতে লোভের ছোঁয়া! আমি যে চুক্তি করলাম সেটার জন্যে নয় ওর হাসির কারণ অদ্ভুত খেলার নমুনার জন্যে।

'তোমার মাথায় কত বিদ্ঘুটে চিন্তাই না আসে।' ও বলল।

'চিত্রশিল্পীর চিন্তা।' আমি সাদামাটা ভঙ্গীতে বললাম।

যাকগে—তুমি অত টাকা পাবে কী ক'রে?

দাঁড়াও।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম। আগে যা ভেবেছিলাম তাই করবো স্থির করলাম। টালিগুলো সরিয়ে ফেললাম, ইস্পাতের খুপরির দরজাটা

পেলাম। কম্বিনেশন এর গোপন নম্বর অনুযায়ী ডায়াল ঘুরিয়ে ওটা খুলে ফেললাম। এরমধ্যে আমি আশা করছিলাম যে—টাকাগুলো ওখানেই আছে। যদি টাকার নোট না থাকে তবে ওখানে যে স্টক সার্টিফিকেটগুলো আছে তাই দিয়ে সিসিলিয়ার নগ্ন শরীর ঢেকে দেব। মা বলেছিল স্টক সার্টিফিকেটগুলোও নোটের মতই দামী।

কিন্তু দেখলাম নোটগুলো ওখানেই আছে। দু'টো তিনটে বণ্ড কাগজের নীচে পরিচিত সেই লাল লেপাফাটা, এত নোট ঠাসা যে লেপাফাটার ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম। লেপাফাটা তুলে নিলাম, নোটগুলো বের ক'রে নিলাম তারপর শোবার ঘরে ফিরে এলাম। দেখলাম সিসিলিয়া অনেকটা আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সেটা দেখে আমার ডানায় দেবীর কথা মনে হ'ল। ধর্মীয় দেবী ডানায় হয়তো প্রথম মুদ্রাটা তাঁর কোলে পরবার সময় এইভাবেই তাকিয়েছিলেন।

'এবার' আমি বললাম, 'একেবারে চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়ো।' সিসিলিয়া একেবারে সটান চিৎ হ'য়ে শোবার সময় কেমন যেন কৌতুহল আর মজা দেখছে এমন ভঙ্গীতে তাকাল। ওকে বেশ উত্তেজিতও লক্ষ্য করলাম। নোটের লেপাফাটা বেশ মোটা হ'য়েছে। হিসেব না ক'রেই মনে হ'ল অন্ততঃ দশ হাজার লিরার পঞ্চাশটা নোট আছে।

আমি সিসিলিয়ার মধ্যশরীর থেকে শুরু করলাম। ওর রোমশ জংঘা দেশে প্রথম একটা নিপাট নোট রাখলাম। তারপর ওপরের দিকে ওর সাদা কিশোরীর মত পেটের ওপর নোট রাখলাম। তারপর সরু কোমরে তারপর ওর সুন্দর খয়েরী রঙের দু'টো স্তনের ওপর দু'টো নোট রাখলাম। গলা ঢেকে দিলাম আর একটা নোটে। চারটে নোট রাখলাম ওর কাঁধে আর বাহুতে। তারপর পেটের নীচ থেকে শুরু করলাম। উরু থেকে শুরু ক'রে ওর ছোট্ট পা পর্যন্ত ঢেকে দিলাম। সিসিলিয়া প্রথমে বেশ ছেলেমানুষের মত মনোযোগ আর কৌতুহল নিয়ে এসব লক্ষ্য করছিল। যেন এটা একটা খেলা। তারপরে হাসতে লাগল নার্ভাস, অপ্রতিরোধ্য হাসি। বেশ আশা নিয়েই ভাবলাম এটা হ'চ্ছে তেমনি স্ত্রীলোকের হাসি যে নাকি অনেক ঘোরাবার পর প্রেমিকের কাছে শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছে। ভাবলাম ডানায় দেবীও স্বর্গ থেকে স্বর্ণমুদ্রার বন্যা যখন তার দেহের ওপর নেমে আসছে তখন এমনি কামার্ত উত্তেজক হাসি হেসেছিলেন। হাসতে হাসতে সিসিলিয়া খেলায় অংশ গ্রহণ করল আঙুল দিয়ে দেখাতে লাগল শরীরের কোন কোন জায়গা এখনও অনাবৃত রয়েছে। বলতে লাগল, 'এখানটা এখনো খালি আছে এখানে একটা দাও। শেষ পর্যন্ত ও অনড় শুয়ে রইল—বিচিত্র চেহারার জানোয়ারের মত। চিৎ হ'য়ে শুয়ে ও আমার দিকে মুখ তুলে ড্যাবড্যাব তাকিয়ে আছে। আমি সংক্ষেপে বললাম,

'এখানে দশ হাজার লিরার চব্বিশটা নোট আছে। তুমি যদি পঞ্জায় না যাও তাহ'লে এই সব আমি তোমাকে দেব।'

সিসিলিয়া আবার হাসতে শুরু করল। জোরে ব'লে উঠল—'আমি ভেবেছিলাম এখানে আরো বেশী আছে।'

ভাবলাম এই টাকাটা বোধহয় ওর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আমি বললাম, 'আমি তোমাকে এর দ্বিগুণ দেব—তোমার শরীরের সামনের দিক আর পেছন দিক ঢেকে দেখার মত।'

নোটের নীচে অনড় শুয়ে রইল ও। পাছে নোটগুলো আগোছালো হ'য়ে যায়, খেলাটা নষ্ট হ'য়ে যায় তাই ও আমার দিকে থতমত খেয়ে তাকিয়ে রইল। শেষ পর্যন্ত ও বলল, 'দিনো—আমি দুঃখিত। এটা সম্ভব নয়।'

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল, একইভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ও অস্বাভাবিক রকম গাম্ভীর্যের সঙ্গে কোন ভান না ক'রে বলতে লাগল, 'এখন এসো সংসর্গ করি। তারপর পঞ্জা থেকে ফিরে আসার পর আরো ঘন ঘন সংসর্গ করবো আর কথা দিচ্ছি তখন আমাদের আরো ঘন ঘন সাক্ষাৎ হবে।'

ওর এই গাম্ভীর্যের কারণ বুঝলাম এই ব্যাঙ্কনোট নিয়ে খেলার উত্তেজনা। এই উত্তেজনা এইজন্যেই ওর মনে জেগেছে। এই উত্তেজনার সুযোগটা আমি নিতে পারতাম আর টাকার মাধ্যমেই ওকে জিতে নিতে পারতাম। এখন উল্টোটা ঘটলে। ও আমার প্রস্তাবে গররাজী হওয়ায় ও আমার কাছে মায়ারী আর কুহকিনী থেকে গেল। আমি জানতে চাইলাম, 'তাহ'লে আমি যা বললাম তা করবে না?

'না ওটা অসম্ভব।'

সিসিলিয়া ব্যাঙ্কনোটের পোষাক নিয়ে অনড় শুয়ে রইল। ওর ভাবখানা এমন যেন এখনও খেলা চল্‌ছে খেলার শেষ মুহূর্ত এখনো আসে নি। হঠাৎ একটা অন্ধ কামনা তাড়না বোধ করলাম। সেই কামনা তাড়া দিল ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। ওকে কোনদিন সম্পূর্ণভাবে পাবো না। জোর করলে হয়তো ওকে সত্যিকারের পাওয়া যাবে। আমি ওর দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমার শরীর দিয়ে ওপর রাখা ব্যাঙ্কনোটগুলো ঢেকে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিসিলিয়া এমন ভঙ্গী দেখাল যেন খেলাটা এইভাবেই শেষ হবে ও জানতো। ও হাত আর পা দিয়ে আমাকে সজোরে জড়িয়ে ধরল। ব্যাঙ্কনোট-গুলো আমাদের ঘামার্ত, কামনাবিদ্ধ দু'জনের শরীরের চাপে খস্‌খস্‌ শব্দ তুলল। অন্য নোটগুলো বিছানার ওপর ছড়িয়ে পড়ল কিছু লেগে রইল সিসিলিয়ার চুলে।

পরে সিসিলিয়া চিৎ হ'য়ে শুয়ে রইল দুপা ছড়ানো। তৃপ্ত অজগর সাপ যেমন তার চেয়েও কোন বড় প্রাণী গিলে শুয়ে থাকে তেমনি। আমি ওর ওপরে

অনড় শুয়ে আছি। দু'জনেই অনড়। মনে হ'ল—আমার অনড় হ'য়ে শুয়ে থাকার কারণ কোন ব্যর্থ শ্রমকাতর চেষ্টার ফল আর ওর অনড়তার কারণ—পরিপূর্ণ, তৃপ্তি। সেই সময়কার কথা আমার মনে পড়ল যখন সারাদিন ছবি আঁকার পর আমি ক্লান্তি বোধ করতাম এখন যেমন সীমাহীন ক্লান্তি বোধ করছি তেমন নয় বরং এখন সিসিলিয়া যেমন পরিতৃপ্তির ক্লান্তি বোধ করছে তেমনি। আমি নিজে নিজেকে বললাম আমাদের সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবে সিসিলিয়াই আমাকে অধিকার করছে আমি পারি নি। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের উল্টোটা ভাবাচ্ছে। পুরুষমানুষ হিসেবে আমি শেষ হ'য়ে গেলাম। আমি ভবিষ্যতে আর ছবি আঁকতে পারবো না। মনে হ'ল মরুভূমির বালি থেকে যেমন মরীচিকা জন্ম নেয় সিসিলিয়ার গভ' থেকে তেমনি এক মরীচিকা জন্ম নিয়েছে। সেই মরীচিকার পিছু ধাওয়া করতে করতেই আমি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করবো। শেষ পর্যন্ত ব্যালেস্ত্রিয়েরির মত আমিও উন্মত্ততার অন্ধকারে ডুবে যাবো।

আমার এই চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল সিসিলিয়ার কণ্ঠস্বরে—

শেষ পর্যন্ত তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আমি অর্থলোভী নই।

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললাম, 'তুমি ও কথা বলছো কেন?'

আমার জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হ'লে টাকাটা নিয়ে হাওয়া হ'য়ে যেত।

তা'তে কী হ'ত?

তুমি স্বীকার করবে যেভাবেই হোক আমি তোমার অনেক টাকা বাঁচিয়ে দিলাম।

'আমি বাঁচিনি', আমি বললাম। হয়তো সিসিলিয়া এর মধ্যে ব্যাপারটা গভীরভাবে ভেবেছে। হয়তো আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে যাচ্ছে। বললাম, 'তুমিই টাকাটা হারালে।'

তুমি যা মনে কর। এখন তোমার কাছে একটু উপকার চাই।

কী উপকার?

আমি না গেলে তুমি আমাকে অনেক টাকা দিতে চেয়েছিলে। বদলে তুমি ঐ টাকার কিছু অংশ ধার দাও না।

'কিন্তু ধারটা কেন চাইছো?' আমি বোকার মতই জানতে চাইলাম।

লুসিয়ানির চাকরী গেছে আর দু'জনের কাছে বেশী টাকাও নেই। পঞ্জায় বেড়াতে গেলে এই টাকাটা প্রয়োজনে লাগবে।

কী করছি বোঝার আগেই আমি লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে সিসিলিয়ার গলা দু'হাতে টিপে ধরলাম। মাথায় যা প্রথমে এল তাই গালাগালি দিয়ে বসলাম। উত্তেজনার মুহূর্তে কথা ও কাজে কোন সঙ্গতি থাকে না। যখন সিসিলিয়ার গলা টিপে ধরেছি সেই মুহূর্তে আমার চিন্তা এল ওকে যদি সত্যিকারের পাওয়া পেতে চাই তাহ'লে ওকে হত্যা করতে হবে। যা কিছু

নিয়ে ও আমাকে ছলনা করে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সে সবকিছু থেকে ওকে ছিনিয়ে আনা যাবে। তাহ'লেই মৃত্যুর কারাগারে ওকে চিরদিনের জন্যে বন্দী ক'রে রাখা যাবে। তাই একবার আমি ভাবলাম ওকে গলা টিপে মেরে ফেলব— এখানে মা'র বিছানাতে—এই ব্যাংকনোটগুলোর মধ্যে যেগুলো নিতে ও অস্বীকার করেছে—এই বাড়িতে বিয়ের পর যে বাড়িতে আমাদের সংসার পাতার কথা। হয়তো সত্যি তাই ক'রে বসতাম কিন্তু সেই বিদ্যুৎ আলোকের মত ক্ষণিক উজ্জ্বল মুহূর্তেও বুঝলাম যে এই অপরাধ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে নিষ্ফল। সিসিলিয়াকেও তাহ'লে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করতে পারবো না ওর ছলনা থেকে নিজেকে মুক্তও করতে পারবো না বরং ওর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তিই হবে। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ও বরং আরো রহস্যময়ী হ'য়ে উঠবে—আমাকে চিরদিন ছলনা ক'রে যাবে। হাতের চাপ কমিয়ে আমি নিম্নস্বরে বললাম—

মাফ্ কর—একমুহূর্তের জন্যে তুমি আমাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন ক'রে দিয়েছিলে।

ওকে দেখে কিন্তু মনে হ'ল না কী বিপদের মধ্যে পড়েছিল সেটা ও বুঝেছে।

'তুমি আমাকে ব্যথা দিলে'—ও বলল—'কে তোমাকে অমন রাগিয়ে দিল?'

জানি না। আবার বলছি—মাফ্ কর।

ঠিক আছে—এটা কিছুই না।

আমি কনুইয়ে ভর রেখে একটু উঠলাম। তাড়াতাড়ি কিছু ব্যাংকনোট তুলে নিলাম। ওর হাতে নোটগুলো দিয়ে বললাম, 'এখানে অনেক টাকা আছে— এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

অনেক বেশী—চল্লিশ হাজার হ'লেই যথেষ্ট।

তুমি নাও—দরকারে লাগাবে।

তোমাকে ধন্যবাদ?

সিসিলিয়া আমাকে চুমু খেল। অকপট আত্মসমর্পণের কৃতজ্ঞতায়। আবার আমি ওর প্রতি কামনা বোধ করলাম। এর পেছনের কারণ সেই এক— ওকে আর একবার উপভোগ করলে হয়তো ও সত্যি হ'য়ে উঠবে, হয়তো এখানেই থাকবে। তাই উত্তেজিত নয়—ধীরে, শান্তভাবে ওর পেছনে হাত দিলাম খেয়াল রাখলাম যাতে আমার ঘড়িটা লেগে ও ব্যথা না পায়। যখন ওর সরু কোমরটা দু'হাতে জড়ানো শেষ হ'ল তখন আমার পা দু'টো ধীরে ধীরে ওর পায়ের মধ্যে ঢোকালাম। অন্য হাতটা দিয়ে ওর গলা জড়ালাম। তারপর ওকে সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম। ধীরে ধীরে এরমধ্যে দিয়ে ওকে আমি পুরোপুরি পাবো বরাবরের মত এই আশা করলাম। হয়তো এবার আমাকে ও ছলনা করতে পারবে না। শেষে ওকে বললাম—

ভালো লাগল তাই না ?

হ্যাঁ।

খুব ভালো-না এমনি ভালো ?

খুব ভালো।

সাধারণভাবে যেমন লাগে তার চেয়ে ভালো ?

হ্যাঁ হয়তো তার চেয়ে ভালো।

তুমি সুখী ?

হ্যাঁ আমি সুখী।

তুমি কি আমাকে ভালোবাস ?

হ্যাঁ, তুমি জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি।

এই কথাগুলো আমি অসংখ্যবার বলেছি। কিন্তু এরকম হতাশা কখনো বোধ করি নি। যখন ঐ কথাগুলো বলছিলাম তখন ভাবছিলাম সিসিলিয়া পণ্ডায় বেড়াতে চলে যাবে। ওর এই যাওয়াটা ওর ছলনাময়ীরূপে বাস্তব উদাহরণ। এই ছলনা আমার প্রেমবোধকে নতুন ক'রে আরো তীব্র করবে আর ওকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়ার যে চেষ্টা ক'রে চলেছি তাও ক'রে যাবো সেই সঙ্গে।

ও যখন ফিরে আসবে তখন সব নতুন ক'রে আবার শুরু হবে। ও চ'লে যাবার আগে যেমন ছিল হয়তো তার চেয়ে খারাপ হবে সব। হঠাৎ আমার একটা আকাঙ্ক্ষা হ'ল যে ওর সঙ্গে আর থাকবো না। ওর কাছ থেকে স'রে যাবো। যতটা শান্তভঙ্গীতে সম্ভব আমি বললাম—

অনেকক্ষণ আগেই আমাদের চলে যাওয়ার কথা। মা এসে আমাদের এখানে দেখলে বিচ্ছিরি দেখাবে।

আমি এক্ষুণি জামাকাপড় পরে নিচ্ছি।

অত তাড়াহুড়োর কিছু নেই। বললাম তো বিচ্ছিরি দেখাবে তার বেশী কিছু নয়। এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। মা প্রতিবাদ করবে অবশ্য আমরা যা করেছি তার জন্যে নয় কিন্তু যেভাবে করেছি তার জন্যে।

তুমি কী বলতে চাইছো ?

আমার মা বাহ্যিক নিয়ম রীতিকে খুব গুরুত্ব দেয়। আমরা সেই নিয়মরীতি মানি নি। আমাদের এসব করা উচিত ছিল আমার স্টুডিওতে। এখানে মা'র শোবার ঘরে নয়।

বাহ্যিক নিয়ম-রীতি কী ?

আমি জানি না। টাকাপয়সা নিয়ে বড় বেশী ভাবনাচিন্তার জন্যেই বোধহয় এসব চিন্তা আসে।

নিঃশব্দে আমরা কাপড়জামা পরে নিলাম। তারপর বিছানায় ছড়ানো নোটগুলো জড়ো করলাম। বাথরুমে গেলাম। লেপাফাটার ওপরে পেন্সিলে

লিখে দিলাম—"সত্তর হাজার নিয়েছি। ধন্যবাদ—দিনো'। লেপাফাটা আবার ঐ সেফে রেখে দিলাম। সিসিলিয়া বেডকভারটা পাট ক'রে পাততে পাততে বলল"—'এখন আমরা কোথায় যাবো ?'

হঠাৎ একটা ক্রোধ আমাকে পেয়ে বসল। বললাম, 'আমরা কোথাও যাচ্ছি না। যা হোক—এখন কোথাও যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। চলো তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাই।'

হঠাৎ প্রোগ্রাম পাল্টালাম। ভেবেছিলাম ও হয়তো এতে অসন্তুষ্ট হবে। তার বদলে ও একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, 'যেমন তোমার অভিরুচি।'

'যেমন আমি চাই—তাই না?' আমি ব'লে চললাম, 'না যেমন আমার অভিরুচি। তুমিই কালকে চলে যাচ্ছো। এখন তোমার অভিরুচিই বিবেচনার দু'জনেই মধ্যরাত পর্যন্ত একসঙ্গে থাকবো কি থাকবো না।'

'আমার কাছে সবই সমান।' ও বলল।

তা' কেন ?

কারণ জানি দু'সপ্তাহ পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

'তুমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত?' আমি বললাম।

হ্যাঁ।

হুঁ—চলো তোমাকে বাড়ি পেঁৗছে দি।

এই কথাবার্তা বলার সময় আমরা মা'র শোবার ঘরের বাইরে চলে এসেছি। নীচের তলায় নেমে এলাম। প্যাসেজ দিয়ে আমরা হেঁটে চললাম। বন্ধ দরজার ওপাশে নিমন্ত্রিতদের গুঞ্জরন। পার্টি তখনও চলেছে। প্যাসেজ দিয়ে হলঘরে এলাম। তারপর হলঘর পেরিয়ে বাইরে চ'লে এলাম।

বাইরে গ্রীষ্মকালীন তাজা রাত্রি। রাত্রির এত সজীবতা আশা করিনি। গাড়ির দরজা খোলার সময় আকাশের দিকে তাকালাম। কতকটা নিজের অজানতেই। সারা শহরের ওপর সারাদিন ধ'রে ঝ'ড়ো মেঘ থমকে ছিল। এখন কোথাও ঝড় উঠছে। আকাশ এখন পরিষ্কার। তারাগুলো উজ্জ্বল। এখানে ওখানে কিছু সাদা মেঘ ছায়াপথের উজ্জ্বল শুভ্রতার সঙ্গে মিশে রয়েছে। ভাবলাম—সিসিলিয়াও পঞ্জার পথে যেতে ভালো আবহাওয়াই পাবে। আবার আমার মনে ঈর্ষার খোঁচা খেলাম। হ্যাঁ—আমাকে প্রতিটি দিন, ঘণ্টা, মিনিট সেকেণ্ড গুণতে হবে। আমাকে ওর ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আমার ঐ প্রতীক্ষারত দিন ক্ষণ মুহূর্তগুলিতে সিসিলিয়া কী করবে আমি জানি। ও মজা করবে, হাসবে, ঘুরে বেড়াবে এখানে ওখানে, নৌকো চড়বে, লুসিয়ানির সঙ্গে সঙ্গম করবে। এইভাবে আমাকে প্রতারণা করবে। তারপর ও যখন ফিরে আসবে আমি নিজেকে সংযত করতে পারবো না—আবার ওর পেছনেই ছুটবো। ব্যালেস্ত্রিয়েরিও তাই করত। মনে হ'ল—ব্যালেস্ত্রিয়েরির

পদচিহ্ন ধ'রেই আমাকে চলতে হবে—এটাই আমার নিয়তি।

সিসিলিয়াদের বাড়ি যাবার পথে গাড়িতে আমি দু'তিনবারের বেশী কথা বলিনি। তারপর আরো সংক্ষিপ্ত কথা বলেছি। একবার বোকার মতই ব'লে ফেললাম—'আমাকে চিঠি দিও।' যদিও জানি যে সিসিলিয়া এত অল্প কথা বলে চিঠি লেখার ব্যাপারে সে একেবারেই আনাড়ি। একটা চিঠিও লিখবে না এমনকি ছবির কার্ডও পাঠাবে না। যে রাস্তায় ও থাকে সে রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থামালাম। ও গাড়ি থেকে নামল। আমি বিদায় সম্ভাষণ জানালাম। ওকে আলতো চুমু গেলাম। যখন ও রাস্তাপার হচ্ছে তখন ভাবলাম—ও দোরগোড়ায় দাঁড়াবে, হাসবে, হাত নাড়বে।' কিন্তু আশাহত হলাম। সিসিলিয়া দোর পেরিয়ে ঢুকে গেল। ফিরেও তাকাল না।

যখনি ও চলে গেল স্টুডিওতে ফিরে যেতে বা অন্য কোথাও যেতে আমার একেবারেই ইচ্ছে নেই। একটিমাত্র জায়গায় আমি যেতে চাই—সেটা হচ্ছে সিসিলিয়াদের বাড়ি। মনে হ'ল ওর সঙ্গে সব কাজ যেন এখনো শেষ হয়নি। আমি ওর ফ্ল্যাট পর্যন্ত যেতে চাইলাম। গিয়ে দোরের ঘণ্টি বাজাবো। ওর সঙ্গে ওর শোবার ঘরে যাবো। বিছানায় শোব আজকে তৃতীয়বার সংসর্গ করবো। জানি এসব ভাবা পাগলামো। আবার ওকে পেলেও বরাবরের মতই ওকে সম্পূর্ণরূপে পাবো না। ওর আগ্রহী শরীর আমাকে প্রতারণা করবে না-প্রতারণা করবে অন্য কিছু যার সঙ্গে ওর শরীরের কোন সম্পর্ক নেই। তবু অনুভব করলাম এই একটা কাজই আমি করতে চাই।

এই সমস্যা নিয়ে কতক্ষণ নিজের মনে বিতর্ক করেছি জানি না। সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে নির্জন রাস্তায় গাড়ির মধ্যে বসে রইলাম। অবশেষে আমি নিজেকে বললাম সিসিলিয়া তো আমার সঙ্গে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত থাকতে চেয়েছিল। কাজেই আমি ওকে ফোন করতে পারি এত তাড়াতাড়ি ওকে ছেড়ে দেবার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করতে পারি। তারপর রাত্রির খাবার একসঙ্গে খাবো ব'লে ওর সঙ্গ চাইতে পারি। এরমধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। আমি জানি সিসিলিয়ার ধৈর্য অসীম। ও অনেক কিছু করতে অস্বীকার করে। সেটা ও করতে চায় না ব'লে নয় অন্য কিছু করতে পারে না ব'লে। হঠাৎ মনস্থির ক'রে আমি গাড়িটাকে রাস্তার কোনায় দাঁড় করালাম। গাড়ি থেকে নেমে মদের দোকানটায় গিয়ে ঢুকলাম।

কিন্তু ফোনটা আটকে রেখেছে একটি মেয়ে। সে তাড়াতাড়ি ফোন ছাড়বে ব'লে মনে হ'ল না। সাদামাটা চেহারার একটি মেয়ে—হয়তো চাকুরে মেয়ে—খুব মৃদুস্বরে অনেক সময় নিয়ে নিয়ে চিন্তা ক'রে ক'রে কথা বলছে। খুব সেণ্টিমেণ্টাল কথাবার্তা সন্দেহ নেই। আমি এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করলাম না। সোজা বেরিয়ে এলাম—স্থির সংকল্প নিয়ে সিসিলিয়াদের ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে

দাঁড়ালাম। আমি টেলিফোন করতে যাবো কেন? ওর ফ্ল্যাটে যাবো—ওকে খংজে বার করবো তারপর তাড়াতাড়ি ওকে নিয়ে সোজা ওর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকবো।

আমি প্রায় দৌড়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম। দৌড়ে গিয়ে দরজার ঘণ্টি বাজালাম। দরজার সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন দরজা খোলে। দরজা খুললেই আমি সোজা ঢুকে পড়বো। কিন্তু সিসিলিয়া এসে দরজা খুলে দিল না। ওর মা এসে দরজা খুলল। ওর মা'র রঙ্মাখা মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। আমি জানতে চাইলাম, 'সিসিলিয়া?'

বেশ মন খারাপ ভঙ্গী ক'রে উনি বললেন, 'সিসিলিয়া এখানে নেই প্রোফেসর।'

কী—ও এখানে নেই?

মিনিট দু'য়েক আগে ও বেরিয়ে গেছে।

কিন্তু কোথায় গেছে?

ও রাতের খাবার খেতে গেছে।

ক'টা নাগাদ ও ফিরবে?

'ও ফিরে আসবে না, প্রোফেসর ও ওর স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে গেছে। ও ওর এক মেয়েবন্ধুর সঙ্গে পঞ্জায় বেড়াতে যাবে। ওর বন্ধুর বাড়িতেই রাতটুকু থাকবে। তারপর পঞ্জায় যাবে। সপ্তাহ দু'এক এর মধ্যেই ফিরে আসবে।'

এইভাবে যখন আমি ওকে ফোন করবো কিনা মনে মনে এসব বিতর্ক করছিলাম। সিসিলিয়া তখন ওর ফ্ল্যাটে ফিরে এসে, আগে থেকেই গোছানো স্যুটকেসটা নিয়েছে তারপর অন্য যে বেরোবার দরজাটা আছে সেটা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। গেছে লুসিয়ানির কাছে। আমি সিসিলিয়ার মা'র মুখের দিকে তাকালাম। দেখি ভদ্রমহিলা একটা রুমাল দাঁতে কাটছে আর তার দু'চোখ জলে ভ'রে গেছে। আমি না জিজ্ঞেস ক'রে পারলাম না, 'কী হ'য়েছে?'

'সিসিলিয়া চ'লে গেল এদিকে ওর বাবা মৃত্যুশয্যায়। এই খালি বাড়িটায় ও আমাকে একা ফেলে গেছে। গতকাল ওর বাবাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হ'য়েছে। এখন আর কোন আশা নেই।' ভদ্রমহিলা বললেন।

'কোন আশা নেই?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না—ডাক্তাররা ব'লেছে আর দু-তিন দিন বাঁচবে!

সিসিলিয়া কি ওর বাবাকে ভালোবাসে না?

নাঃ প্রোফেসর—সিসিলিয়া কাউকে ভালোবাসে না।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল ব্যালেস্ত্রিয়েরির মৃত্যুর দিনের কথা। সিসিলিয়া কীভাবে আমার খোঁজে এসেছিল।

'আমি দুঃখিত।' আমি বললাম, 'সত্যি আমি দুঃখিত।' ভদ্রমহিলার কাছ

থেকে আরো কিছু দুঃখের কথা শুনে আমি বেরিয়ে এলাম।

গাড়ির কাছে ফিরে আসার সময় আমি বেশ বুঝলাম যে আমার কাছে অসহ্য লাগছে এ সময়ে সিসিলিয়া সেই অভিনেতা লুসিয়ানির সঙ্গে রয়েছে। ভেবে দেখলাম অসম্ভব—আমার কিছু করার নেই। আজকেই সিসিলিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে আশাহত হ'য়েছি—এ কথাটাও ভুলতে পারছিলাম না।

আমি লাফিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি চালালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম আমি গাড়ি চালাচ্ছি ভিয়া আর্কিমিডের দিকে যেখানে লুসিয়ানি থাকে। আমি যেন যন্ত্রচালিতের মত কাজ করছিলাম—প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হ'লে মানুষ যেমন নিজের অজানতে কাজ করে। ভিয়া আর্কিমিডে পোঁছে আমি প্রচণ্ড জোরে গাড়ি চালালাম। সরু রাস্তাটা ধ'রে সেই মদের দোকানটার সামনে এসে গাড়ি থামালাম। তাকালাম লুসিয়ানির ফ্ল্যাটের জানালার দিকে। জানালায় আলোর চিহ্ন নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি নিশ্চিত হলাম যে প্রেমিকযুগল ওখানে নেই। যাহোক আমি গাড়ি থেকে নামলাম। ঐ বাড়িটার মধ্যে ঢুকলাম। তারপর লুসিয়ানির একতলার ফ্ল্যাটের ঘণ্টি বাজালাম। ভেতরে শূন্য ফ্ল্যাটটায় ঘণ্টি বেজেই চলল। আমি সেটা শুনলাম। আমার মনে কী ভাবনা এল বলতে পারবো না। আমার মনে আছে মিনিট দু'একএর মধ্যে সেই মদের দোকানটায় ফিরে এলাম। টেলিফোন করলাম এক দালালকে। এর আগে এই দালালের মারফৎ সস্তাজাতের মেয়েমানুষ সংগ্রহ করতাম। দালাল মেয়েটি ফোন ধরল। বলল যে ভিয়া ক্যাসিয়াতে পূর্ব পরিচিত ভিলাটায় একটি মেয়ে পাওয়া যাবে।

গাড়িতে ফিরে এসে ভাবলাম যে মেয়েটির কাছে যাচ্ছি সে সিসিলিয়ার ঠিক বিপরীত। কিছু টাকার বিনিময়ে এই মেয়েটিকে পরিপূর্ণ ভাবে পাবো—কোন স্বাধীনতা এই মেয়েটির থাকবে না—কোন রহস্যময়তাও নয়। টাকাকে ধন্যবাদ। ভিয়া আপ্পিয়ার ভিলাতে অর্থ দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েও যা আমি করতে পারিনি এখানে তা পারবো। যা পাইনি এই ভিয়া ক্যাসিয়াতে তা পাবো। কিন্তু ঐ মেয়েটি তো সিসিলিয়া নয়। তাহ'লে কেন ওর কাছে যাচ্ছি?

যখন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি তখন আশ্চর্য হ'য়ে লক্ষ্য করলাম যে ঐ দালাল-মেয়েটিকে ফোন করার সময় থেকে একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য আশা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমার ক্রোধের মধ্যেও আমি আশা করলাম সত্যি আশা করলাম যে ঐ ভিয়া ক্যাসিয়াতে আমি সিসিলিয়াকে পাবো। ও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে, আমাকে দেহদান করতে তৈরী। আর আমি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ওকে পাবো। ও ওকে সম্পূর্ণভাবে পেতে আমাকে সাহায্য

করবে। জানি না কী ক'রে কোত্থেকে এই আশা এল। অংশত হয়তো ঐ মেয়েদালালের লোভনীয় কথাবার্তা থেকে। মেয়ে-দালালটি তার নিজের পেশাগত ভঙ্গীতে অতি আকর্ষণীয় সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু যে জিনিসটি ও কিছুতেই কখনই দিতে পারবে না তার নাম প্রেম। আবার অংশত। অন্য একটা সত্য যে সিসিলিয়াকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার সব বাস্তব উপায় ব্যর্থ হ'য়েছিল। কাজেই আমার আশা রইল একটি উপায়ের ওপর—কোন অলৌকিক উপায়। হয়তো অলৌকিক কিছু ঘটবে। ভিয়া ক্যাসিয়াতে গেলেই সিসিলিয়াকে পাবো বাস্তব অর্থে সম্পূর্ণভাবে পাবো।

এইসব ভাবনা নিয়ে অথবা বলা যায় এই প্রবল কামনা নিয়ে, এক রহস্যময় মানসিক অবস্থা নিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে শহরের বাইরে এলাম চললাম ভিয়া ক্যাসিয়ার দিকে।

এই ভিলাটা উন্মুক্ত গ্রামীন প্রকৃতির মাঝখানে। প্রায় মিনিট কুড়ি যাবার পর একটা মরচে ধরা লোহার গেট এর সামনে এলাম। গেটটা হাঁ ক'রে খোলা। একটা এবড়ো থেবড়ো পথ এই গেট থেকে শুরু হ'য়ে শেষ হ'য়েছে একটা টিলার ওপর গিয়ে। সেখানে একটা সাদারঙের দালান দেখা যাচ্ছে। গেট পেরিয়ে দ্রুত গাড়ি চালালাম। রাস্তা দিয়ে চললাম। দু'পাশে ছোট ছোট চারাগাছ। বোধহয় সদ্য লাগানো হ'য়েছে। স্টিয়ারিং এর ওপর ঝুঁকে আমি দেখলাম ভিলা-বাড়িটার জানালাগুলো অন্ধকার। তখনি একটা জানালায় আলো জ্বলে উঠল। সামনেই একটা নুড়িপাথর বিছানো উন্মুক্ত জায়গা দেখে গাড়ি থামালাম। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

ভিলাটি একটা সাধারণ দালান বাড়ি। তেতলা। 'প্রত্যেক তলায় তিনটে ক'রে জানালা। বাইরের দিক দিয়ে একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। সিঁড়িটার শেষে একটা ছোট অলিন্দ। আমি যখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম তখন হঠাৎ সেই অলিন্দে একটা লণ্ঠন জ্বলে উঠল। লণ্ঠনের হলদে আলোয় একটা ছোট কালো শরীর দেখা গেল। একটি মেয়ে। মাথায় চুলের প্রাচুর্য, উন্নত বক্ষ, সরু কোমর—সত্যি কথা বলতে কি আমি তখন নিশ্চিত—এ হচ্ছে সিসিলিয়া।

আমি ভাবলাম—মেয়েটি সিসিলিয়া। আমি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। দেখলাম আমাকে লক্ষ্য করছে একটা কালো ছায়া শরীর। অলস ভঙ্গীতে সেই ছায়া শরীর রেলিঙে কনুই ঠেকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। যখন আমি ওপরে পেঁাছলাম মেয়েটি সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। আমার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'সু-সন্ধ্যা।'

আলোর বিপরীতে ও দাঁড়িয়ে। আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর মনে হ'ল ঠিক সিসিলিয়ার। আমি ওকে দু'হাতে জড়িয়ে

ধরলাম। তখন দেখলাম, সুন্দর নাদুসনুদুস মুখের একটি অল্পবয়স্কা মেয়ে। মুখে ফ্যাশানমাফিক নীলকালো পাউডার। মাথার চুল সুন্দর। খড়ের মত রঙ। ঠোঁটে লিলাক ফুলের রঙ, চোখের চারদিকে গোলালো কালো রঙ। মেয়েটির বক্ষ দেশ সিসিলিয়ার মতই সুউন্নত। ওর কোমর আমি জড়িয়ে ধ'রে ছিলাম। সিসিলিয়ার মতই কোমর সরু। কিন্তু মেয়েটি সিসিলিয়া নয়।

আমি নির্বোধের মত বিস্ময়াহত স্বরে ব'লে উঠলাম, 'সিসিলিয়া।'

মেয়েটি হেসে উত্তর দিল—'আমার নাম সিসিলিয়া নয়—আমার নাম জিয়ান্না।'

'কিন্তু আমি তো সিসিলিয়াকে চাই।'

'সিসিলিয়াকে আমি জানিনা। সিসিলিয়া নামে কেউ এখানে থাকে না। যাক চলো ভেতরে যাই।'

আমি ব'লে উঠলাম, 'সিসিলিয়া—আমি সিসিলিয়ার জন্যে এসেছি।' আমি মেয়েটির কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। উন্মুক্ত জায়গাটা পেরিয়ে নিজের গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়লাম। এক মুহূর্ত পরে ভিয়া ক্যাসিয়া দিয়ে আমি গাড়ি চালিয়ে চললাম। রোমের দিকে নয় গ্রামাঞ্চলের দিকে।

দুঃসহ যাতনায় শরীরটা যেন ক্ষয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই তাই অনুভব করছিলাম—আমার হাতটা হয়তো স্টিয়ারিংটা অর্দ্ধেক ঘুরিয়ে দেবে। রাস্তার ধারের দেয়াল বা কোন গাছে গিয়ে গাড়িটা নিয়ে গিয়ে ধাক্কা লাগাবে। প্রায় অপ্রতিবোধ্য হ'য়ে উঠল এই লোভ।

সেই সন্ধ্যেবেলা, যখন গ্রামাঞ্চলের রাস্তাটায় এলেমেলো গাড়ি চালাচ্ছিলাম হঠাৎ একটা কথা আমার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল—মানবসত্ত্বা দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত—একদল যখন অলঙ্ঘনীয় বাধার সম্মুখীন হয়—তারা হত্যার প্রবৃত্তি অনুভব করে অন্যদিকে আর এক দল আত্মহত্যার প্রবণতা অনুভব করে। নিজেকে বললাম আমি প্রথম উভয় সংকট থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেছি কিন্তু ব্যর্থ হ'য়েছি। সিসিলিয়াকে আমি হত্যা করতে পারি নি। একটু আগে মা'র বিছানায় ওকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। এখন আর কিছুই রইল না শুধু আত্মহত্যা করা ছাড়া।

এই সময় দু'ধারে গাছের সারিঅলা একটা টানা রাস্তায় এসে পড়লাম। সামনেই একটা ট্রাক মন্থর গতিতে চলেছে। আমি ওটাকে পেরিয়ে যাবো ব'লে গীয়ার পাল্টালাম। হয়তো এই গিয়ার পাল্টাবার জন্যেই—একটু গতি কমাতে হ'ল ব'লেই আমার জীবন বেঁচে গেল। গয়ীার পাল্টেই সত্যি আমি যেন বাঁদিকে একটা রাস্তা দেখতে পেলাম। সেই রাস্তার দিকে ঘুরতে গিয়ে রাস্তার ধারের একটা গাছে গিয়ে ধাক্কা মারলাম।…

উপসংহার

হাসপাতালে আমার ঘরের জানালার সামনেই বাগান। বাগানে একটা লেবানন দেশীয় বিরাট সিডার গাছ। নীলসবজে রঙের অজস্র ডালের ভীড়। দুর্ঘটনার পর এই হাসপাতালেই আমাকে আনা হয়েছিল। বিছানায় শুয়ে বালিশে মাথা রেখে মাথা কাত ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই গাছটাকে দেখি। শুধু খাওয়া আর ঘুমের সময়টা বাদে। আমি প্রায় নিঃসঙ্গ। আমার মা আর কিছু বন্ধুদের প্রথমদিনই ব'লে দিয়েছিলাম তাদের ঘন ঘন দেখতে আসার প্রয়োজন নেই। গাছটার দিকে তাকিয়ে আমি অনুভব করেছি একটা চূড়ান্ত অথচ শান্ত নিথর নৈরাশ্য। এরকম বোধ তার মনেই আসে যে একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে গেছে। সেই বিপদ চূড়ান্ত না হ'লেও বলা যায় খুব বড়ো সংকট। আমার আত্মহত্যার চেষ্টা কোন সিদ্ধান্তেই আমাকে পেঁাছে দিল না। কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা আমি করেছিলাম। এই থেকেই অনুভব করলাম আমার ক্ষমতায় যা ছিল তা আমি করেছি। তার বেশী আমি কিছু করতে পারি নি। আমি আত্মহত্যার চেষ্টাটাকে গভীর অর্থেই নিয়েছিলাম। আমি মারা যাই নি, কিন্তু আমি নিজের কাছে এইটুকু প্রমাণ করেছি যেভাবে আমি আগে বেঁচেছিলাম তার চেয়ে মৃত্যুকেই গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষিত মনে করেছিলাম। কিন্তু এইসব কিছু আমার হতাশা-বোধকে কমাতে পারে নি। কিন্তু এটা আমাকে একরকমের শোকময় ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পিত প্রশান্তি দিয়েছিল। মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়া সীমা আমি দেখেছিলাম। কিন্তু ফিরে এসেছি। এখন যদিও আশাহীন তবু যা রইল তা হল বেঁচে থাকা।

যেমন বললাম—গাছটার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতাম। হাসপাতালের নার্স আর চাকরগুলো অবাক হ'ত। ওরা বলতো আমার মত শান্তশিষ্ট রোগী ওরা কখনও দেখেনি। বাস্তবে আমি শান্তশিষ্ট ছিলাম না। শুধু গাছটার কথা চিন্তা করতাম। এটাতেই আমার একমাত্র আগ্রহ ছিল। কিছুই চিন্তা ছিল না আমার। আমি অবাক হ'য়ে ভাবতাম কী ক'রে কখন গাছটার বাস্তবরূপ আমি চিনলাম। এটার আমার থেকে ভিন্ন একটা অস্তিত্ব আছে। আমার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। তবু গাছটা রয়েছে ওটাকে উপেক্ষা করা যায় না।

রাস্তা থেকে যে মুহূর্তে গাড়িটাকে নিয়ে স'রে গিয়েছিলাম সেই মুহূর্তে আমার কিছু মনে হ'য়েছিল। সাধারণভাবে বলতে গেলে একটা অসামর্থনীর আশার ধ্বংস হ'য়ে যাওয়া। যথেষ্ট আত্মপ্রসাদের সঙ্গে এখন গাছটার কথা ভাবতে পারছি। আমার চেয়ে ভিন্ন, আমার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য একটা ভাবনা।

এতেই আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি গাছটাকে সুযোগমত পেয়েছি—এটাই আমার চিন্তাকে অধিকার ক'রে থাকবে। অন্য জিনিসও আমাকে চিন্তার সুযোগ দেবে—একইরকম গভীর আত্মপ্রসাদ দেবে।

তেমনি—যখনই সিসিলিয়ার কথা ভাবতে শুরু করলাম—বুঝলাম বাগানের গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকার সময়ে আমার মনে যা ঘটে—সেই একই ব্যাপারে ঘটেছে। আমার দুর্ঘটনার পর দশ দিন কেটে গেছে। সিসিলিয়া এখন পঞ্জায় লুসিয়ানির সঙ্গে। আমি কখনো সখনো ওর সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করলাম। প্রথমে সাবধানতার সঙ্গে। তারপর বেশী ক'রে ভাবতে লাগলাম—গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে! এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমি যেন স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি—ও কী করছে। যেন ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত আছি। কল্পনা বললে কম বলা হয়—আমি যেন ওকে দেখতে পাচ্ছি। টেলিস্কোপের উল্টো দিক দিয়ে দেখার মত। ছোট, দূরের কিন্তু উজ্জ্বল স্পষ্ট সিসিলিয়ার শরীর দেখতে পাচ্ছি। লুসিয়ানিকেও দেখছি। ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছুটছে, পরস্পর আলিঙ্গন করছে, হাঁটছে, পাশাপাশি শুয়ে আছে। একবার দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে—পরক্ষণেই আবার দেখা দিচ্ছে—কত বিচিত্র ভঙ্গীতে—পশ্চাৎপটে রয়েছে নীল সমুদ্র, শান্ত আর আলোকোজ্জ্বল আকাশ। অভিজ্ঞতা থেকে জানি পরস্পর ভালোবাসার মানুষেরা যখন কোন শান্ত নির্জন জায়গায় পরস্পরকে পায়—আনন্দ সেখানেই। আমি নিশ্চিত সিসিলিয়া ওর সংযত—নীরব ভঙ্গীতে সুখী। আর এ কথা ভেবে আশ্চর্য ভাবে আমিও কিন্তু খুশী হলাম। হ্যাঁ—তাই। সব কিছুর ওপরে আমি এই কথা ভেবে সুখী হলাম যে সিসিলিয়া আছে—ঐ পঞ্জা দ্বীপে। নিজের মত করেই বেঁচে আছে। ওর এই বেঁচে থাকাটা আমার থেকে ভিন্ন আমার বিপরীত। ও আছে একজন পুরুষের সঙ্গে সেই পুরুষ আমি নই। ওরা আছে আমার চেয়ে দূরে। তবু ভেবে খুশী হলাম সিসিলিয়া আছে।—

আমি এই হাসপাতালেই আছি। মাঝে মাঝেই আমি নিজেকে বলি—সিসিলিয়া আছে পঞ্জায় সেই অভিনেতার সঙ্গে। আর আমরা দুজনে আলাদা মানুষ। সিসিলিয়ার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ওর থেকে আলাদা। ও আমার থেকে আলাদা। শেষ পর্যন্ত আমি আর ওকে সম্পূর্ণভাবে চাইতাম না। শুধু দেখতে চাইতাম ও ওর জীবন কাটাচ্ছে—যেমন ও চায়। একই ভাবে ওর কথা ভাবতাম যেমন ভাবতাম জানালার বাইরে ঐ বিরাট সিডার গাছটার কথা। এই ভাবনার শেষ ছিল না—আমি নিজেও চাইতাম না—সিসিলিয়া অথবা এই গাছটা অথবা অন্য কিছু আমার কাছে একঘেয়ে হ'য়ে উঠুক আমার কাছে তাদের অস্তিত্ব হারাক। বিস্ময়ের সঙ্গে হঠাৎ আমি অনুভব করলাম সিসিলিয়াকে আমি চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিলাম। বললে

অদ্ভুত শোনাবে—এই মুক্তিদানের কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে সিসিলিয়া আমার কাছে বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে দেখা দিল।

সিসিলিয়াকে মুক্তি দিয়ে ওর প্রতি আমার ভালোবাসাও কি শেষ হ'য়ে গেল? আগে যেমন ওকে মোহময়ী মনে হ'ত সেই ভালোবাসা শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু তবু ওকে আমি ভালোবাসি—নতুন ভাবে—যুক্তিসঙ্গত ভাবে। এর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। দেহের সঙ্গে ভালোবাসার কোন সম্পর্ক নেই। সিসিলিয়া ফিরে এলে হয়তো ওর সঙ্গে আগের সম্পর্ক শুরু হতেও পারে নাও পারে। কিন্তু আমি ওকে ভালোবেসে যাবো।

এখন আমি নিজে নিজেকে বললাম আমাকে একমাসেরও বেশী বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। এত স্বল্প সময়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। একবার ভালো হ'য়ে উঠলে আমি আবার স্টুডিওতে ফিরে যাবো। আবার আঁকবার চেষ্টা করবো। 'চেষ্টা করবো'। কারণ আমার ছবি আঁকা আর সিসিলিয়ার মধ্যে সম্পর্কটা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। অথবা নতুনভাবে সিসিলিয়াকে ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে আমার ছবি আঁকা শুরু হবে। এ ক্ষেত্রে একমাত্র অভিজ্ঞতাই এর উত্তর দিতে পারে।

তাই, অবশেষে আমি সবরকম জটিলতা থেকে মুক্ত হ'য়ে সিসিলিয়াকে ভালোবাসতে শিখবো। এটাই আমার একমাত্র ফলশ্রুতি। জীবনের এদিকটা একেবারে সন্দেহ মুক্ত নয়। এই সম্পর্কে একেবারে নিশ্চিত হ'তে পারবো তখনই যখন সিসিলিয়া পঞ্জা থেকে ফিরে আসবে।